স্ত্রীচরিত্রসঙ্গঠন।

স্ত্রীজাতীয় উন্নতি বিষয়ক উপদেশ এবং

দৃষ্টান্ত।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

কলিকাতা।

১০৮ নং বারানশি ঘোষের ষ্ট্রীট।

ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট যন্ত্রে শ্রীনবিনচন্দ্র পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

মূল্য ।৷০ আনা।

সূচনা।

চরিত্র সংগঠন বিষয়ে একখানি ইংরাজী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছি। তন্মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পক্ষে উপযোগী মনে করি। কিন্তু বামাচরিত্র সঙ্গত কতকগুলি বিশেষ কথা আছে তজ্জন্য কিছু স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ আবশ্যক। বিশেষতঃ উল্লিখিত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত তাহা সাধারণ পাঠিকাদিগের বোধগম্য হইবে এরূপ মনে করি না, অথচ চরিত্র বিষয়ক সকল কথা নিতান্ত সহজে বোধগম্য হওয়া উচিত। এ সমস্ত ভাবিয়া এই বর্ত্তমান পুস্তিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হই-লাম। বাঙ্গালা ভাষায় কোন রচনা মুদ্রিত করা আমার অভ্যাস নাই, সুতরাং এই প্রথম চেষ্টা যে ত্রুটি শূন্য হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। তবে যদি এতদ্দ্বারা পাঠিকাদিগের নীতি চরিত্র বিষয়ে ও জ্ঞান ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে কোন প্রকার সহায়তা হয়, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং চেষ্টা সফল হইবে।

শান্তিকুটীর, কলিকাতা,

চৈত্র ১৮৯২।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

যেমন ছবি দেখিয়া ছবি চিত্রিত করিতে হয়, আদর্শ লিপি দেখিয়া হস্তাক্ষর অভ্যাস করিতে হয়, তেমনি উচ্চ চরিত্রের লোক দেখিয়া নিজের চরিত্র রচনা করিতে হয়। এইরূপ উচ্চ অনুকরণীয় জীবনকে আদর্শ বলে। আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত একই কথা। দৃষ্টান্ত বিনা মানুষের ভাল হওয়া বড় কঠিন কার্য্য। এক জন মহাপুরুষ জীবনের আদর্শবিষয়ে এই বলিয়া লোককে উপদিষ্ট করিয়াছেন, "তোমাদের স্বর্গীয় পিতা পরমেশ্বর যেরূপ পূর্ণ স্বভাব তোমরাও সেইরূপ স্বভাবের পূর্ণতা লাভ কর।" কাহারও মনে দয়া প্রবল, কাহারও মনে উৎসাহ, কাহারও মনে বুদ্ধিশক্তি, কাহারো বা কল্পনাশক্তি। সকল মানুষ একরূপ হয় না, কিন্তু প্রতিজনই উন্নত স্বভাব হইতে পারে। যাহার প্রকৃতিতে যে সদ্‌গুণ আছে তাহা পরিস্ফুট ও পরিপক্ক হইলে জীবনের আদর্শ পূর্ণ হইল।

স্ত্রীজাতির উন্নতি, স্বাধীনতা, ও মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া লোকের অরুচি জন্মিয়াছে, এখন জিজ্ঞাস্য সে উন্নতি হয় কিসে? ঘরে বদ্ধ থাকিলেই সুশীলতা শিক্ষা করা যায় না, ঘরের বাহির হইলেও স্বাধীনতা শিক্ষা হয় না; নিত্য নূতন বেশ ভূষার বাড়াবাড়িতে স্বভাবের কোন উন্নতি নাই; উন্নতি, মহত্ত্ব, স্বাধীনতা কেবল চরিত্রের গুণে। স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ কোথা? এক দিকে দেখিতে গেলে অনেক আদর্শ, অপর দিকে দেখিলে আদর্শের সম্পূর্ণ অভাব বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ভারত-বর্ষের ইতিহাস হইতে নারীজাতীয় বহু প্রকার মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে, অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অপরের উল্লেখ দূরে থাকুক, আমাদের মাতৃসমানা মহামাননীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীতে কামিনীকুলের শিরোভূষণ, তাঁহার সদ্ভাব, সদ্বিবেচনা, সতীত্ব, দীনে দয়া, বিদ্যাগুণ ইত্যাদির অনুকরণ করিতে পারিলে এ দেশীয় মহিলামাত্রের মহোন্নতির আশা করা যাইতে পারে। প্রত্যেকের উচিত মহারাণীর জীবনবৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে যে সকল ইউরোপীয় মহিলা যাতায়াত করিয়া

থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সুবিজ্ঞতা, সভ্যতা, ও সচ্চরিত্রতার দৃষ্টান্তস্থলে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, বিদেশীয় দৃষ্টান্তের সম্পূর্ণ অনুকরণ কি হিন্দুসমাজে খাটিবে? এই প্রকার অনুকরণ ভারতের নানা স্থানে কিছু কালাবধি অল্প বিস্তর হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার ফলের উপর যে সর্ব্বসাধারণ খুব প্রসন্ন এরূপ বোধ হয় না। দেশীয় দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান করিতে হইলে অতীত কালে প্রবেশ করিতে হয়। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী সকলেরই নিকট অতিশয় সুপরিচিত ও প্রাচীন নাম, এবং ইহাঁদের চরিত্র আলোচনা করিলে অশেষ শিক্ষা লব্ধ হয়। কিন্তু সে কালে এ কালে বিস্তর প্রভেদ; সে কালের দৃষ্টান্ত এখনকার দিনে সম্পূর্ণরূপ সংলগ্ন হয় না। বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া, বনফল আহার করিয়া, ধনুর্ব্বাণধারী অরণ্যচারী স্বামীর সঙ্গে দেশে দেশে পর্য্যটন করা উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রবৃত্তি ও ব্যবহারের সঙ্গে মিলিবে না। সুতরাং পুরাকালীন বীরাঙ্গনাদিগের সহস্র প্রশংসা করিয়াও তাঁহাদের আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে অনুকৃত হইতে পারে না ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তবে যত দূর অনুকরণ সম্ভব তত দূর করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। সাবিত্রীর সারল্য, সীতার স্বামিপরায়ণতা,

দ্রৌপদীর তেজ, মৈত্রেয়ীর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এ দেশে চিরকাল আদৃত হইবে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গমহিলাকুলের পক্ষে এই সমস্ত ও ঈদৃশ সদ্‌গুণের অনুশীলন করিতে গেলে বিলক্ষণ শিক্ষাভেদ ও প্রণালীভেদ আবশ্যক। সেরূপ শিক্ষা ও সেরূপ প্রণালী কোথা হইতে লাভ করা যাইবে? স্ত্রীচরিত্রের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য বিদেশ ও অতীতকাল অন্বেষণ করিতে হইবে এরূপ বলা হইল বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে মহিলামণ্ডলীর মধ্যে একটিও সুদৃষ্টান্ত নাই? ইহা অতি অসঙ্গত কথা। শাস্ত্রজ্ঞান ও সামাজিক সভ্যতা বিরল হইলেও হিন্দুপরিবার মধ্যে অনেক উন্নতমনা নারী দেখিতে পাওয়া যায়। দয়া, সরলতা, সতীত্ব, আত্মসুখত্যাগ, ধর্ম্মানুরাগ, লজ্জাশীলতা আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট। সে সমস্ত সর্ব্বদা অনুকরণীয়, ইংরাজী আকারবিশিষ্ট গুণ নয় বলিয়া পরিত্যাজ্য নহে। ইউরোপ ও এমেরিকা এখনকার দিনে স্ত্রীশিক্ষার রঙ্গভূমি। নানাগুণশালিনী বিচিত্র স্ত্রীপ্রকৃতি সেখানে যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে এমন আর কোথায়? কেহ যোদ্ধৃদিগের সেবায়, কেহ কারাবাসীদের শুশ্রূষায়, কেহ কুচরিত্র বালক বালিকাদের সংশোধনে, কেহ বীরত্বে,

কেহ কবিত্বে, কেহ স্বদেশোদ্ধারে, কেহ চিত্রবিদ্যায় কেহ উপন্যাসরচনায় অদ্বিতীয়া হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। অনেক নারী এইরূপে স্বীয় অসাধারণচরিত্র-প্রভাবে জগন্মান্যা হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পাঠ ও সদ্‌গুণের আলোচনা প্রত্যেক হিন্দুমহিলার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাঁদের বিশেষ কাহাকেও জীবনের একমাত্র আদর্শ করিয়া চলিলে এ দেশের পক্ষে নারী-চরিত্র ঠিক স্বাভাবিক হইবে না, বিজাতীয় আকার ধারণ করিবে। স্ত্রীচরিত্ররচনাবিষয়ে কি পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত কার্য্যকর নহে? অবশ্য কার্য্যকর। ধার্ম্মিকতা, সচ্চরিত্রতা, শুদ্ধাচার সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ নাই। পুরুষ স্ত্রীর নিকটে অনুকরণীয়, এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট অনুকরণীয়। তবে সকল সুচরিত্রের সমষ্টি সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে রাখিয়া, যাঁর পক্ষে যে যে বিশেষ গুণ অবলম্বনীয় বোধ হয়, তিনি তত্তদ্‌গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবেন; দেশীয় স্বভাব, দেশীয় আচার ব্যবহার, সম্ভবতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সমুদায় দেশ কাল হইতে উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের সংগ্রহ করিবেন, এবং সুবিজ্ঞ শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে একটি বিবিধগুণ-সম্পন্ন সার্ব্বভৌমিক নারীচরিত্রের আদর্শ রচনা করিবেন। স্ত্রী উন্নতি বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এ সমুদায়

উৎকৃষ্ট হইলেও, কেবল মতের দ্বারা বিশেষ কোন লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। দৃষ্টান্ত চাই। যেখানে সদ্দৃষ্টান্ত আছে সেখানে চরিত্রের উৎকর্ষ আছে। নিজে সদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার চেষ্টায় কখন বিরত হইবে না; যে দেশীয় বা যে সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সদ্দৃষ্টান্ত লব্ধ হয় তাহার সন্ধানে ও অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে বহু দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইলে, শিক্ষা ও চরিত্রবলে ক্রমে নারী-জীবনের আদর্শ সংগঠিত হইবে, স্ত্রীস্বভাব স্ফূর্ত্তি পাইবে, এবং বঙ্গকূলকন্যাগণ মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইবেন।

সার কথা।

১। নানা বিষয়ে সদ্‌গুণ উপার্জ্জন করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এরূপ বিবিধ জাতীয় মহিলাদিগের চিত্র সংগ্রহ করিয়া, বসিবার ঘরে সাজাইয়া রাখিবে, অথবা (Album) পুস্তকে সংলগ্ন করিবে।

২। নারীচরিত্রবিষয়ক উচ্চ কথা বা উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহার পুনর্লিপি করিয়া, বা অন্য কোন প্রকারে স্বায়ত্ত করিবে।

৩। সদ্‌গুণবিশিষ্টা স্ত্রীলোকের কথা শুনিলে তাঁহার

সঙ্গে আলাপ করিবে, ও যত দূর সম্ভব আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। তবে আলাপ করিবার প্রয়াসে লোককে বিরক্ত করিবে না।

৪। দেশীয় বিদেশীয় বিচার করিবে না, গুণবতী নারী পাইলেই শ্রদ্ধা করিবে।

৫। যদি কোন ধর্ম্মাত্মা নারীর বিষয় শুনিতে পাও, তাঁহাকে বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধা করিবে।

৬। লেখা পড়া না জানিলে যে আদর্শ চরিত্র হইতে পারে না, ইহা অসত্য কথা। বিদুষী নয়, অথচ জ্ঞান, ভদ্রতা, সদাচার, সতীত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা বিষয়ে অনুকরণীয় এমন মহিলা এদেশে এবং অন্যদেশে অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করা উচিত।

৭। তুমি হীন জাতীয় হও, দেখিতে কুৎসিত হও, তোমার বাহ্যিক অবস্থা যাহা হউক, কোন একটি মহদ্‌গুণে জনসমাজ মধ্যে স্বীয় চরিত্রকে আদর্শরূপে সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হও।

৮। কোন একটি সদ্‌গুণের প্রসঙ্গ হইলে তাহা তোমার জানিত কি পঠিত কোন্ মানুষের চরিত্রে আছে ইহার অন্বেষণ করিবে। কোন একটি নূতন লোকের কথা শুনিলে বা পড়িলে তাহার চরিত্রে বিশেষ সদ্‌গুণ

কি আছে ইহার অন্বেষণ করিবে। কারণ দৃষ্টান্তবিহীন কোন প্রকার সদ্‌গুণ হইতেই পারে না, আবার সদ্‌গুণ-বিহীন কোন মানুষও নাই।

৯। স্বদেশীয় ইতিহাস মধ্যে আদর্শ চরিত্র বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করিবে।

১০। মহচ্চরিত্রের মর্য্যাদা করিতে, আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ করিতে কখন সঙ্কুচিত হইবে না; কিন্তু ইহাও সর্ব্বদা স্মরণীয় যে মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমসঙ্কুল, মিশ্রচরিত্র, এবং অপূর্ণ, কেবল সর্ব্বস্রষ্টা পরম দেবতা পরমেশ্বরই পূর্ণ, নিষ্কলঙ্ক, ও অভ্রান্ত।

কুমারীর মর্য্যাদা ও আদর সর্ব্বত্র। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে স্বয়ং মহাত্মা ঈশার মাতা কুমারীরূপে প্রসিদ্ধ, সুতরাং অগণ্য খৃষ্টীয় মহিলা চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহা-দের ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, পরহিতচেষ্টা সকলের নিকট দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের এ দেশেও কুমারীদিগের যথেষ্ট সম্মান। সময়ে সময়ে তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় আদৃত হয়েন, ব্রতবিশেষ উদ্‌যাপন কালে তাঁহাদিগের পূজা হয়।

পূর্ব্বকালে যে কুমারীগণ উপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হইতেন ইহাতে সন্দেহ নাই, সম্ভবতঃ কেহ কেহ চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করিতেন। গার্গী নাম্নী বিখ্যাত ব্রহ্মবাদিনী নারী কখনও বিবাহিতা হইয়াছিলেন কি না ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক সময়ে কুমারীদিগের যথাবিধি উপনয়ন হইত, তাঁহারা বেদাদি অধ্যয়নে অধিকারিণী হইতেন। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন। পুরাতন হিন্দুসমাজের অবস্থা আলোচনা করা যাউক, আর অন্যান্য দেশের আচার ব্যবহার দর্শন করা যাউক, কৌমার্য্যকাল জ্ঞানধর্ম্মশিক্ষার উপযুক্ত কাল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবিবাহিত অবস্থা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইলেও এদেশে বালিকাদিগের এত অল্প বয়সে বিবাহ হয় যে কোন প্রকার বিশেষ উন্নতি লাভ করা-কঠিন; আশা করা যায় ক্রমে কন্যাদিগের বিবাহের বয়ঃ-ক্রমবৃদ্ধিবিষয়ে পিতামাতারা যত্ন করিবেন। কৌমার্য্য থাকিতে থাকিতে জ্ঞান, নীতি,ও সদাচার শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবে। কৌমার্য্যকাল কেবল আমোদ ও বিলাসের জন্য এরূপ কখনও মনে করিবে না; এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই

সময় স্বাধীনভাবে ভবিষ্যজ্জীবনের জন্য সেই সকল সুশিক্ষা ও সদ্‌গুণ সঞ্চয় করা উচিত যাহা না থাকিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে পরিণামে অনেক অকুশল। এক বার সংসারে ব্যাপৃত হইলে, গৃহের ভার, পতির ভার, পুত্র কন্যাদির ভার হস্তে আসিয়া পড়িলে. শিক্ষার উন্নতি-পথে বিষম প্রতিবন্ধক নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য যত দূর সম্ভব হয় অবিবাহিত অবস্থায় নানা প্রকার সদভ্যাস উপার্জ্জন করিয়া রাখ। অভ্যাসের হস্তে পড়িলে মানুষ সকল প্রকার সৎকার্য্য স্বাভাবিক নিয়মে করিয়া যাইতে পারে।

কৌমার্য্যকালে লজ্জা ও সুশীলতা অবলম্বন করিয়া নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে। মনে করিলে কন্যাগণ যে কত দূর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মভাব সমুন্নত হওয়া আবশ্যক, ধর্ম্ম-বিহীন জ্ঞান তরুণ বয়সে নানাপ্রকার অনিষ্টের কারণ হয়। ব্রত, নিয়ম, শুদ্ধাচার, সাধুভক্তি, পরসেবা, দেবার্চ্চনা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠাদি নিত্য ধর্ম্মকার্য্যের জন্য কুমারীর হস্তে অনেক অবকাশ আছে, এবং অন্তরে স্বাভাবিক নিষ্ঠাও আছে। অল্পবয়স হইতে যাহার বস্ত্রে, অলঙ্কারে, বাহ্যাড়ম্বরে প্রবৃত্তি জন্মে, পরিণামে তাহাকে অনেক প্রকার

মনঃপীড়া সহ্য করিতে হয়। ভোগবিলাসের জন্য লালায়িত না হইয়া পবিত্র কৌমার্য্যকালকে কেবল জ্ঞান ধর্ম্ম সুনীতি উপার্জ্জনে নিয়োগ করিবে। গৃহকার্য্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভের অপরিহার্য্য অঙ্গ জানিয়া উদ্যম উৎসাহের সহিত মাতার সহায়তা করিবে, নানাপ্রকার পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করিবে ও সকল প্রকার সদানুষ্ঠানে সুদক্ষ হইবে। অতি অল্প কাল পরেই নিজের সংসারভার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে, তথনকার জন্য এই সময় হইতে প্রস্তুত হইবে। কুমারীর পক্ষে আলস্য একটি গুরুতর পাপ, বৃথা কার্য্যে সময়ক্ষেপণও সেইরূপ, আর কুসঙ্গের তুল্য ভয়ানক তো কিছুই নাই। কৌমার্য্য অবস্থায় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি বড়ই উপযোগী ও সুন্দর দেখায়। পত্নিণীতার পক্ষে পতিব্রতা হওয়া যেমন প্রশংসার বিষয়, কুমারীর পক্ষে পিতামাতাকে অকপট ভক্তি ও সেবা করা তেমনি প্রশংসার বিষয়। স্বামীর প্রতি অনমুরাগ যেমন সধবার কলঙ্ক, মাতাপিতার উপর ঔদাস্য কুমারীর পক্ষে তেমনি। বড় কার্য্য হউক, ছোট কার্য্য হউক, বিদ্যাশিক্ষা হউক, ধর্ম্মশিক্ষা হউক, সভ্যতা হউক, সামাজিক রীতি নীতি হউক, তাবৎ বিষয়ে কন্যার পক্ষে পিতামাতার সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত হইয়া চলা আবশ্যক।

তবে অপর পক্ষে নীতিশীল ও বিচারক্ষম পিতামাতার কর্ত্তব্য, অবহিত হইয়া কন্যার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার সঙ্গে ব্যবহার করেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য এই বিধি। বাধ্যতা ও আনুগত্য যে কেবল নীরস কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুরোধে অবলম্বন করিতে হয় এরূপ মনে করিবে না। আন্তরিক ভক্তি উজ্জ্বল অনুরাগপূর্ণ হইয়া সাধ্বী দুহিতা জনকজননীর বাধ্য এবং অনুগত হইবেন, তাঁহাদিগের প্রীতিকর কার্য্য করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন ও পরমাহ্লাদিতা হইবেন।

মোর এবং তাঁহার কন্যা;—ইংলণ্ডের দুর্দান্ত রাজা অষ্টম হেনরীর সভায় সার টমাস মোর নামক এক জন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মা পুরুষ মন্ত্রিত্বকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে আপনার তিনটী অবিবাহিতা কন্যাকে নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা মারগেরেট বিদ্যা এবং পিতৃভক্তি উভয়গুণেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সদাচার ও সুশিক্ষার গুণে ইনি অতিশয় যশস্বিনী হইয়াছিলেন ও পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সার টমাস মোর কন্যাকে এতই স্নেহ করিতেন যে, একদা ইহাঁর উৎকট পীড়া হইয়া জীবনাশা শেষ হওয়াতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি মারগেরেটের মৃত্যু হয় তিনি রাজসেবা

ও সমুদায় বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট জীবন কেবল ধর্ম্মচিন্তায় শেষ করিবেন। ঈশ্বরানুগ্রহে কন্যা আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু মোর নিজে ঘোর বিপদে প্রাণ হারাইলেন। অষ্টম হেনরী যখন স্বীয় প্রথমা পত্নীকে নিষ্ঠুর ভাবে ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন সভাসদ্‌দিগের মত জিজ্ঞাসা করায় ধর্ম্মাত্মা মোর অত্যাচারী রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেন। হেনরীর অপ্রিয়-পাত্র হইয়া কেহ অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না জানিয়া তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই একটা নূতন ছল বাহির করিয়া রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী মোরকে কারাবাসে প্রেরণ করিলেন, এবং নিজের অনুগত লোকদিগের দ্বারা তাঁহার কপট বিচার করাইয়া মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা করিলেন। মোর যখন কারাবাসে ছিলেন, তৎকালে মারগেরেট ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে বার বার পত্র লিখিতেন; এখন তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইল; পিতার শিরশ্ছেদন হইবে, তিনি বধ্যভূমিতে প্রেরিত হইতেছেন, ইহা শুনিয়া সমুদায় রাজপুরুষ ও প্রহরীদিগকে অতিক্রম করিয়া মারগেরেট স্বীয় পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলেন, এবং শোকরুদ্ধস্বরে তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া পাগলের ন্যায়

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কঠিন চিত্ত সৈনিক-দিগের হৃদয় গলিয়া গেল, কেহ তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিল না। শীঘ্র সার টমাসমোরের শিরশ্ছেদন হইল, এবং তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাঁহার ছিন্ন শির নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হইতে লাগিল। বহুকষ্টে রাজ-পুরুষদের অনুমতি আনাইয়া সেই ছিন্ন মস্তক পিতৃভক্ত মারগেরেট নিজ গৃহে লইয়া গেলেন, এবং অতিযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যল্পকাল পরেই উৎকট শোকে মারগেরেট পীড়িতা হইলেন, তাঁহার নিজের মৃত্যুকাল উপ-স্থিত হইল, কিন্তু অন্তিম সময়েও পিতৃভক্তি ভুলিলেন না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমাধিকালে তাঁহার ভক্তি-ভাজন পরলোকগত পিতার সেই বিছিন্ন বিশুষ্ক মস্তক তাঁহার বাহুযুগলমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল। সাধ্বী কুমারী সাধুপিতার ছিন্ন মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া সমাধিমধ্যে চিরকালের জন্য লুক্কায়িত হইলেন।

মাতা।

মানুষে সর্ব্ব প্রথমে "মা" শব্দ শিক্ষা করে, মার প্রেম অনুভব করে, মাতাকে প্রেম করে। মার তুল্য কোন পদার্থ সংসারে সৃষ্ট হয় নাই। যে জাতি মধ্যে উপযুক্ত-রূপে মাতৃধর্ম্ম পালিত হয়, সে জাতি ধীর, বীর, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র। মার দোষে সন্তান নষ্ট হয়, সন্তান নষ্ট হইলে বংশ নষ্ট হয়, পারিবারিক জীবন হীন হইলে জনসমাজের অধঃপতন হয়, এবং জনসমাজ দূষিত হইয়া গেলে কোন জাতি উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে মাতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদের হস্তে অনেক দায়। যেমন মাতৃগর্ভে সন্তান রক্ষিত হয়, মাতৃদুগ্ধে সন্তান পালিত হয়, তেমনি মাতৃদৃষ্টান্তে তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। মনুষ্য-স্বভাবের নানা বিধি মধ্যে ইহা একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধি। শিশুজীবনের আদর্শরূপে পিতা মাতা, বিশেষতঃ মাতা সংসার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। যত প্রকার শিক্ষক নিযুক্ত কর না কেন, সর্ব্বাপেক্ষা মাতাই প্রধান শিক্ষক। কেবল মুখের কথায় ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় প্রকৃত শিক্ষা হয় এরূপ মনে করিও না, শিক্ষকের চরিত্র এবং দৈনিকজীবন শিক্ষার্থীর নিকট প্রকৃত শিক্ষার মূল। ইহা যেন মনে থাকে

যত প্রকার সৎশিক্ষা আছে, যত প্রকার সদ্‌গুণ এক জনের চরিত্র হইতে অপরের চরিত্রে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ভালবাসা। এই জন্য বিধাতা মাতৃহস্তে সন্তানের ভাবিচরিত্রসঙ্গঠনের ভারার্পণ করিয়াছেন; মাতৃবাৎসল্যরূপ মহাপ্রণালী মাতৃস্বভাব মধ্যে নিখাত করিয়াছেন। অতএব জননী জীবনের দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর।

আমরা প্রতিজনেই এক সময়ে শিশু ছিলাম। সে কালের কথা স্মরণ হইলে মনে হয় যে তখন মাতাকে একটি পরমাশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার জীবনের একটি অপরিসীম প্রভাব (কিসের প্রভাব জানি না) আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। বিশ্বাস হয়, ইহা তৎপ্রকৃতিস্থ প্রেমশক্তি হইবে। যদি মাতা এই শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সদাচার শিক্ষা দিতে জানিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগের জীবন কি সুন্দর আকার ধারণ করিত, ইহা ভাবিলে হৃদয় সুখে ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। কিন্তু সে কালে মাতাদিগের নিজেরই তেমন উচ্চ শিক্ষা ছিল না, এখন উৎকৃষ্ট শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। তখন শিশুপালনের সকল প্রকার সুনীতি লোকে জানিত না, এখন তাহা অবলম্বিত হয় না কেন? যদি মাতা ইচ্ছা

করেন তাঁহার ন্যায় শিক্ষক, তাঁহার ন্যায় গুরু আর কে হইতে পারে? সহস্র অনুরোধে লোক যে কোন কার্য্য করে না, এবং যে কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না, কিন্তু নিজেরই স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করে, কেবল এক ভালবাসার অনুরোধে সেই স্বেচ্ছা ত্যাগ করিয়া যাহা হিতকর পথ তাহা অবলম্বন করে। স্নেহানুরুদ্ধ হইয়া কিশোর বয়সে লোকে যেরূপ আচরণ করিতে শিখে, সম্ভবতঃ চিরজীবনের জন্য চরিত্রে সেই আচার বদ্ধমূল হইয়া যায়, কস্মিন্ কালে অপনীত হয় না। 'স্বর্ণকারের হস্তে স্বর্ণরাশি যেমন, সে যাহা মনে করে তাহা গঠন করিতে পারে, জননীহস্তে শিশুস্বভাব সেইরূপ।

আমরা এক জন দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির জীবনে পাঠ করিয়াছি যে, একদা সে কোন পথিকের প্রাণহানি করিবে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যাহাকে মারিবে মনে করিয়াছিল নিঃশব্দ পদে তাহার অনুসরণ করিতেছিল। সেই সময় হঠাৎ তাহার স্বীয় জননীর মূর্ত্তি মনে পড়িল। তাহার শৈশবের সেই সামান্য বাসকুটীর, প্রশান্ত মাতৃমুখকমল, তাঁহার হৃদয়ভেদী স্নেহ ও সদুপদেশ, নির্দ্দোষ কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীদের আকার ইঙ্গিত, এক কালে সমুদায়

স্মৃতিপথে উদয় হইয়া তাহাকে এমনি অভিভূত করিল যে আর হত্যাকার্য্যে তাহার হস্ত উঠিল না, এবং সে আপনার পাপ-প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া সেই অসহায় পথিককে নিজ গৃহে লইয়া গেল, এবং যত্ন ও স্নেহের সহিত তাহার যথেষ্ট সেবা করিল। সন্তানের প্রতি মাতার যেমন আশ্চর্য্য প্রেম, শিশুরও মার প্রতি তেমনি আশ্চর্য্য প্রেম। কোথা হইতে, কি সূত্রে এই অপূর্ব্ব স্নেহবন্ধনের সৃজন হয় তাহা কে বুঝিবে? আমাদের বিশ্বাস স্বয়ং বিধাতা প্রেমরূপে জননী হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। এ কথা বলা বাহুল্য, যে যাহাকে ভালবাসে তাহার নিকট অনায়াসে নানাবিষয় শিক্ষা করিতে পারে, শিক্ষা করিতে চায়, এবং শিক্ষাকে ক্লেশকর মনে করে না। অতএব এই স্বাভাবিক স্নেহপথ অবলম্বন করিলে নীতি, ধর্ম্ম, ও জ্ঞানবিষয়ে শিক্ষা দান করাও সহজ, গ্রহণ করাও সহজ। এ সমস্ত ভাবিলে সিদ্ধান্ত হয় যে মাতাই শিশুর স্বাভাবিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু।

যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হইল তবে শিশুর ভার নিজে পরিত্যাগ করিয়া যমকিঙ্করী দাসীর হস্তে, বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের হস্তে ও তামাকপায়ী দদ্রুসমাকীর্ণ-কলেবর বেহারার হস্তে ন্যস্ত করা হয় কি জন্য? অন্ততঃ পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুজীবনের ভার মাতৃহস্তে

থাকা আবশ্যক, কারণ এই পাঁচ বৎসর কালে জীবনের ও ভাবী চরিত্রের মূল মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে রচিত হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয় আজ কাল অনেক সুশিক্ষিত মাতা বিবেচনা করেন যে, সন্তানের দেহপুষ্টি ও সামান্য বিদ্যাশিক্ষা হইলেই যথেষ্ট হইল; দুই চারিটা "পাস দিয়া" কৃতকর্ম্মা হইলেই হইল। চরিত্রগঠন এবং ধর্ম্মোন্নতি যে মানবজীবনের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় ইহা তাঁহাদের তত বোধ হয় না। আর যদি বা কেহ নীতি, ধর্ম্ম, উচ্চ জ্ঞানেব আবশ্যকতা মুখে স্বীকার করেন, নিজের জীবনে যে সেই সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি দায়ী ইহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু পিতামাতার দৃষ্টান্তে যে সন্তানের সুচরিত্র বা কুচরিত্র সংঘটিত হইবে ইহা আমরা একটি নিত্য অলংঘ্য স্বাভাবিক নিয়ম মনে করি, মাতার দোষে সন্তান চিরদিনের জন্য হতভাগ্য, এবং সন্তানের দোষে মাতা চিরদুঃখিনী, সর্ব্বত্রই ইহার সহস্র দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয়।

মনিকা চরিত্র।

খৃষ্টীয়াব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে আফ্রিকা দেশে অগাষ্টাইন নামক এক তেজস্বী ও ধর্ম্মাত্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁহার মাতাপিতা খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন, প্রথম বয়সে তিনি উক্ত ধর্ম্মাবলম্বন করেন নাই, বরং তাঁহার চরিত্র নানা দোষে কলঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মনিকা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ নারী ছিলেন, অগাষ্টাইনের পিতা ধর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। সম্ভবতঃ পুত্র পিতার দৃষ্টান্তে যৌবনকালে সুনীতি ও সদাচারকে হতাদর করিতেন। মনিকা দেবীর হৃদয়ে এই একটী গভীর বেদনা সর্ব্বক্ষণই অনুভূত হইত যে যদিও তাঁহার নিজের ভক্তি ও সচ্চরিত্রতা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে প্রশংসা করিত বটে, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাঁহার বৈধব্যের সম্বল অগাষ্টাইন বিধর্ম্মী ও কুচরিত্র হইয়া রহিল। অগাষ্টাইন স্বভাবতঃ এরূপ ধীশক্তিমান্ বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন যে তজ্জন্য তাঁহার জননীর হৃদয়-বেদনা আরও দশগুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বদা মনে এই চিন্তা হইত যদি পুত্র স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইতেন তদ্দ্বারা পৃথিবীর কত কল্যাণ হইতে পারিত! অতএব মনিকা সন্তানের জন্য সতত সজলনয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

শেষে তাঁহার প্রার্থনা অত্যাশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ হইল। অগাষ্টাইন "ঈশ্বরের নিকট আত্মোক্তি" (কন্‌ফেশন্) নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে স্বীয় জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাতৃচরিত্র এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—"তুমি তোমার দাসীকে স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিয়াছিলে, এবং তাঁহার দ্বারা আমার আত্মাকে গভীর অন্ধকার হইতে নিস্তার করিলে। আমার মাতা, তোমার বিশ্বাসী, আমার জন্য তোমার নিকট এতাধিক ক্রন্দন করিতেন যে সন্তানের শারীরিক ব্যাধির জন্য অন্য লোকের মাতা তত ক্রন্দন করে না, তুমি তাঁহাকে যে বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ দিয়াছিলে তদবলম্বন করিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, কি ঘোর মৃত্যুমুখে আমি তৎকালে পড়িয়াছিলাম, তুমি তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলে, হে প্রভু, তুমি তাঁহার কথা শুনিয়াছিলে। তুমি তাঁহার অশ্রুজল অগ্রাহ্য কর নাই, হায়, তিনি যেখানেই প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার অশ্রুধারা বহিয়া মৃত্তিকাকে সিক্ত করিত। যথার্থই তুমি তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলে, সেই জন্য বুঝি তিনি একদা এই স্বপ্নটি দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যেন কোন কঠিন বিধি অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন, এমন সময়ে এক প্রসন্ন ও

উজ্জ্বলমূর্ত্তী যুবা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতঃ তুমি এত বিষণ্ণ ও শোকাকুল কেন?' তিনি উত্তর করিলেন, আমার সন্তানের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া আমি এই শোকভার বহন করিতেছি। যুবা বলিলেন, 'প্রসন্ন হও, কেন না যেখানে তুমি দণ্ডায়মান তোমার সন্তানও সেই খানে'। তখন আমার মাতা নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে বিধি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, আমিও তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছি।" অগাষ্টাইন নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর মনিকা দেবী তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। অগাষ্টাইন লিখিতেছেন, "আপনার ধর্ম্মভাবে সুদৃঢ় হইয়া আমার উদ্দেশে জল স্থল অতিক্রম করিয়া, তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া, শেষে জননী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠিক যেন তাঁহার উৎকণ্ঠারূপ কাল শয্যায় শয়ান হইয়া, হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট আনীত হইলাম। তুমি বিধবা অনাথিনীর সন্তান কি দুরবস্থায় পড়িয়াছে দেখিয়া আদেশ করিলে 'যুবক আমি আজ্ঞা করিতেছি উত্থান কর।' আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়া কথা কহিতে লাগিলাম, তুমি আমাকে আমার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলে। হে প্রভু, তুমি তাঁহার

প্রার্থনা পূর্ণ করিলে।” এই প্রকারে অগাষ্টাইনের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইল, তাঁহার জননীর আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি খৃষ্টীয় জগতে অতুল খ্যাতি লাভ করিলেন। মাতা ও পুত্র একত্র বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে সাগর পার হইয়া আফ্রিকা হইতে রোম রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে অগাষ্টাইন লিখিতেছেন, “এখন ক্রমে সেই দিন নিকটবর্ত্তী যখন জননী আমাকে ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া দিব্য লোকে যাত্রা করিবেন। তিনি এবং আমি নির্জ্জনে বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সম্মুখে কোলাহলশূন্য অষ্টিয়া নগরের সুন্দর উদ্যান; আমরা বহু দেশ ভ্রমণের শ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য তথায় অবস্থিতি করিতেছিলাম, আমরা উভয়ে মধুর পরমার্থ প্রসঙ্গে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। অতীত কালের সমস্ত দুঃখের বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া ভবিষ্যজ্জীবনের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছিলাম;—হে সত্যস্বরূপ, তোমার বর্ত্তমানতা কি বিস্ময়কর ব্যাপার, এবং সেই অনন্ত লোকই বা কিদৃশ পদার্থ যেখানে দেবাত্মাগণ চিরজীবিত রহিয়াছেন! হায় সেখানকার শোভা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণ শ্রবণ করে নাই, মানুষের হৃদয়ে কখন কল্পনাতেও প্রবেশ করে নাই। অতৃপ্তভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক কণ্ঠ যেন

রুদ্ধ শ্বাসে তোমার প্রেমের উৎস পান করিতে লাগিল—সেই উৎস যাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণী অক্ষয়জীবন সম্ভোগ করে, এবং তোমার প্রভাবে রূপান্তর হইয়া পরলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিতে পারে। ক্রমে আমাদের প্রসঙ্গ এমনই ঘনীভূত হইল যে আমরা এই ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্য আলোকে অত্যুচ্চ আন্তরিক আনন্দের আলোক অনুভব করিতে লাগিলাম। স্বর্গীয় জীবনের জ্যোতির সঙ্গে কি এই বাহ্য জ্যোতির তুলনা হয়, না উল্লেখ করা সঙ্গত হয়? জ্বলন্ত প্রেমে আমরা সেই স্বর্গীয় জীবনের দিকে উর্দ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম যাহার আলোকে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ পৃথিবীতে জ্যোতি বর্ষণ করে। ধ্যান এবং যোগ প্রসঙ্গে আমরা ক্রমাগত উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিলাম। আমরা এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলাম;—যদি এই রক্তমাংসের সকল কোলাহল স্তব্ধ হইয়া যায়, যদি এই পৃথিবীর, আকাশের, সাগরের সমুদায় দৃশ্যমান ব্যাপার বিলুপ্ত হইয়া যায়, যদি আত্মাপর্য্যন্ত আপনার মধ্যে আপনি স্তিমিত হয় ও আত্মবিস্মৃত হয়, আপনি আপনার অতীত হয়, এবং সমুদায় কল্পনা, কুহক, কপট প্রত্যাদেশ রহিত হয়, সকল রসনা নীরব হয়, সকল বাহ্যচিহ্ন অদৃশ্য হয়, আর নিস্পন্দতার মধ্যে কেবল সেই পরমাত্মা আপনার

ভাষাতে আপনাকে আপনি উচ্চারণ করেন; বজ্র, বিদ্যুৎ, দেব, মানব, আপ্তবাক্য কেহই কিছু না বলে, কিন্তু সেই প্রিয়তম আপনার তত্ত্ব আপনি ব্যক্ত করেন! এই কথা বলিতে বলিতে আমরা নিরতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইলাম, যেন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্যানযোগে সেই অনন্তকে স্পর্শ করিলাম যিনি জ্ঞানরূপে সকল আত্মাতে নিহিত আছেন! হায় যদি এই অবস্থা দীর্ঘ স্থায়ী হয়, যদি ইহার বিপরীত চিন্তা রহিত হয়, যদি যোগী ঈদৃশ আনন্দে জড়িত ও তন্ময় হইয়া যায়, যদি চিরজীবন এই মুহূর্ত্তকালের অনুরূপ হইয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দময় লোকে প্রবিষ্ট হওয়া কি আমরা বুঝিতে পারি। সে দিন আমরা এইরূপ নানা প্রসঙ্গ করিলাম, বোধ হইল যেন পৃথিবীর সকল সম্পদ আমাদিগের নিকট তুচ্ছ হইয়াছে। পরিশেষে জননী বলিলেন "বৎস এখন আমি আমার নিজের সম্বন্ধে আর কি বলিব? ইহ জীবনে আমার কোন সুখ বা সাধ নাই। যখন পৃথিবীতে আমার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে তখন আমি আর কি জন্য কোন্ আশায় এখানে অধিক কাল বাস করি? কেবল এই এক সাধের জন্য এত কাল পৃথিবীতে পড়িয়াছিলাম যে তুমি উদার সার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে আমি দেখিয়া চলিয়া যাইব। আমার

সে সাধ এখন বিধাতা পূর্ণ করিয়াছেন, তুমি ইহ জীবনের সকল আমোদ তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছ, ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছ, তবে আর আমি এখানে বিলম্ব করি কেন ?” ইহার কিছুকাল পরেই মনিকা দেবীর পরলোক প্রাপ্তি হইল। মাতার যত্নে সন্তানের নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্মজ্ঞান কত দূর উচ্চ হইতে পারে সেণ্ট্ অগাষ্টাইনের জননী তাহার চিরস্মরণীয় দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সার কথা।

১। মাতাকে আপনার পরমবন্ধু মনে করিবে ও বিধাতার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জানিয়া সম্মান, আদর ও আন্তরিক ভক্তি করিবে। তাঁহার চরিত্রের বিচার করিবে না, তাঁহার দ্বারা বার বার উত্তেজিত হইলেও ক্রোধ কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না।

২। মাতা সন্তানের সহবাসকে সকল বন্ধুর সহবাস অপেক্ষা প্রিয়তর জানিয়া, দিনের মধ্যে অবসর পাইলেই তাহাকে নিকটে ডাকিবেন, তাহার সঙ্গে স্নেহ বিনিময় করিবেন। সে শিশু হউক, অবোধ হউক, উদ্ধত হউক, উপযুক্ত বিষয়ে তাহার সঙ্গে হৃদয় খুলিয়া আলাপ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না।

৩। ক্রোধভরে কখনও সন্তানকে গালি দিবেন না, অভিসম্পাত করিবেন না, প্রহার করিবেন না, তাহার মৃত্যুকামনা করিবেন না। যদি সে দোষী ও দণ্ডার্হ হইয়া থাকে, তাহাকে উচিত দণ্ড দিবেন, কিন্তু ক্রোধপরবশ হইয়া নহে। কঠিন শাস্তি দিবার সময়ও যেন নিজ মনের শান্তি অবিকৃত থাকে। মাতাকে বার বার ক্রুদ্ধ দেখিলে নিশ্চয়ই সন্তানের স্বভাবে ক্রোধ রিপু প্রবল হয়।

৪। শিশুর নিকট কখন মিথ্যা বলিবেন না। তাহাকে যাহা কিছু দিবার অঙ্গীকার করা হইবে নিশ্চয় দেওয়া উচিত, তাহাকে যে দণ্ড দিবার ভয় প্রদর্শিত হইবে, তদুপযুক্ত হইলে নিশ্চয় সেই দণ্ড দিতে হইবে, প্রথমাবধি শিশুর চিত্তে এই ধারণা হওয়া আবশ্যক যে, পিতা মাতা যাহা বলেন, নিশ্চয় তাহা কার্য্যে করেন।

৫। এরূপ যেন কখন না ঘটিতে পায় যে মাতা অপেক্ষা শিশু দাসীকে অধিক ভালবাসে, মাতৃসহবাস অপেক্ষা দাসীসহবাস প্রিয় মনে করে। সন্তানের যাহাতে সুখ সে যেন তাহা সর্ব্বদা মাতার হস্তে লাভ করিতে পায়।

৬। সন্তানের সহিত একত্র পাঠ করিবেন, একত্র ভ্রমণ করিবেন, একত্র আহার করিবেন, একত্র শয়ন

করিবেন। তাহার ক্রন্দনে বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না, তাহার আবদারে শ্রান্ত হইবেন না, তাহার সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে অধৈর্য্য প্রকাশ করিবেন না। যত দূর সম্ভব হয়, শিশুর সহবাসে শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

৭। শিশুকে নগ্ন থাকিতে দিবেন না। অতি সামান্য বস্ত্রেও তাহার কটিদেশ আচ্ছাদিত রাখিবেন, যে পরিবারে অনেক পুত্র কন্যা সেখানে এই নিয়ম বিশেষরূপে অবলম্বনীয়।

৮। তাহাকে কোন জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে বা রক্তপাত দেখিতে দিবেন না, কটুকাটব্য বা অশ্লীল কথা শুনিতে দিবেন না, কলহস্থলে উপস্থিত হইতে দিবেন না।

৯। পরমেশ্বরের মহিমা বিষয়ে ও সচ্চরিত্রতার প্রশংসা বিষয়ে সহজ পদ্য তাহাকে কণ্ঠস্থ করাইবেন।

১০। যাহাতে বয়সের অনুচিত কোন অভ্যাস না শিখে, অকালপক্বতা দোষে বিকৃত না হয়, সকল কার্য্যে সরল ও স্বাভাবিক ব্যবহার করিতে পারে, এ পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অনেক অর্বাচীন লোক শিশুকে নীতি ধর্ম্ম শিখাইতে গিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলে।

বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইলেই বিদ্বান্ হয় না; কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিলেও বিদ্বান্ হয় না; যে সকল বিষয় লইয়া মানুষের প্রতিদিনের জীবন ও কার্য্য তদ্বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করাকে বিদ্যা শিক্ষা বলা যায়। বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, বহু পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া, গদ্য পদ্যে রচনা করিতে শিখিয়াও কেহ অজ্ঞান থাকিতে পারে, বিদ্যালয়ে কখনও প্রবেশ না করিয়া অপর কেহ জ্ঞানী হইতে পারে। সকল বিষয়ে প্রভূত দর্শনশক্তি উপার্জ্জন করিবে। কি গৃহকার্য্য, কি সন্তানপালন, কি সামাজিক রীতি নীতি, কি রচনা, কি অধ্যয়ন, সকল বিষয়ে সদ্বিবেচনা ও সূক্ষ্মদর্শন শিক্ষা করিবে। চতুর্দ্দিকে নানা পদার্থ ও ঘটনা নয়নগোচর হয়, লোকে এ সকল বিষয়ের উপরিভাগ দেখে, ইহা হইতে কোন গভীর শিক্ষা পায় না, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহাদের মনের ও চরিত্রের কোন প্রকার উৎকর্ষ লাভও হয় না। আর যে সকল লোক পদার্থ মাত্রেরই, ঘটনা মাত্রেরই গভীর অর্থ অন্বেষণ করে, এবং তৎপ্রতি আপনাদিগের সমুদায় মানসিক শক্তিকে নিয়োগ করে, তাহারা প্রকৃতির সার তত্ত্ব অধিকার করিতে পারে; তাহারা তত্ত্ববিৎ হইয়া যথার্থ বিদ্বান্ হয়, এবং এই জ্ঞানরূপ আলোকে তাহাদের জীবনপথের তাবৎ অন্ধকার

তিরোহিত হয়। অনেকে অবগত আছেন যে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অনুসারে দিন রাত্রি ও ঋতুপর্য্যায় সংঘটিত হইতেছে, এবং বোধ হয় ইহাও অনেকে জানেন যে, এই আহ্নিক ও বার্ষিক গতি কতকগুলি চিরপ্রতিষ্ঠিত ও অকাট্য নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি এই বিধির বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বিধি বিনা সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি রক্ষাও হয় না। ইহা জানিয়া কয় জন লোক আপনার শারীরিক বা সামাজিক জীবনে, আপনার সংসারিক বা নৈতিক ব্যবহারে এরূপ সুবিধির অনুসরণ করেন যাহাতে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পায় না। অবৈধ ও বিশৃঙ্খল জীবনে বিদ্যাশিক্ষার কোন সুফল লক্ষিত হয় না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আছে; যে অনেক জানে তাহার নিকট লোকে অনেক প্রকার সদ্‌গুণ দেখিবার আশা করে।

জ্ঞান উপার্জ্জনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রথম ধারণা, দ্বিতীয় পরিপাক, তৃতীয় পুনঃপ্রকাশ।

১। যে কোন সূত্রে পার জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, আপনার স্বভাবকে বিদ্যার ভাণ্ডাররূপে রচনা করিবে। শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্ত নাই; জ্ঞানের অন্ত নাই, চির জীবন কেবল

শিক্ষা করিতে করিতে শেষ করিলে, তথাপি সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া শেষ হয় না। সাগর যেমন জলরাশিতে পূর্ণ অথচ বৃষ্টিধারায় ও নদীর সঙ্গমে তাহার বৃদ্ধি বা বিস্তার বুঝা যায় না, তেমনি মানুষের প্রকৃতি অনবরত জ্ঞান সত্য ধারণ করিতে পারে, তাহার ধারণা-শক্তির শেষ দেখা যায় না। এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও চরিত্রের উৎকর্ষ না হইলে সে জ্ঞানে আশানুরূপ ফল হয় না; আর ইহাও বক্তব্য যে চেষ্টা করিলে মানুষের জ্ঞানসীমা কত দূর অগ্রসর হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যত পার জ্ঞানোপার্জ্জন কর, কেবল উপাধি লাভ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না।

২। কিন্তু কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে কি হইবে? বিদ্যার পরিপাক আবশ্যক। চিন্তাশীলতায় বিদ্যার পরিপাক হয়; এ দেশের শিক্ষিতদিগের মধ্যে চিন্তার অভ্যাস বড়ই অল্প। বরং পুস্তক পাঠে লোকের অভিরুচি আছে, স্বাধীন চিন্তাতে প্রায় কাহারো অভিরুচি নাই। পরের প্রকাশিত মত সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে বাটিয়া, ঘাঁটিয়া, রাঁধিয়া বাড়িয়া লোকে আত্মজ্ঞানের পরিচয় দেয়। একটী কথাতেও গভীর দর্শন, কি নিজের স্বাধীন চিন্তার পরিচয়

দিতে পারে না। সেই জন্য আজকাল যে পুস্তক পাঠ করা যায়, তাহা ইংরাজী, বাঙ্গালা যে কোন ভাষায় রচিত হউক, গ্রন্থান্তরের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যা পরিপক্ক হইলে তৎসঙ্গে মানুষের মনোবৃত্তির পরিপক্কতা জন্মে। চিন্তাশক্তির অনুশীলন এইরূপ পরিপক্ক জ্ঞানলাভ করিবার প্রধান উপায়। একগুণ অধ্যয়ন করিবে, চিন্তা করিবে চতুর্গুণ। মনোবৃত্তির চালনা ব্যতীত পুস্তক পাঠে কোন ফল নাই। সুবিদ্যার সঙ্গে সুচিন্তা মিলিত হইয়া মানুষের জ্ঞান ও চরিত্র এতদুভয়কে রচনা করে। যে অধ্যয়নের সময় প্রকাণ্ড গ্রন্থ সকল পাঠ করে, কিন্তু চিন্তা করিবার সময় ধনোপার্জ্জন, পরানিষ্ট ও ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন অপর কোন চিন্তা করিতে পারে না, তাহার পক্ষে জ্ঞানভার বহন করা আর বৃষভের পক্ষে মিষ্টান্নভার বহন করা প্রায় সমান। সেই মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া ও পরিপাক করিয়া যদি পুষ্টি লাভ না হইল, ক্ষুধানিবৃত্তি না হইল, তবে পরের বোঝা বহন করিয়া কেবল শ্রান্তি ও অখ্যাতি মাত্র। পূর্ব্বকালে হিন্দুমহিলাগণ সকল প্রকার শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। দুই জাতীয় নারীর বিষয় শ্রবণ করা যায়; কেহ কেহ সংসার ধর্ম্মের মধ্যেও শাস্ত্র আলোচনা এবং জ্ঞানচর্চ্চা লইয়া দিন যাপন করিতেন, কেহ তদ্বিষয়ে

অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া কেবল গৃহকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী সংসারকে তুচ্ছ করিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানলাভে তৎপর ছিলেন, এবং "যাহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না" এরূপ ধন সঞ্চয় করিতেন না। কিন্তু দ্বিতীয়া পত্নী কাত্যায়নী কেবল সংসার কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন। বিথেনী নিবাসী ঈশানুরাগিণী দুই ভগিনী মেরী এবং মার্থার চরিত্রেও এই দুই প্রকার স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেরী ক্রমাগত ধর্ম্মচর্চ্চা শুনিতে প্রয়াস করিতেন, আর মার্থা সংসারকার্য্যে ব্যাপৃতা হইতেন। একদা মার্থা স্বীয় ভগিনীর নামে ঈশার নিকট অভিযোগ করাতে মহাত্মা ঈশা উত্তর করিলেন, "মার্থা, তুমি নানা অসার বিষয় লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু মেরী কেবল সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন যদ্দ্বারা মানুষের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল লাভ হয়।"

৩। প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার তৃতীয় অঙ্গ নিজের জ্ঞানকে পুনঃ প্রকাশিত করিতে পারা। যেমন ক্ষেত্রে শস্য না জন্মিলে সে ভূমির মূল্য নাই, যেমন বৃক্ষে ফল ফুল না জন্মিলে তাহাতে কোন লাভ নাই, তেমনই যে বিদ্যা প্রকাশিত হইয়া লোকের পথে আলোক বিস্তার করিতে পারে না তাহা নিষ্ফল। হয়তো কোন ব্যক্তির পুস্তক

পাঠে জ্ঞানোপার্জ্জন হইয়াছে, কিন্তু চিন্তার অভাবে মনে কোন নূতন ভাবের উদয় হয় না, অথবা যদিও কিঞ্চিৎ ভাবোদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই; এরূপ ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যাহা শিখিয়াছ, যাহা বুঝিয়াছ, যাহা ভাবিয়াছ তাহা কথা দ্বারা, বিশেষতঃ কার্য্যের ও চরিত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে শিক্ষা কর। এই প্রকাশশক্তিতেই মানবীয় বিচিত্র ভাষার সৃজন। এই প্রকাশশক্তিতেই চিত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, নির্ম্মাণবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা এবং মনুষ্যজাতির অপরাপর অতুল অগণ্য কীর্ত্তি। প্রকাশশক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিধাতা নিজের অনন্ত স্বভাব হইতে এই অদ্ভুত সৃষ্টিকে রচনা করিয়াছেন; বিশ্বভুবন আর কি কেবল তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। যে ব্যক্তির সারবিদ্যা জন্মিয়াছে সে আপনার পরিপক্ক স্বভাব ও পরিপুষ্ট চরিত্রকে এরূপে প্রকাশ করিতে পারে, যদ্দ্বারা জনসমাজের মোহ এবং ভ্রমান্ধকার দূর হয়, এবং জীবনের পূর্ণ আদর্শ পরিস্ফুটিত হয়।

সার কথা।

১। দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল আত্মোন্নতির জন্য নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিবে। যাঁহারা বিদ্যালয়ে ছাত্রী, তাঁহারা পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক পড়িবেন।

২। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন প্রকার উপাখ্যান বা নভেল ও নাটকাদি পড়িবে না।

৩। গোপনে এবং আসক্তিপরতন্ত্র হইয়া কখন কোন নভেল বা নাটক পড়িবে না।

৪। নিয়মিতরূপে পদার্থবিদ্যাবিষয়ক কোন গ্রন্থ পাঠ করিবে, এবং এই বিষয়ে ব্যুৎপন্ন কোন ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবে। যাহা পড়িবে তাহা স্বচক্ষে পরীক্ষা বা 'এক্সপেরিমেণ্টের' দ্বারা প্রমাণিত করিয়া লইবে।

৫। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস করিবে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে বৃথা কথোপকথন না করিয়া জ্ঞানবিষয়ক প্রসঙ্গ করিবে।

৬। মধ্যে মধ্যে কোন প্রকাশ্য পুস্তকালয়ে গমন

করিয়া নানাবিষয়ক পুস্তকের আস্বাদ গ্রহণ করিবে, তালিকা দেখিবে, এবং নূতনপুস্তকসংক্রান্ত জিজ্ঞাসা ও কথোপকথন করিবে।

৭। মিউজিয়ম, পশুশালা, বোটানিকেল উদ্যান প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিবে, এবং দ্রষ্টব্য বিষয় অভিজ্ঞলোকের সাহায্যে বুঝিয়া লইবে।

৮। প্রতিদিন অল্পকালের জন্য কোন সংবাদপত্র পাঠ করা ভাল, কিন্তু যে সে কাগজ পড়িবে না। সংবাদ পত্র পাঠে অনেক অনিষ্ট আছে, অতএব যে কাগজের মতামত ভাব ও সিদ্ধান্ত দূষণীয় নহে তাহাই পাঠ করিবে। এ বিষয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে চলিবে।

৯। সুরুচি ও সদ্ভাবপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা উচিত। কাব্য নাটকাদি পাঁচ জনের সঙ্গে পাঠ করা ভাল, কারণ উচ্চৈঃস্বরে গ্রন্থ পাঠ করিবার শক্তি অনেকেরই নাই। রচনাশক্তির ন্যায় পাঠ করিবার শক্তিও উপার্জ্জন করিতে হয়।

১০। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি রচনা করিবে ও অন্যের নিকট পড়িয়া শুনাইবে। যাহা তাহা লিখিয়া সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করা ভাল অভ্যাস নয়। তদপেক্ষা পুস্তক-

রচনার প্রয়াস ভাল। যদি প্রবন্ধ লিখিবার অবকাশ বা শক্তি না থাকে, আত্মীয়বর্গকে সুদীর্ঘ ও ভাবপূর্ণ পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিবার অভ্যাস করিবে।

বস্তুবিদ্যা।

পদার্থবিদ্যার অনুশীলন করিলে, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। নানা বিষয়ের তত্ত্ব জানিয়া লোকে বিদ্বান্‌রূপে পরিচিত হয়; ভূতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিদ্যার বিবিধ অঙ্গ বটে। কিন্তু যে সমুদায় সাধারণ সামগ্রী লইয়া সংসার রচিত হইয়াছে, যেমন মেঘ, জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, আমাদিগের নিজের শরীর, আহারীয় বস্তু ইত্যাদি, এতদ্বিষয়ে লোকের জিজ্ঞাসা অতি অল্প। বস্তুবিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে অন্য বিদ্যা তেমন কার্য্যকর হয় না। আমরা গুরুতর বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কিন্তু সামান্য বিষয়ের কিছুই জানি না। এরূপ শিক্ষা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, যথার্থ পক্ষে ইহাকে শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রতিজন শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু দিনের জন্য বস্তুবিদ্যার

বিশেষ অনুশীলন আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথমে নিজের শরীরতত্ত্ব আলোচনা করিবে; ইহার স্বাস্থ্য কিসে, অস্বাস্থ্য কিসে, ইহার ক্ষয় কিসে, পুষ্টি কিসে, ইহার মধ্যে কি অদ্ভুত কৌশল নিহিত রহিয়াছে, কত শাস্ত্র, কত বিধি অনুসারে এই বিচিত্র দৈহিক জীবনের কার্য্য চলিতেছে, এই সমস্ত শিক্ষা করিবে। অতি সামান্য অসুখ হইলে ডাক্তারের গৃহে দৌড়িতে হয়, অতি সামান্য কারণে লোকের সহায়তা অন্বেষণ করিতে হয়। বাগানে একটা বৃক্ষ রোপণ করিতে গেলে, বাক্সে একটা স্ক্রু বসাইতে হইলে, জামার একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে ইহা লজ্জার কথা। যাঁহারা সাধারণ সামগ্রীর গুণ ও ব্যবহার জানেন, সামান্য অসুখের চিকিৎসা করিতে পারেন, গৃহসম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যক কার্য্য নিজে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহারা পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে অধিকতর শোভা পায়। সৃষ্টিমধ্যে এই সকল নানা পদার্থ ও নানা শক্তি অতি আশ্চর্য্য প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে, স্থির অকাট্য নিয়মে চলিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়গোচর দর্শন দ্বারা প্রমাণ করিয়া নিশ্চিতভাবে অবগত হইও। এক বিন্দু বাষ্প দেখিতে গেলে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, অথচ এই বাষ্প

হইতে বর্ত্তমান শতাব্দী মধ্যে কি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইল; রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত ও বিবিধ জাতীয় কল পৃথিবী মধ্যে অগণ্য প্রকার সম্পদ ঐশ্বর্য্য ও উন্নতি প্রসব করিল। আকাশে মেঘ হইলে কেনা বিদ্যুৎ দেখিয়াছে, অথচ এই বিদ্যুৎ হইতে তাড়িৎ শক্তির অবতারণা করিয়া পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ কত অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করিলেন। আরও কত প্রকার স্বাভাবিক শক্তি বস্তুনিচয় মধ্যে লুক্কায়িত আছে কে জানে? অতএব এই সমস্ত শক্তিতত্ত্ব যে কিছুই জানিল না, সৃষ্টিমধ্যে এ সকল অদ্ভুত বস্তুর গুণ ও প্রকৃতি কিছুই পরীক্ষা করিল না—কেবল পুস্তক পড়িয়া দুই একটী কথা পরের মুখে শুনিয়াছে, তাহার বিদ্যা কার্য্যকর ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে। উপরে অনন্ত আকাশ, ইহার গভীরতার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় অপার সৃষ্টিরচনা, কত সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, কত কৌশল কলাপ আমরা কিছুই জানি না। চতুর্দ্দিকে এই আশ্চর্য্য জগৎ, সাগর, নদ, নদী, পর্ব্বত, জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, পতঙ্গ, ধাতু, তেজ, ইহার বিষয় সতত অনুসন্ধান কর, আলোচনা কর, পরীক্ষা দ্বারা অবগত হও, ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন কর, পরমেশ্বর কি মহান্ বিষয় তাহা বুঝিতে পারিবে। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, মহিমা, কৃপা

বুঝিতে পারিবে, এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া বিদ্বান্ নামের উপযুক্ত হইবে।

সার কথা।

১। নিঃশ্বাসই মানুষের জীবন। বায়ু বিনা নিঃশ্বাস চলে না, দূষিত বায়ু দেহে প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্য ক্ষয় হয়, রোগ সারে না। অতএব বায়ুতত্ত্ব অবগত হইয়া বাসগৃহাদি রচনা করিতে হয়, দ্বার বাতায়নাদি খুলিতে এবং রুদ্ধ করিতে হয়, বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হয়, রোগীর সেবা করিতে হয়, শারীরিক ব্যায়ামাদি অভ্যাস করিতে হয়।

২। সমুদায় রোগের উৎপত্তি জলে, দেহের সচ্ছন্দতার হেতুও জলে। জলকে পরিষ্কার করিতে শিক্ষা কর, ভাল মন্দ জলের পরীক্ষা শিক্ষা কর। পানে, স্নানে, রন্ধনে, উৎকৃষ্ট জল ব্যবহার কর। নির্ম্মল জলবায়ুদ্বারা কেবল শরীর ভাল হয় তাহা নহে, আত্মাও পবিত্র হয়।

৩। কেবল উচ্চ প্রান্তরে অট্টালিকা হইলেই যে সুখে থাকিবে এরূপ মনে করিও না, ব্যবহারের প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার ও নির্ম্মল না হইলে লোক সুখী হইতে পারে না।

৪। ফোড়া হইলে প্রলেপ দিতে হয়, শরীর কাটিয়া

গেলে শিরা বাঁধিয়া দিতে হয়, অন্ততঃ যথেষ্ট শীতল জল ঢালিয়া দিতে হয়, মূর্চ্ছা হইলে মুখে জলের ছিটা মারিতে হয়; সামান্য সামান্য বিপদে মুষ্টিযোগের ব্যবহার শিখিয়া রাখ।

৫। মোজা রিফু করিতে শিখ, ব্যবহার্য্য সাধারণ বস্ত্রাদি সেলাই করিতে ও মেরামত করিতে জানিয়া রাখ।

৬। মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক বিভাগের কিছু কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন কর।

পণ্ডিতা রমা বাই।*

একদা একজন ব্রাহ্মণ সপরিবারে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্ত্রী ও দুইটী কন্যা, একটী কন্যার বয়ঃক্রম নয় বৎসর, অপরটীর সাত বৎসর। তাঁহারা পথিমধ্যে কোন নগরে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতেছিলেন। একদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ গোদাবরী নদীতে

* বর্ত্তমান কালে বিদ্যাবিষয়ে পণ্ডিতা রমাবাই দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই জন্য এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল।

স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে আর এক জন সুন্দর-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করিতেছেন। স্নান, সন্ধ্যান্তে তিনি এই অভ্যাগত ব্যক্তির পরিচয় এবং নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন। সমুদায় বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে স্বীয় নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন, এবং একঘণ্টার মধ্যে সমুদায় কথা ধার্য্য করিয়া, পর দিন কন্যার বিবাহানুষ্ঠান সমাধা করিলেন। অপরিচিত ব্রাহ্মণ কন্যা লইয়া তৎপর দিনে নয়শত ক্রোশ দূরে নিজ গৃহে চলিয়া গেল, এবং বালিকার পিতা কন্যাভার মুক্ত হইয়া আনন্দিতচিত্তে সপরিবারে আপনার গম্য তীর্থ পথে অদৃশ্য হইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ যে ব্যক্তির হস্তে কন্যাভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি নব-বিবাহিতা বালিকার প্রতি আশাতীত সদ্ভাব ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ দিয়া কন্যার পিতা আর তাহার কোন সমাচার লইলেন না। এই কন্যা পণ্ডিতা রমা বাইয়ের মাতা লক্ষ্মীবাই, এবং এই সুন্দরমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা অনন্তশাস্ত্রী।

রমা বাইয়ের পিতার নিবাস দাক্ষিণাত্য মাঙ্গালোর প্রদেশ। দশবৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বার বিবাহ

হয়, বিবাহিতা বালিকাকে মাতৃহস্তে সমর্পণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশে রামচন্দ্রশাস্ত্রিনামা একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট পুণানগরে উপনীত হইলেন। আচার্য্য রামচন্দ্র শাস্ত্রী তৎকালে পুণাধীশ পেশোয়ার রাজ্ঞীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছিলেন, ব্রাহ্মণকুমার অনন্ত, আচার্য্যের সমভিব্যাহারে রাজভবনে গমন করিতেন, এবং রাণীর শিক্ষাকালে উপস্থিত থাকিতেন। রাজমহিষী বিশুদ্ধ স্বরে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেন শুনিয়া অনন্ত অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইতেন, এবং বাসনা করিতেন গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় অল্পবয়স্কা পত্নীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবেন। ত্রয়োবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে অনন্ত পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পত্নীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভার্য্যার শিক্ষাবিষয়ে কোন রুচি ছিল না, এবং তাঁহার মাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ ও আপত্তি করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা শিক্ষকতাকার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল। সময়ে তাঁহার সন্তানাদি জন্মিল, এবং অকালে ব্রাহ্মণীর পরলোক হইল। দ্বিতীয় বার লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্বকালের ইচ্ছা বিস্মৃত হইলেন না; ত্বরায় অপক্কবয়স্কা পত্নীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে

আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ এই শিক্ষাকার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্ত শাস্ত্রী এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি গৃহ, স্বদেশ ও সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘাটপর্ব্বতে গঙ্গামল নামক অরণ্যে সস্ত্রীক চলিয়া গেলেন, এবং সেই শিলাময় নির্জ্জন বনস্থলীতে আপনার আবাস কুটীর রচনা করিলেন। রমাবাই বলেন তাঁহার মাতা সেই বিজন বনের কথা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গল্প করিতেন। প্রথম রাত্রে তাঁহারা আশ্রয় বিহীন হইয়া তরু-শাখাতলে রজনী যাপন করিয়াছিলেন। নিশীথ সময়ে নদীকূল হইতে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া অদূরবর্ত্তী স্থানে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নবমবর্ষীয়া লক্ষ্মীবাই বিষম ভয়ে কম্পিত কলেবর ও অচেতন-প্রায় হইয়া কন্থাদি দ্বারা সাষ্টাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া পড়িয়া রহিলেন, অনন্ত শাস্ত্রী সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া দণ্ডহস্তে ব্যাঘ্র তাড়াইলেন। ক্রমে একখানি কুটীর রচিত হইল। সময়ে একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, এবং দুই চারিটী ছাত্র অনন্ত শাস্ত্রীর বিশাল খ্যাতি শ্রবণ করিয়া পাঠার্থ আসিয়া দর্শন দিল। কিন্তু এই নানা কষ্ট ও পরীক্ষা মধ্যে এক দিনের জন্যও লক্ষ্মীবাই তাঁহার সংস্কৃত অধ্যয়নে নিবৃত্ত হয়েন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রমাবাইয়ের জন্ম হয়। শৈশবকালে তিনি পিতার দ্বারা শিক্ষিত হয়েন নাই। অনন্ত শাস্ত্রীর হস্তে এত কার্য্য, এবং ক্রমে তাঁহার এত বয়োধিক্য হইয়াছিল যে তিনি কন্যার শিক্ষকতাকার্য্য নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রমাবাই স্বীয় মাতা লক্ষ্মীবাইয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মাতার নিকট শিখিয়াছিলেন বলিয়া সেই শিক্ষা তাঁহার প্রকৃতিতে চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল হইয়াছে। অনন্ত শাস্ত্রীর আশ্রমে এতাধিক ছাত্রসংখ্যা, তীর্থযাত্রী ও আত্মীয় স্বজনের সমাগম হইত যে গৃহিণীত্বকার্য্য সমাপন করিয়া লক্ষ্মীবাইয়ের হস্তে প্রায় কিছুই অবকাশ থাকিত না। এই জন্য অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিনি কন্যাকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হইতেন। সেই সুরম্য কাননময় গঙ্গামল আশ্রমে, নিশান্ধকার তিরোহিত হইবার পূর্ব্বে, চন্দ্রাস্ত যাইবার পূর্ব্বে, আকাশে দুই একটী নক্ষত্র জ্বলিতেছে এমন সময়ে কন্যাকে সস্নেহে শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া, তাহার জড়িত চক্ষুকে প্রক্ষালিত করিয়া, পক্ষীদিগের প্রভাত কলরবের সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী জননী স্বীয় কোমলচিত্ত কন্যাদ্বয়কে সংস্কৃত পাঠ অভ্যাস করাইতেন। সূর্য্যোদয় হইলে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইতেন। এই রূপে অনলস হইয়া যথা

নিয়মে প্রতিদিন শিক্ষা দান করাতে রমাবাই প্রথমে বিদ্যোপার্জ্জনে অনুরাগিণী হইলেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাতৃস্নেহের সঙ্গে যে জ্ঞান স্পৃহা সন্তানের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হয়, চিরজীবনে তাহা কখনও অপনীত হইবার নহে। অনন্ত শাস্ত্রীর প্রথমা কন্যা অতি শৈশবকালে বিবাহিতা হইয়া মূর্খ স্বামীর হস্তে বহুপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। পিতা মাতার নিকট সুশিক্ষা লাভ করিয়া তিনি জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল সে স্বীয় আত্মীয়দিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বালিকা অবস্থাতেই কন্যাকে বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস করিতে লাগিল, এবং নিষ্ফল হইয়া আদালতে অনন্ত শাস্ত্রীর নামে অভিযোগ করিল। বিচারকর্ত্তার অনুমত্যনুসারে বালিকা হৃদয়হীন স্বামীর হস্তে পতিতা হইল, এবং মাতা পিতা হইতে অত্যল্প বয়সে বিচ্ছিন্ন হইয়া মর্ম্মাহত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। স্বীয় ভগিনীর এই দুর্ভাগ্য আলোচনা করিয়া সরলচিত্তা রমাবাই এদেশীয় দূষিত আচার ব্যবহারের উপর চিরকালের জন্য বিরক্ত হইলেন।

এ দিকে বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া, বহু ছাত্র অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা করিয়া, অনন্তশাস্ত্রী ব্যয়সঙ্কুলনে

অসমর্থ হইলেন, এবং ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন; ভূম্যাদি সামান্য পিতৃসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সমুদায় বিক্রয় করিলেন; শেষে অরণ্যস্থিত প্রিয় আশ্রম পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দারিদ্র্য হেতু সপরিবারে তীর্থযাত্রায় দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় রমাবাইয়ের বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। অনন্তশাস্ত্রী একে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন হীনবল, তাহাতে আবার চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত অন্ধ, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও দুর্ব্বল এবং অসুস্থ। সঙ্গে অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যা, তাহারা বিশেষ সহায়তা কি করিবে? এতদবস্থায় আশ্রয়বিহীন, গৃহবিহীন, নিঃসম্বল হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াও এক দিনের জন্য রমাবাইয়ের শিক্ষা কার্য্য বন্ধ হয় নাই। শেষে পথশ্রান্ত বৃদ্ধ শাস্ত্রী পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং দেড়মাস কালের মধ্যে রমাবাইয়ের মাতারও মৃত্যু হইল। ভয়ঙ্কর অবস্থা! সহায় বিহীন বালক বালিকা তখন এত দূর দরিদ্র যে অর্থাভাবে মৃতমাতার সৎকার করিতে অক্ষম। যেখানে লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তথা হইতে দাহ করিবার স্থান প্রায় দুইক্রোশ দূরে, শববহন করিবার লোক নাই। শেষে দুই জন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের উপর দয়ার্দ্র হইয়া শবদাহের ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের সঙ্গে সেই অসহায় বালক

বালিকাও শববহন করিল। রমাবাই তথন এত থর্ব্বাকৃতি যে স্কন্ধে বহন না করিয়া মস্তকে বহন করিতে বাধ্য হইলেন; কোনরূপে সৎকার কার্য্য সমাধা হইল। এই ঘোর শোকাবহ ঘটনা সমাপ্ত হইলে, নিরাশ্রয় রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া, পুনরায় দেশ ভ্রমণার্থ বাহির হইলেন।

রমাবাই নিজ জীবন বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে "আমার শৈশবের প্রথমাবস্থা হইতে গ্রন্থপাঠে প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল। যদিও আমি বিধি পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় ভাষা শিক্ষা করি নাই বটে, কিন্তু উহা আমার মাতৃভাষা, মাতা পিতা এই ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন, সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতেন, এইজন্য আমি শীঘ্রই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। তারপর ক্রমাগত দেশ পর্য্যটন করিয়া হিন্দী, কানারী ও বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। পিতামাতা আমাকে যেমন অজ্ঞানতার কূপে নিক্ষেপ করেন নাই, সেইরূপ বাল্যবিবাহেও বদ্ধ করেন নাই। আমি ষোড়শবর্ষ অবধি অবিবাহিত ছিলাম।" এইরূপে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও অপরাপর নানা ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতা মাতার পরলোকান্তে কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে রমাবাই দেশ-ভ্রমণে বহির্গত

হইলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শেষে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান দেখিয়া রাজধানীর সমস্ত লোক ও পণ্ডিতবর্গ বিস্ময়াম্বিত হইলেন, তাঁহাকে সরস্বতী উপাধি প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার প্রশংসায় তাবৎ সংবাদপত্র পূর্ণ হইল। কিন্তু ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও মৃত্যু হইল। মরণকালে তিনি স্বীয় ভগিনীর ভবিষ্যৎ ভাবনায় অভিভূত হইয়া ছিলেন। রমাবাই লেখেন, "এই শঙ্কট কালে আমি ইহা স্থির বুঝিলাম যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমার কেহ সহায় নাই। তাঁহারই আশ্রয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।" ভ্রাতার মৃত্যুর ছয় মাস কাল পরে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র মেধাবি বি, এল, নামক একব্যক্তির সঙ্গে রমাবাইয়ের বিবাহ হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতে বিপিন বাবুর মৃত্যু হইল, এবং রমাবাই আবার অসহায় হইয়া সংসারে একাকিনী হইলেন। স্বামিবিয়োগের কিছু কাল পরে রমাবাইয়ের একটী কন্যা জন্মিল, এবং তিনি একেবারে ঈশ্বরের হস্তে সকল ভার সমর্পণ করিলেন। ঈশ্বরের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার বল পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। খৃষ্টীয়ান মিসনরীদিগের সাহায্য লইয়া তিনি ১৮৮৩ সালে

ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সেখানে ইংরাজী ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিয়া আমেরিকা দেশে চলিয়া গেলেন। অটল উৎসাহে সেখানেও নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া, বিদ্যার উপর অভিনব বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশবাসিনী ভগিনীদের উপকার সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমেরিকার লোকে তাঁহার সদ্‌গুণ দেখিয়া, তাঁহার শুভ ইচ্ছা সফল করিতে সমবেত যত্নে সাহায্য করিতে লাগি-লেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি ইচ্ছামত সহায়তা লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এখন পুনা নগরে "সারদা, সদন" নামে উচ্চজাতীয় মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় খুলিয়া-ছেন, এবং প্রায় বিশ জন ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সৎকার্য্যে লোকের প্রভূত মঙ্গল হউক এই আমাদের কামনা।

কুমারী তরুদত্ত।

কুমারী তরুদত্তের শিক্ষা এবং তাঁহার মানসিক শক্তি বিকাশের প্রধান সহায় যে তাঁহার পিতা ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। গোবিন্দ বাবু প্রথম হইতেই যাহাতে সন্তানদের সুশিক্ষা হয় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত

করেন; এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া নানা উপায়ে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। অরু ও তরু ফ্রান্স দেশীয় একটি বিদ্যালয়ে কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখনও কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। যাঁহারা মনে করেন স্কুলে না পড়িলে লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, তাঁহারা দেখিবেন স্কুলে না পড়িয়াও তরু যে প্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, অনেকে বি এ, এম এ, পাশ করিয়াও তাহা পারেন নাই। যদি ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াও অনেক লেখা পড়া, অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। তরু আট মাসমাত্র ফ্রান্সের একটি বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নাম মাত্র; গৃহে আপনার যত্নেই অধিক শিক্ষা করিতেন।

গোবিন্দ বাবু ১৮৬৯ সালে ইউরোপ যান, এবং সেই সময় অরু ও তরুকে সঙ্গে লইয়া যান। শিক্ষা দেওয়াই তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাঁরা ফ্রান্সে কিছুকাল থাকেন, এবং ইংলণ্ডে তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক কাল থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের উপর তরুর প্রাণের একটা টান ছিল। ফ্রান্সে যখন ছিলেন, তখন তরুর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। ফরাসী

কাব্য পাড়িবার জন্য তাঁহার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। কেবল যে পড়িয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, ছোট বড় সকল কবিদিগের লেখাই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল, তিনি যে রাশি রাশি কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে সকলই তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি অনেক পড়িয়াছিলেন, এবং যাহা পড়িতেন তাহা খুব ভাল করিয়া পড়িতেন, একটীও শক্ত কথা তাঁহার নিকট এড়াইবার যো ছিল না; ছোট বড় সকল অভিধান হইতে সেই কথার ঠিক অর্থ না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যদি কখনও কোন কথার প্রকৃত অর্থ লইয়া তর্ক হইত, তাহা হইলে দশটির মধ্যে সাত আটটিতে তিনিই জিতিতেন। তিনি প্রথমে অনেক ইংরাজী বই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে প্রায় আর তিনি ইংরাংজী বই পড়িতেন না, অধিকাংশ সময় ফরাসী ও জার্ম্মাণ বই লইয়াই দিবারাত্র থাকিতেন। ৩।৪ আল্‌মারী পরিপূর্ণ ফরাসী ও জার্ম্মাণ বই পড়া একটী বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নয়। ফরাসী জাতি তাঁহার প্রাণের ভাল বাসার বস্তু ছিল। যখন ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ হইল, তখন তরু ইংলণ্ডে ছিলেন, এবং তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর

মাত্র। তখন তিনি তাঁহার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন "এক দিন বাবা মাকে সম্রাটের কথা কি বলিতেছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গিয়া শুনিলাম ফরাসীরা হার মানিয়াছে। আমি তখন কি ভাবে আবার সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম তাহা স্মরণ আছে, কে যেন আমার গলা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদ কাঁদ স্বরে অরুকে সকল কথা বলিলাম। ফ্রান্সের কেন পতন হইল? ইহার অনেক লোক পাপ ও নাস্তিকতায় ডুবিয়াছে—এইজন্য কি, হে ফ্রান্স, তোমার ভয়ানক পতন হইল! এই অবমাননার পর ঈশ্বরকে ভাল করিয়া পূজা ও সেবা করিতে শিখিও। দুর্ভাগ্য ফ্রান্স তোমার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।" এই সময়ে তিনি একটী কবিতা লেখেন; তাহার মর্ম্ম এই যে—ফ্রান্স মরে নাই, কিছুকালের জন্য মূর্চ্ছাগত হইয়াছে; সকলে মিলিয়া ইহার শুশ্রূষা কর, আবার ফ্রান্স সকল জাতির উপরে দাঁড়াইবে। পনর বছরের বালিকার কি সহৃদয়তা,—কি ধর্ম্মভাব!

সংসারের কাজ কর্ম্মে তিনি অতিশয় নিপুণা ছিলেন; কোন কাজকেই নীচ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি অতিশয় সুন্দর গান করিতে পারিতেন এবং পিয়েনো বাজাইতে পারিতেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা

লিখিয়াছেন যে, "আজিও যেন সেই মধুর শব্দ আমার কর্ণে বাজিতেছে।" অরু ও তরু উভয়ের ইচ্ছা ছিল একখানি উপন্যাস লিখিয়া প্রকাশ করিবেন, তরু লিখিবেন এবং অরু তাহাতে ছবি আঁকিয়া দিবেন। তরু সেই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৭৪ সালে অরুর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা আর সফল হয় নাই। ১৮৭৯ সালে এক জন ফরাসী মহিলা তাঁহার জীবনী সহিত তাঁহার লিখিত উপন্যাস খানি মুদ্রিত করেন। একটি বাঙ্গালী মেয়ের রচিত ফরাসী উপন্যাস দেখিয়া ইউরোপের লোক যার পর নাই আশ্চর্য্য হন; ইহাতে তাঁহার প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা পদ্য লেখায় তাঁহার প্রতিভা বিশেষ প্রকাশ পায়; এবং কবিত্বের জন্যই ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তাঁহার এত আদর। জীবিতাবস্থায় তাঁহার কয়েকটী মাত্র কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে তাঁহার পিতা তাঁহার একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইয়াছিল এবং ৬।৭ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে ভারতগীতিমালা নামে আর একখানি পদ্য প্রকাশিত হয়—এবং ইহাই

তাঁহার শেষ কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা তাঁহার কবিত্বশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়—এবং তাঁহার যশ চারিদিকে বিশেষরূপে বিস্তৃত হয়। ১৯।২০ বৎসরের একটী বাঙ্গালী রমণীর পক্ষে ইহা কি সামান্য প্রশংসার কথা? আজ কাল অনেক মহিলারা পদ্য লিখিতেছেন, এবং কেহ কেহ ভাল কবিতাও লিখিতেছেন; কিন্তু বিদেশীয় ভাষায় ইংরাজীতে পদ্য লিখিয়া ইংরাজের নিকট প্রশংসা লাভ করা সামান্য কথা নহে। ১৮৭৩ সালে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার সহিত সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। বোধ হয় দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অকাল মৃত্যুতে সে আশা আর সফল হইতে পারে নাই। বিষ্ণু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। সুতরাং আর পড়া শুনা হইল না। বিষ্ণু পুরাণের দুইটী গল্প ইহার মধ্যে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। প্রাচীন ভারতরমণী নামক এক খানি ফরাসী পুস্তক পড়িয়া তিনি তাহা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই পুস্তক লিখিতে লিখিতে ব্যারাম ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল, এবং ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট একুশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। অল্প বয়সে

তরুর মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সহজে লোকে তাঁহার নাম ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার যশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছে।—"সখা।"।

আহ্নিকপূজা।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে, অবহেলা করিবে না। দেবার্চ্চনার সময় অনন্যমনস্ক ও নিষ্ঠাযুক্ত হইবে। স্নানান্তে শুদ্ধ শরীরে ও শুদ্ধ বস্ত্রে আহ্নিক উপাসনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। পূজার সময় কাহার সঙ্গে কথা কহিবে না, সংসার চিন্তা করিবে না, কাহারও উপর অন্তরে কুভাব পোষণ করিবে না। নিয়মিত সময়ে, নিয়মিত প্রণালী অনুসারে ভক্তির সহিত দেবার্চ্চনা করিবে। পূজার প্রণালী আপনার পিতা মাতা ও গুরুজনের নিকট শিক্ষা করিবে; সকলের পক্ষে এক প্রণালী খাটে না। কেবল নিয়মিত কার্য্য সারিবার জন্য, নীরস কর্ত্তব্যের অনুরোধে দৈনিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না, কিন্তু দেবারাধনায় যাহাতে অনুরাগ জন্মে ইহার চেষ্টা করিবে। আহ্লাদের সহিত, আদরের সহিত এই পবিত্র কার্য্যে ব্রত হইবে। সকল

উপাসনা ও প্রার্থনার এই উদ্দেশ্য যে পরমেশ্বরের আশ্রয়ে আমরা শরীর মনকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিতে পারিব, এবং তাঁহার গুণ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। পূজার জন্য দেবালয়ে গমন করিবে, আপনার বাসগৃহে সাধ্য হইলে একটি ক্ষুদ্র দেবালয় স্থাপন করিবে, সকল গৃহস্থের ঘরে একটি স্বতন্ত্র দেবালয় বা ঠাকুরঘর স্থাপন করা এ দেশের প্রাচীন নিয়ম, এ নিয়ম চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। ভক্তির সহিত সমনোযোগে ইষ্ট দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতে পারিলে সংসারের বহু পরীক্ষা মধ্যে চিত্তের শান্তি স্থৈর্য্য লাভ করা যায়। অতএব প্রত্যেক জন মনুষ্যের পক্ষে নিয়মিত আহ্নিক পূজা আবশ্যক। পরমেশ্বর আছেন, এবিষয়ে কথন সন্দেহ করিবে না, তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা আন্তরিক ভক্তি পোষণ করিবে। ভক্তির সহিত ধর্ম্মের সমস্ত আদেশ পালন করিবে। যে স্থানে মঙ্গলময় পরমদেবতার নাম উচ্চারিত হয় শ্রদ্ধার সহিত সেখানে গমন করিবে, শান্তভাবে আসন গ্রহণ করিবে, সাবধানতার সহিত কার্য্য করিবে। ধর্ম্মবিষয় লইয়া কথন ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিবে না, যাহারা এরূপ করে তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবে। ভাবে, কথায়, ব্যবহারে ধর্ম্মবিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ করিবে। আদরের সহিত ও নিয়মিতরূপে ধর্ম্ম গ্রন্থসকল পাঠ করিবে। শুদ্ধ

চরিত্র লোকদিগের দৃষ্টান্তবিষয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও সৎপ্রসঙ্গ করিবে, ধর্ম্মাত্মাদিগকে সম্মান করিবে ও আচার্য্যদিগের উপদেশ পালন করিবে। যেমন নিজে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তেমনি আবার অন্য সকলের অবলম্বিত পূজা উপাসনায় শ্রদ্ধা সম্মান প্রকাশ করিবে। মতের অনৈক্য আছে বলিয়া অপর লোকের ধর্ম্মভাবের প্রতি অবজ্ঞা অনাদর প্রকাশ করিবে না। পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মবিদ্বেষ হেতু জগতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ব্যবহার করিয়া নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসকে উজ্জ্বল রাখিবে, বিদ্বেষীর প্রতি বিদ্বেষ ব্যবহার করিবে না।

তপস্বিনী রাবেয়া।

রাবেয়া তুরস্কদেশের অন্তর্গত বাসোরা নগরনিবাসী এক জন দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। আরবী ভাষায় রাবা শব্দে চতুর্থ বুঝায়। তিনি সেই দরিদ্রের চতুর্থ কন্যা ছিলেন বলিয়া রাবেয়া নামে আখ্যাতা হন। রাবেয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জনক জননী উভয়েই লোকান্তর গমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বসোরাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন ভগিনীগণ হইতে

রাবেয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় পাইয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জন সম্পন্ন লোকের হস্তে সমর্পণ করে। সে ব্যক্তি দাসীরূপে রাবেয়াকে ক্রয় করিয়া স্বীয় পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত রাখে। সে অতিশয় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোক ছিল, রাবেয়াকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিত, তিনি কোনরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। এক দিন আর ক্লেশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রভুর আলয় হইতে পলাইয়া যান। আস্তে ব্যস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যাইতে পথে আছাড় খাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন নানা ক্লেশ ও বিপদে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন, "হে পরমেশ্বর, আমি পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী বন্দিনী হইয়া আছি, হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল, এই সকল দুরবস্থাতেও আমার শোক নাই, আমি তোমার প্রসন্নতা চাই, বল প্রভো, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না?" তখন এই স্বর্গীয় বাণী রাবেয়া শুনিতে পাইলেন "বৎসে, শোক করিও না, অচিরে তোমার গৌরববর্দ্ধন হইবে, দেবগণ তোমাকে আদর করিবেন।" রাবেয়া ইহাতে সান্ত্বনা পাইয়া প্রভুর গৃহে ফিরিয়া

আইসেন। তদবধি দিবাভাগ গৃহস্বামীর পরিচর্য্যাতে ও রজনী ধর্ম্মপুস্তকের শ্লোক পাঠে ও উপাসনায় যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল এই ভাবে গত হইলে এক দিন রাত্রিতে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া রাবেয়া যেন কি বলিতেছেন, শুনিতে পাইল। তখন রাবেয়া নিভৃত কুটীরে প্রণত হইয়া এই বলিতেছিলেন, “প্রভো পরমেশ্বর, তুমি জান, তোমার আজ্ঞা পালন করি, ইহাই মনের একান্ত অভিলাষ। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতেই আমার চক্ষুর জ্যোতিঃ, যদি আমার সাধ্য থাকিত, এক মুহূর্ত্ত তোমার সেবা হইতে বিরত হইতাম না। কিন্তু তুমি আমাকে পরাধীনা দাসী করিয়া রাখিয়াছ, এজন্য বিলম্বে তোমার সেবায় উপস্থিত হই।” রাবেয়া দীনভাবে ঈশ্বরকে এই নিবেদন করিতেছিলেন। গৃহস্বামী ইহা শুনিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল যে রাবেয়ার উপরে এক স্বর্গীয় আলোক জ্বলিতেছে, সমুদায় গৃহ তাহাতে উজ্জ্বল হইয়াছে। গৃহস্বামী এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল। একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, মনে মনে এই স্থির করিল যে, এতাদৃশী পূজনীয়া নারীকে নিজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখা কোন

রূপে বিধেয় নহে, বরং তাঁহার সেবায় আমারই নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়াই পর দিন গৃহস্বামী রাবেয়াকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিল ও তৎপ্রতি অনেক শ্রদ্ধা প্রীতি প্রদর্শন করিয়া বলিল, "যদি তুমি এখানে থাক, আমি দাস হইয়া তোমার সেবা করিব।" তখন রাবেয়া প্রভুর অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন ও কঠোর তপস্যাতে আপনার জীবনকে নিয়োজিত করিলেন।

দিবা রাত্রি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের আলোচনা ও উপাসনা সাধনাতে রাবেয়ার বিশ্রাম ছিল না। তিনি কখন কখন মহর্ষি হোসেন বসোরীর সভাতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিয়ৎকাল এক নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে বাস করিয়া যোগাভ্যাস করেন। তৎপরে এক ভজনালয়ে যাইয়া স্থিতি করেন। কিছু কাল সেখানে ধর্ম্ম সাধনায় রত থাকেন, পরিশেষে মক্কায় চলিয়া যান। মক্কাতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের অবসান হয়।

রাবেয়া সাধনবলে এরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবন ও স্বর্গীয় প্রেম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করিত, তাঁহার দর্শন ও উপদেশ বাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত, সক-

লেই তাঁহার জীবনের প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার মুখবিনির্গত তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইত। মহর্ষি হোসেন বলিয়াছেন যে "রাবেয়া শিক্ষা না পাইয়া, কাহারও উপদেশ শ্রবণ না করিয়া মনুষ্যসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় অন্তরে অলৌকিকরূপে ধর্ম্ম্ জ্ঞান লাভ করিতেন।"

একদা কোন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পরিণয়ের অভিলাষ আছে কি?" তিনি বলিলেন, "শরীরসম্বন্ধে বিবাহ, আমার শরীর কোথায়? শরীর যে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়াছি, শরীর তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাঁহার কার্য্যে রত।"

এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাবেয়ার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তপস্বিনি, যদি তুমি ইঙ্গিত কর, অনেক লোক আছে যে, তোমার অসচ্ছলতা দূর করিতে ইচ্ছুক হইবে।" রাবেয়া বলিলেন, "সাংসারিক অভাব-সম্বন্ধে কাহারও নিকটে প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা হয়। এই সংসার ঈশ্বরেরই রাজ্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকটে আমি কি প্রকারে ভিক্ষা চাহিব? যাহা কিছু চাহিয়া লইতে হয় তাঁহার হস্ত হইতে লইব।"

একদা বসন্ত ঋতুতে তপস্বিনী রাবেয়া এক কুটীরে যাইয়া স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা

তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর্য্যে, বাহিরে আগমন করুন, সৃষ্টির শোভা আসিয়া দেখুন।" রাবেয়া বলিলেন, "তুমি এক বার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।"

কতক গুলি লোক পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাবেয়ার নিকটে আসিয়া বলিল, "সমুদায় গুণে পুরুষদিগকে ভূষিত করা হইয়াছে, অলৌকিক ক্ষমতার কটীবন্ধ পুরুষেরাই পরিধান করিয়াছে। কখন কোন স্ত্রীলোক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আসন প্রাপ্ত হয় নাই। তোমার এইরূপ স্পর্দ্ধা কিসে হইল?" রাবেয়া বলিলেন "তোমরা এ সমস্ত যাহা বলিলে সত্য। কিন্তু আত্মপূজা ও অহংজ্ঞান এবং আমিই তোমাদিগের ঈশ্বর এই সকল ভাব কোন স্ত্রীলোক হইতে সমুদ্ভূত হয় নাই, কোন স্ত্রীলোক কাপুরুষ হয় নাই, পুরুষেতেই কাপুরুষতা লক্ষিত হয়।"

একদা রাবেয়া এইরূপে প্রার্থনা করেন, "পরমেশ্বর, তুমি ইহলোকে যাহা কিছু আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দেও, পরলোকের যাহা কিছু তাহা তোমার বন্ধুকে দেও, তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছুই চাহি না। হে ঈশ্বর, যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর। যদি স্বর্গলোভে তোমার সেবা করি, আমার

পক্ষে তাহা অবৈধ কর। যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।”

লজ্জা ও সপ্রতিভতা।

লজ্জা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণ, তাঁহাদের চরিত্রের ভূষণ, আত্মরক্ষার একটি প্রধান উপায়। শিক্ষা না দিলেও উপযুক্ত বয়সে কন্যার চরিত্রে লজ্জাশীলতার প্রকাশ হয়। যদি কোন কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে বড় দোষের কথা, কিন্তু প্রায় ব্যতিক্রম ঘটে না। সকল প্রকার সদ্‌গুণ অনুশীলনে পরিপক্ক হয়, লজ্জাশীলতাও সেইরূপ, ইহার অপব্যবহার সদ্ব্যবহার দুই আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপব্যবহারই সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকের পক্ষে এই লজ্জাগুণ একটি দুঃসাধ্য উৎকট রোগে পরিণত হইয়াছে। যাঁহার অধিক লজ্জা তিনি কথা কহেন না। উচিত এবং ভদ্রপ্রশ্ন সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গণেশপত্নী কলাবধূর ন্যায় নীরবে থাকেন; বারাণসী-নিবাসী ত্রৈলিঙ্গস্বামীর ন্যায় মৌন ব্রত অবলম্বন করেন। তিনি দর্শন করেন না, কপিলমুনির ন্যায় সর্ব্বদা নিমীলিত

নেত্রে কালাতিপাত করেন; যদি কিছু দর্শন করিতে হয় নিজের শ্রীপাদপদ্ম নিজে দর্শন করেন, ধূলিতত্ত্ব তৃণতত্ত্ব আলোচনা করেন, নিজের নাসিকাগ্রভাগ ধ্যান করেন, অথবা স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে নির্দ্দয়ভাবে দংশন করেন। কামিনীকুলের মুখশ্রী যে হাস্যে তাহা তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে দন্ত বিকাশ করিয়া থাকেন, সদাচারের খাতিরে তাহাই হাসির খাতায় জমা করিয়া লইতে হয়। তিনি আহার করেন না, আহার কার্য্যকে তিনি নারীকুলকলঙ্করূপে ঘৃণা করেন। নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিলে তিনি অনশনব্রত অবলম্বন করেন, প্রচুর জলরাশি পান করেন, এবং শুনা যায় গোপনে ভাজা তণ্ডুল ও কাচা আম ইত্যাদি উপকরণে উদর পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব্বদাই লজ্জায় জড় সড়। রেলগাড়ীতে যাইতে হইলে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে হয়; পোর্টমাণ্ট ও অন্যান্য লাগেজের ন্যায় মস্তকে বহন করিয়া লইলে ভাল হয়, যেহেতু তিনি চলিতে অক্ষম। দক্ষিণে যাইতে বলিলে বাম দিকে চলেন; উপরে উঠিতে বলিলে নীচের দিকে অবতরণ করেন, নীচে নামিতে বলিলে হোচাট খাইয়া পড়িয়া মরেন; ঘোমটা টানিতে অঞ্চলের অনাটন

হয়, অঞ্চল টানিতে মস্তকের আবরণ খুলিয়া যায়। লজ্জা এই গুণবতীর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়াছে, তাঁহাকে রোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছে। এই লজ্জাবতীর দুরবস্থা দেখিয়া কোন কোন বিদুষী মনে করিলেন এরূপ কপট লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সপ্রতিভ সতেজ ব্যবহার শিখিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে আরও বিপত্তি ঘটিল। নারীজাতির মধ্যে ব্যাপিকা নামক এক প্রকার জীব জগতে কোন কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে। নানা প্রকার বেশভূষার ঘটায় ইনি সচরাচর পরিচিত হইয়া থাকেন, যেথানে মৃদু সম্ভাষণ করিলে চলে ইনি সেথানে তুরীনিন্দিত উচ্চ রবে মেদিনীকে বিকম্পিত করেন। যেথানে দুইটী কথা উচ্চারণ করিলে চলে, ইনি সেথানে সমুদায় অভিধানের আবৃত্তি করেন, যেথানে সন্তোষের চিহ্ন মৃদুহাস্য মাত্র করিলে ভাল দেথায়, সেথানে ভৈরবীর ন্যায় অট্টহাস্য করেন, যেথানে মন্থরগতি সঙ্গত বোধ হয় সেথানে তুরঙ্গবেগে লম্ফ দিয়া চলেন। কি বুদ্ধিবলে, কি বাহুবলে, কিছুতেই তিনি পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহেন। স্ত্রী বলিয়া যে কোন বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ আছে তিনি ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, বিভিন্ন বলিলে

তাঁহার বিচারে নিকৃষ্ট বুঝায়। তিনি স্বাধীন, সতেজ, সপ্রতিভ; তিনি লজ্জার সেতু অতিক্রম করিয়া সকল প্রকার পার্থিব ব্যবহারের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ক্রোধে সূর্পণখা, হিংসায় কৈকেয়ী, অভিমানে শ্রীরাধিকা, কলহে জান্তিপী, বাক্‌পটুতায় লেডি ম্যাক্‌বেথ। জনসমাজে এরূপ বীর নারীর অবতারণা বিরল, তিনি যে দেশে বাস করেন লোকে তাঁহার সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করে। অতিলজ্জা একটি রোগ, নির্লজ্জতা আরও ভয়ানক রোগ; এই দুই প্রকার রোগকে পরিহার করিবে।

প্রকৃতলজ্জাশীলার স্বভাব নম্র, কোমল, অথচ প্রতিভাময়, স্বায়ত্ত। জ্ঞান ও সৎ শিক্ষা প্রভাবে তাঁহার স্ত্রীজাতিসুলভ জড়তা দূর হইয়াছে; কোন অবস্থায় কথা কহিতে হয়, কখন নীরব হইতে হয়, তিনি তাহা সহজ জ্ঞানে বুঝিয়াছেন, তিনি যখন যাহা বলেন তাহা সুরুচি ও সদ্বিবেচনায় পরিপূর্ণ। তাঁহার কথা শুনিলে আরো শুনিতে ইচ্ছা হয়, তিনি যখন নীরব থাকেন লোকে তাঁহার নিঃশব্দতার ভিতরেও সদ্গুণ ও মিষ্টতা অনুভব করিতে পারে। তিনি চঞ্চলমতির ন্যায় ইতস্ততঃ চক্ষু চালনা করেন না, তাঁহার দৃষ্টি স্থির এবং শান্ত, যে দিকে দেখেন প্রতিভার সহিত পবিত্রভাবে দেখেন। তাঁহার চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত

হইলে মানুষের মন আশ্বস্ত হয়, নির্ভয় হয়, নির্দ্দোষ হয়। তেজ এবং লজ্জাশীলতা উভয় ভাব মিলিত হইয়া তাঁহার ব্যবহারকে এমন এক অতুল পরাক্রমে পূর্ণ করে যে অতি দুর্দ্দান্ত লোকও সাধ্বী লজ্জাবতী নারীর নিকট ভীতও পরাস্ত হয়। আত্যন্তিক বেশভূষাকে তিনি নির্লজ্জতা মনে করেন, অযথেষ্ট বস্ত্রাদিকেও তিনি দূষণীয় মনে করেন। তাঁহার বেশ এমনি সংযত ও সঙ্গত যে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বস্ত্রালঙ্কার লক্ষ্য হয় না, অথচ তাঁহাকে শোভিতা ও সুশ্রী মনে হয়। অসত্য, অনীতি, প্রলো-ভন, কুরুচি, অভদ্রতা, উচ্চৈঃস্বর, পরনিন্দা, অবিশুদ্ধ আমোদ, তাঁহার নিকট অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। সে সমস্ত তাঁহার নয়নগোচর হইলে বিষতুল্য তাহা পরিহার করেন, লজ্জায় অধোমুখী হয়েন, রোষে অগ্নিবৎ হয়েন, ভয়ে মৃতবৎ হয়েন। তিনি নীরব হইবার অভ্যাস উপার্জ্জন করিয়াছেন, উপযুক্ত সময়ে উচিত কথনের অভ্যাসও শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার উচিত স্পষ্টবাদ শাণিত অসির ন্যায় অপরাধীকে আঘাত করে। আলোকের পশ্চাতে ছায়া যেরূপ, অস্তপ্রায় সূর্য্যপার্শ্বে সন্ধ্যামেঘ যেরূপ, পুষ্পের বৃন্তে ঘন পল্লব যেরূপ, সতী নারীর সদ্গুণের মধ্যে লজ্জা সেইরূপ। লজ্জার ছায়ায় সকল

বিদ্যা অধিকতর উজ্জ্বল হয়, সকল ক্ষমতা অধিকতর সতেজ বোধ হয়, সকল ধর্ম্ম অধিকতর পবিত্র হয়, সকল সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহর হয়, লজ্জা স্ত্রীজাতির ভূষণ।

সার কথা।

১। লোক সমক্ষে, বিশেষতঃ পুরুষদিগের সমক্ষে অল্পভাষী হইবে। জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবে না।

২। কেহ কোন অভদ্র আলাপ কি অযথা প্রসঙ্গ করিলে তাহাতে যোগ দিবে না; তদ্বিষয়ে কোন উত্তর করিবে না; বিষয় বিবেচনা করিয়া আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে নিঃশঙ্কে তাহার স্পষ্ট এবং তীব্র প্রতিবাদ করিবে।

৩। আপনার বিদ্যার, কি বহুদর্শনের, কি ধনের, কি স্বামীর উল্লেখ করিবে না; যত দূর না করিলে চলে তাহার চেষ্টা করিবে।

৪। পুরুষ মানুষকে সম্ভ্রম করিবে, কিন্তু ভয় করিবে না। তুমি যদি সচ্চরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ হও কোন ব্যক্তি তোমার কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। পৃথিবীর সকল সজ্জন এবং স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন।

৫। রেল গাড়িতে উঠিবার সময়, কি অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবে, আত্মসংবরণ করিবে, ত্রস্ত হইবে না, অস্থির হইবে না ,শান্তচিত্তে অভিভাবকের কথানুসারে আচরণ করিবে।

৬। অত্যন্ত আত্মীয়, সবিশেষ পরিচিত, ও সমবয়স্ক লোকের সহবাস ও সংগোপন স্থান ভিন্ন অত্যুচ্চ হাস্য করিবে না, কিন্তু সন্তোষ ও প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপ মৃদু হাস্য সর্ব্বত্রই বিহিত।

৭। সঙ্গীতবাদ্যাদি দোষের বিষয় নহে, নির্দ্দোষ আমোদের বিষয়। কিন্তু যার তার সম্মুখে ও যেখানে সেখানে গান করিবে না। যেখানে সেখানে গান শুনিতেও যাইবে না। স্থান, কাল, সঙ্গ বুঝিয়া সঙ্গীতাদিতে যোগ দিবে।

৮। সাক্ষাৎ হইলে সকলকেই সম্ভ্রমসূচক নমস্কার করা ও কুশল জিজ্ঞাসা করা বিধেয়, কিন্তু এদেশীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে যার তার করস্পর্শ করা বিহিত বোধ হয় না।

৯। কতকগুলি বিষয় এমন আছে যৎসম্বন্ধে স্ত্রীলোকের পক্ষে একেবারে কোন প্রকার উল্লেখ নিষেধ; সে বিষয় গুলি কি আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে।

১০। অনুরুদ্ধ হইলে বন্ধু গৃহে ভোজনাদি করা দোষের বিষয় নহে আহ্লাদের বিষয়; তবে অত্যাহার ও অনাহার উভয়ই ঘৃণিত।

১১। লজ্জাশীলা অথচ সপ্রতিভ হইতে জানিলে ভদ্রতাগুণ আপনা আপনি জন্মে। ভদ্রতা সৎস্বভাবের ফল, বাহ্যিক শিক্ষার ফল নহে। যাহার আচার পবিত্র, হৃদয় নিরহঙ্কারী, বুদ্ধি সুমার্জ্জিত, ধর্ম্মভাব সরল, ঈশ্বরে ভক্তি, সর্ব্বলোকে প্রেম, সে আপনা আপনি সভ্যতা ও সুরুচি প্রকাশ করিতে শিখে। যে বাচনিক ও বাহ্যিক ভদ্রতার কতকগুলি নিয়ম শিক্ষা করে তার সভ্যতা অনুকরণীয় নহে।

দ্রৌপদী।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণ মতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরু-জনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধা-নতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল

গুণ গুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদী হরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচ-কের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে, ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর। দ্রুপদ রাজার পণ যে, যে সেই দুর্ব্বেধ্য লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে, কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজাগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে; সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবন-প্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসি তছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করি-তেন বলা যায় না—কেন না এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে

হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন, যে কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দী এবং অর্জ্জুন হস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন, যে তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নতার ক্ষতি হয় তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্য বিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটী গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর

চরিত্র পাঠকের নিকট প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, সে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটী ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলী মধ্যে দ্রুপদরাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্ন তুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া কর্ণকে বিদ্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথাশ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্যসন্দর্শন পূর্ব্বক শরাশন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল শতপৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনায় প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া বিখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামি-কর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূত-মুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরা-জিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্র

সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধ মাত্রায়, দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে আত্মশক্তিনিশ্চায়কত্বে পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন "বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম, ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজ কত ক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্রসাগরের তলপর্য্যন্ত নখ-

দর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে ভ্রষ্টা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে লাগিল, তখন আর দর্প রহিল না— ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!" এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য; ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণকালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর, যে যিনি তাহা শত বার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সে স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "হে দ্রুপদ-

তনয়ে, তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে ভরতকুলপ্রদীপ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাস পুত্র না হয়, কেন না প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি, আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে মহারাজ, সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্বমোচন হউক, ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি, আমি তোমার প্রার্থানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বরদান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবন্, লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যে হেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উহাঁরা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।" এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সামঞ্জস্যই দ্রৌপদী-চরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণমানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ববচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বলপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় এক বারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামীগণের উদ্দেশে ভৎ‍র্সনা করিলেন না, কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য। "বিবিধ প্রবন্ধ"। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মেজাজ।

মস্তিষ্ক শীতল, কথা শান্ত, ব্যবহার সদয়, শিক্ষিত মহিলার এই সকল প্রধান লক্ষণ। আমাদিগের প্রথম অনুরোধ এই যে পাঠিকা স্ত্রীজাতিসুলভ বকুনী সংবরণ করেন। বকুনীতে মস্তক তপ্ত হয়, পিত্তবৃদ্ধি হয়, চুল

পাকিয়া যায়, সন্তানাদি কুশিক্ষা পায়, চাকরাণী ছাড়িয়া যায়, ও স্বামীর প্রাণান্ত হয়। বলা বাহুল্য বকিবার অভ্যাস ক্রোধমূলক, ক্রোধ সারিয়া গেলে বকুনী রোগ সারিয়া যায়। স্বীকার করি ক্রোধ ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন সাধন। কিন্তু যদি ক্রোধ ত্যাগ করিতে না পার, দমন তো করিতে পার, অর্থাৎ ক্রোধ হইলে তাহা প্রকাশ না করিতে চেষ্টাকরিতে পার। শান্তভাবে কথা বল, উচ্চৈঃস্বরে, পরুষ কণ্ঠে চিৎকার করিও না। বর্ত্তমান সমাজের সুসভ্য সময়ে যে নারী চিৎকার করিয়া প্রতি-বাসীকে গালী পাড়ে কুত্রাপি তাহার সম্ভ্রম হয় না। বিদ্যার গৌরব, ধনের ও ধর্ম্মের গৌরব, সভ্যতার সুখ্যাতি, সমুদায় এই মেজাজ ও মুখের দোষে ছারখার হইয়া যায়। অতএব অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে উত্তেজিত অবস্থায় রসনাকে বশ করিতে শিক্ষা করিবে। মহাত্মা সক্রেটীসের গৃহিণী জান্তিপী এই প্রখর মুখরোগের প্রভাবে জগতে এমনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহার স্বামীর খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অখ্যাতি সমভাবে প্রচারিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যনিবাসী ভক্ত তুকারামের পত্নী তাঁহাকে কেবল বাচনিক শাসন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, মধ্যে মধ্যে উত্তম মধ্যম প্রহারও করিতেন। এক দিন স্বামীজীর

ভিক্ষালব্ধ একখণ্ড অনতিসূক্ষ্ম ইক্ষু হস্তে পাইয়া পতি-শাসনের বিশেষ সুযোগ বোধ করিলেন, এবং প্রবল উৎসাহের সহিত প্রহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ; আঘাতের চোটে তুকারামের পৃষ্ঠে ইক্ষুখণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। সে দিনের জন্য অন্ততঃ প্রাণ বাঁচিল ইহা ভাবিয়া সহাস্য বদনে তুকারাম বলিলেন "ভালই হইল, বোধ হয় আমাদের দুই জনের সেবার্থ একখণ্ড ইক্ষু দুই খণ্ড হইল, প্রহারে নিবৃত্ত হও, এস উভয়ে আহারে বসি।" ধনবলে, বাহুবলে, বিদ্যার কৌশলে যাহা হয় নাই, তাহা এক জন চতুরা সুমতি নারীর কণ্ঠধ্বনিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেক দুষ্ট দুর্দ্দম লোক, মাতার, কি কন্যার, কি পত্নীর অনুরোধে ঘোর কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। বিধাতা তাঁহার কন্যাকুলকণ্ঠে এবং তাঁহাদের প্রকৃতি মধ্যে এতাধিক মিষ্টতা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন যে যদি কোন মহিলা ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি অচিরে বহু মর্য্যাদা ও সম্মানলাভে সমর্থ হইবেন।

যেমন মেঘ হইতে বন্যার উৎপত্তি, দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি, তেমনি মেজাজ হইতে বকুনীর উৎপত্তি। বকুনী দুই প্রকার, উভয়তঃ ও স্বগত। পরস্পরে বকুনীর সাধারণ নাম ঝগড়া; ঝগড়া করিবার সাধারণ পাত্র স্বামী।

বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে গেলে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া শরসন্ধান করিতে হয় স্বামিরূপ তালবৃক্ষই তন্মধ্যে প্রধান, তাঁর সঙ্গে সতত কলহে কুলকামিনীদিগের বকুনীশাস্ত্রে বহুদর্শিতা জন্মে। দায়ভাগের বিধি অনুসারে যেমন পত্নীর লোকান্তর হইলে স্বামী তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী; সেইরূপ তিনি জীবিতা থাকিতে স্বামীই তাঁহার সকল প্রকার মেজাজ সাধণের পরীক্ষা-প্রস্তর। যেমন শ্রাদ্ধের অধিকারী না হইলে বিষয়ের অধিকারী হয় না, তেমনি বকুনীর অধিকারী না হইলে প্রণয়ের অধিকারী হয় না। তবে যদি এমন মহিলাকুলরত্ন কোন দেশের কোন খণিতে নিহিত থাকেন, যিনি স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করেন না, আমাদের মতে তিনি অতিমাননীয়া। যদি দশটী স্ত্রীলোক এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দৃষ্টান্তস্থল হয়েন, অনতিবিলম্বে বঙ্গীয়সমাজের আকার অন্যরূপ হইবে। যেমন স্বামীর প্রতি প্রশান্ত ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসঙ্গে সন্তানদিগের সহিতও প্রশান্ত ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি যত পুত্রবতী হয়েন দেখা যায় অনেকস্থলে তিনি তত ক্রোধবতী হইয়া থাকেন। অথচ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বহু সন্তান হইলে গৃহিণীর পক্ষে অধিকতর ধৈর্য্য শান্তির প্রয়োজন হয়। সভ্যসমাজের অগ্রগণ্যা সুশিক্ষিত মহিলা

যদি নিজ গৃহে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাঁর সিংহনাদে যদি দরোয়ানের শ্মশ্রুশোভিত চক্রমুখ বিবর্ণ হয়, বেহারার হুকা হইতে কলিকা খসিয়া পড়ে, ছেলের হাতের সন্দেশ হাতেই থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষা ও সভ্যতা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমরা উপরে বলিয়াছি দ্বিতীয় প্রকার বকুনী স্বগত। যে বকুনী পারস্পরিক, তাহা এক পক্ষ ক্ষান্ত হইলে কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি লাভ করে। যে বকুনী স্বেচ্ছাসমুৎপন্ন অহেতুকী, তাহার বিরাম কোথায়? এই স্বগত বকুনীর পরিণতিকে উন্মাদ বলে। স্ত্রীপ্রকৃতির একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহা আপনার সঙ্গে আপনি আলাপ করিতে পারে, দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজে বক্তা, নিজে শ্রোতা, নিজে অভিযোক্তা, নিজে নিজে জজ, জুরি সকলই। বদ্‌মেজাজরূপ করাল লীলা সুসম্পন্ন করিতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না, কাহার উদ্দেশে বকা হইতেছে তাহাও সকল সময় বোধগম্য হয় না। এই যে একাকিনী অলক্ষ্য উদ্দেশে স্বগত বকা, ইহা পাগল হইবার প্রথম সোপান, ইহা হইতে সাবধানে নিবৃত্ত হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ক্রোধের উত্তেজনা না হইলে উপরউক্ত কোন প্রকার উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ক্রোধনিবার-

ণের একটি সহজ সঙ্কেত এই যে রাগ হইলে কাহারো সঙ্গে কথা কহিবে না, যদি কথা কহিতে হয় কথন উচ্চৈঃস্বরে কিছু বলিবে না, ক্রোধসত্ত্বেও কণ্ঠ এবং রসনাকে সংযত রাখিবে। সর্ব্বাগ্রে স্বভাবকে শান্তিসন্তোষরূপ মহদ্‌গুণে সুশোভিত কর। যাহার রাগ নাই, কিংবা যে রাগ হইলে দমন করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার পক্ষে বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সভ্যরীতি শিক্ষা করা, পুত্র কন্যা পালন করা, সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করা সহজ, অন্যথা অতিশয় কঠিন। শান্তস্বভাব নারীর পক্ষে পৃথিবীতে কোন প্রকার মহৎ কার্য্যই অসম্ভব নহে।

সার কথা।

১। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া "অদ্য রাগ করিব না" এই প্রতিজ্ঞা করিবে, এবং ঈশ্বরের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিবে।

২। যে স্থলে এবং যেরূপ ঘটনার মধ্যে পড়িলে ক্রোধের উদ্রেক হয় সাধ্যানুসারে তাহা হইতে দূরে থাকিবে।

৩। যদি কেহ এরূপ কিছু করে বা বলে যাহার আলোচনায় ক্রোধোদয় সম্ভব, তদ্বিষয়ে নীরব হইবে।

৪। উচ্চৈঃস্বরে তর্ক করিবার অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

৫। ক্রুদ্ধস্বভাব লোকের সঙ্গে অতি সাবধানে ব্যবহার করিবে।

৬। ঠিকা গাড়ীর চালক, বোঝাবাহী কুলী ও পাল্কীর বেহারাকে প্রাপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিবে।

৭। অপমানসূচক কথা শুনিলে সহজে আত্মসমর্থন করিবে না।

৮। সামান্য ধনক্ষতি, কি মানক্ষতি হইলে তদ্বিষয়ে প্রতীকার চেষ্টা করিবে না; ক্ষতি গুরুতর হইলে ত্যাগশীল ভাবে যত দূর সম্ভব তৎপ্রতীকার চেষ্টা করিবে।

৯। দাসদাসীর সঙ্গে অতিশয় সতর্ক হইয়া চলিবে, তাহাদের তুল্য ক্রোধবর্দ্ধক সামগ্রী সংসারে অল্পই আছে।

১০। ক্রোধত্যাগ করিতে গেলে সময়ে সময়ে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তদ্বিষয়ে প্রস্তুত থাকিবে।

ভদ্রতা ও সামাজিকতা।

বিদ্যা, ধর্ম্ম, ও অন্যান্য গুণ থাকিলেও এদেশীয় স্ত্রীলোক অনেক সময়ে জনসমাজে মিশিতে জানেন না,

এবং ভদ্রতার সহিত সুমিষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন না। যেমন মানুষের নিজগৃহ মধ্যে কর্ত্তব্য আছে, তেমনি বাহিরের লোকের প্রতি কতকগুলি সাধারণ কর্ত্তব্য আছে। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখন অভিনব নারীসমাজরীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, কিসে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। সামাজিকতার প্রথম লক্ষণ পরস্পরের প্রতি সমাদর। তোমার গৃহে কোন ভদ্র ব্যক্তি আগমনমাত্র আদর ও যত্নের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে, ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও লোকের প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিবে যদ্দ্বারা তিনি তখনকার জন্য সন্তুষ্ট হয়েন, এবং তোমাকে আত্মীয়বৎ বোধ করিতে পারেন। এদেশে উচ্চবংশীয় মহিলাগণ ভদ্র ও সুশীল বটে, কিন্তু অভ্যাগত অপরিচিতদিগের নিকট, সময়ে সময়ে পরিচিতদিগেরও নিকট, নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন হয়েন। কেহ তাঁহাদের গৃহে আসিলে, যদি পূর্ব্বে আলাপ না থাকে, আলাপ করিতে জানেন না, আলাপ থাকিলে ভাল করিয়া অভ্যর্থনা করিতে জানেন না। সেই জন্য কাজে কর্ম্মে নিমন্ত্রণ না হইলে প্রায় কেহ কাহারা বাটীতে যাতায়াত করেন না, সাক্ষাৎ হইলে কথা কহিবার বিষয় খুজিয়া পান

না, পত্র লিখিতে হইলে "তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি, এক্ষণে বিদায়," ইহাভিন্ন অপর কিছু লিখিতব্য বিষয় থাকে না। সামাজিকতা শিখিতে গেলে নিজের ঘরকন্না, পুত্র কন্যা, বিষয় জমিদারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারসম্বন্ধে কিছু কিছু সমাচার রাখিতে হয়; সে সমস্ত বিষয়ে আপনার মতামত স্থির করিতে হয়; এবং আপনার মতামত প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে হয়; বিষয় বিশেষে অনুরাগ বা অননুরাগ প্রকাশ করিতে শিখিতে হয়। কিন্তু এদেশের মহিলাগণ আপনার সংসার ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ভাবেন না, জানেন না, তৎসম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। কেবল বস্ত্র অলঙ্কারাদির আলোচনা করিয়া কি হইবে? আমাদের কর্ত্তার এত আয়, তোমাদের কর্ত্তার বেতন কত, এই তুলনায় নীচভাব প্রকাশ পায়। অমুক বাটীর বধূ বড় মুখরা, অমুকের শাশুড়ী জ্বালাতন করে, অমুকের স্বামী, কি অমুকের ছেলে একটা ও পাস করিতে পারে নাই, এরূপ হীন আলাপে সামাজিক জীবন গঠিত হয় না, বরং যে টুকু স্বাভাবিক সদ্ভাব ও ভদ্রতা আছে তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ ভাবে আলাপ প্রসঙ্গ করিতে না শিখিলে সামাজিক রীতি নীতির উন্নতি হইবে কি প্রকারে? কেবল বিবাহ,

শ্রাদ্ধ ও দলাদলি উপলক্ষে যে সমাজ তাহা লইয়া কি মানুষের স্বজনসঙ্গভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে? অতএব প্রথমতঃ লোকের সঙ্গে বিশুদ্ধভাবে মিলিত হইবার উপায় শিক্ষা করা উচিত। সচ্চর্চ্চা, বিদ্যানুশীলন, পরোপকার, দেশহিতৈষণা প্রভৃতি নানা উদ্দেশে অন্যান্য দেশের মহিলাগণ একত্র হয়েন, পরস্পরে মিলিত হইয়া নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি সদ্ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হয়েন, এদেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত। মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে আহারাদির জন্য নিমন্ত্রণ করিবে। কেবল অন্নপ্রাশন, বিবাহের সময় সগোষ্ঠী আবালবৃদ্ধ গৃহস্থের বাটীতে পড়িয়া একজন তিন জনের পরিমাণে লুচী সন্দেস উদরস্থ করিলে হইবে কেন? এরূপ আহারে সামাজিকতা গুণ প্রকাশ না পাইয়া কেবল ঔদরিকতা গুণ অধিক প্রকাশ পায় মাত্র। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক বাটী হইতে এক জন ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া ভদ্র ভাবে আহার, আমোদ, ও কথা বার্ত্তা দ্বারা জনসমাজে আত্মীয়তা বৃদ্ধি পায়, ও সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। যেমন জ্ঞানধর্ম্মের শাস্ত্র আছে, তেমনি সামাজিক ব্যবহারেরও শাস্ত্র আছে। মানুষমাত্রেই বকিতে জানে,

চিৎকার করিতে জানে, এবং এক সময়ে দশজনে সমোচ্চ-কণ্ঠে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া অন্তঃপুরকে তুমুল কলরবে পূর্ণ করাও কঠিন নহে। ওদিকে ছেলে কাঁদিতেছে, মা মারিতেছে, চাকরাণী বকিতেছে, কন্যা পড়া মুখস্ত করিতেছে, আর তার মধ্যে তোমরা দুই তিন জন এককালে সমবেত স্বরে সামাজিক আলাপ আলোচনাকরিতেছ; সকলেই যদি এক কালে কথা কহিবে তো শুনিবে কে? জগৎ সংসারে সমস্ত লোক কি জন্মবধির যে তুমি পঞ্চম ধৈবতে সুর সাধন না করিলে কেহ শুনিতে পাইবে না? কোমল কণ্ঠে, মৃদুভাষায়, অনুচ্চরবে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতে শিক্ষা কর; কথোপকথন বলিলেই তো বীডন পার্কের প্রকাশ্য বক্তৃতা বুঝায় না। আর বক্তৃতা করিতে গেলেও এক জন বলে পাঁচজন শুনে; এরূপ বিধি তো কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না যে, ঘর শুদ্ধ লোক একেবারে বক্তৃতা করিবে। বক্তা অনেক মিলে, শ্রোতা পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক। এইরূপ সদ্বুদ্ধি সহকারে শ্রবণ করিতে শিক্ষা কর যে, তোমার ভাবপ্রকাশক একটি শব্দে সৎপ্রসঙ্গের সাগর আপনা আপনি উথলিত হইবে। অন্যকে বক্তা হইতে দাও তুমি শ্রোতা হইয়াই তুষ্ট থাক; অন্যকে কথা কহিতে দাও, যদি সে সুকথক হয় তোমার অস্ফুট

সহানুভূতি তাহাকে কথামৃত বর্ষণে আরও উত্তেজিত করিবে। এইরূপ পরস্পরকে আদর যত্ন করিয়া, নানা জাতীয় জনহিতকর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া, উপযুক্ত বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করিয়া সদনুষ্ঠানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর, নির্দ্দোষ আমোদে পরস্পরকে সুখী কর; সদ্ভাব ও ভদ্রতার সহিত নূতন বিধিতে জনসমাজকে পুনর্গঠিত কর।

সারকথা।

১। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে নমস্কার করিবে, গুরুজন হইলে নতভাবে প্রণাম করিবে।

২। অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি গৃহে আসিলে সপ্রেমে অভ্যর্থনা করিবে, সাদরে কথাবার্ত্তা কহিবে।

৩। মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে আহারাদির নিমন্ত্রণ করিবে।

৪। বিদেশীয় মহিলাদিগের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মিলিত হইবে।

৫। জনসমাজ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ের সংবাদ রাখিবে, এবং বন্ধুদের সহিত মিলনে তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিবে।

৬। পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা হইতে যত দূর সম্ভব বিরত থাকিবে।

৭। জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত সাধ্যমত মিলিত হইবে, এবং তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞানধর্ম্মবিষয়ে প্রসঙ্গ করিবে।

৮। লোকের সঙ্গে সহবাস কালে আপনার ধনমর্য্যাদা পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইবে, এবং নির্ব্বিশেষে তুল্য ভাবে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিবে।

৯। লোকে যেন স্বভাবতঃ তোমাকে মর্য্যাদা করে, নিজ মর্য্যাদা বলপূর্ব্বক গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

১০। যাঁহারা পদস্থ, জ্ঞানী, ধনী, কি কোন বিষয়ে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে উচিত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। নিজে মর্য্যাদা না গ্রহণ করিয়া আদরের সহিত অন্যকে মর্য্যাদা করিবে।

সুরুচি।

শোভা, অলঙ্কার, গৃহসজ্জা, চাকচিক্য সকলেই ভাল বাসে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবিষয়ে সুরুচি অতি অল্প লোকের চরিত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক অলঙ্কারে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি

হয় না, বরং নষ্ট হইয়া যায়, অযথা স্থানে অলঙ্কার প্রয়োগেও তেমনি সৌন্দর্য্যহানি জন্মে। সুরুচির সহিত অত্যল্প অলঙ্কার ব্যবহারে প্রকৃত শোভা বৃদ্ধি পায়। এখানে শোভা অর্থে কেবল শারীরিক শোভা নহে; মনুষ্যজীবনসম্পর্কীয় বিষয়মাত্রেই সুন্দর কুৎসিত দুই প্রকার ভাব লক্ষিত হয়। বাটী, ঘর, ব্যবহার্য্যসামগ্রী, গ্রন্থরচনা, কথোপকথন, আচার, ব্যবহার, বস্ত্রাদি, এ সমুদায় মধ্যে সুরুচি ও কুরুচি উভয় সম্ভব। বিহারমন্দিরে যদি একখানি চিত্র সন্নিবেশিত করিতে হয় তাহাতে সুরুচি কুরুচি দুই প্রকাশিত হইতে পারে। কোন্ জাতীয় চিত্র সঙ্গত, কি অসঙ্গত; রুচির নৈপুণ্য কিসে প্রকাশ পায়; কালীঘাটের পট অপেক্ষা আর্চার সাহেবের রচিত ছবি কি জন্য শ্রেষ্ঠ; কক্ষাতলে কোন্ প্রকার গালিচা পাতিলে ঘরের আর সমস্ত সাজের সঙ্গে সঙ্গত দেখায়; কোন্ কোণে কি সামগ্রী রাখিলে শোভা বৃদ্ধি হয়, এ সমুদায় বুঝিবার জন্য সুরুচির প্রয়োজন। অঙ্গুলীতে দশটি হীরকাঙ্গুরীয় ব্যবহার ত্যাগ করিয়া একটি অঙ্গুরীয় পরিধান করা, ভারাক্রান্ত নাসিকা হইতে নত ও নাকছাবিকে উন্মোচন করা, কপালকে উল্কীমুক্ত করা, এ সমুদায় কার্য্যই সুরুচির পরামর্শে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহনির্ম্মাণের পদ্ধতি কি ছিল, এখন কি হইয়াছে!

দ্বার দেশে অতীব নত মস্তক না হইলে কপালে আঘাত লাগিত, হস্ত তুলিলে কড়ি স্পর্শ করা যাইত, চূণ বালির সঙ্গে ইষ্টকের কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না; কর্দ্দম সংযুক্ত প্রাচীর মধ্যে সর্প বৃশ্চিক নানা জাতীয় জীব সুখে বাস করিত, এখন আর সে দিন নাই। এ উন্নতি কেবল সুরুচির অনুরোধে। পূর্ব্বে যদি একখানি গদ্য গ্রন্থ রচিত হইত, তাহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের ন্যায় সন্ধি সমাস ও ব্যাকরণের নানা প্রকার ধ্বজা এরূপ ঘন বিন্যাসে ব্যূহিত হইত, যে তন্মধ্যে মানববুদ্ধির প্রবেশ প্রায় অসম্ভব। আর পদ্য গ্রন্থ হইলে ঋতু-বর্ণন, রূপবর্ণনের উপদ্রবে পাঠকের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মাণ হইত, গ্রীষ্মকাল হইলে বমনের উদ্রেক, ও শীতকাল হইলে নিদ্রার উদ্রেক হইত। এ সমুদায় দৌরাত্ম্য হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিয়াছে? কেবল সুরুচি। মানসিক প্রতিভা দ্বারা সৌন্দর্য্যরসবোধের নাম সুরুচি। কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা স্বভাবসিদ্ধ, সকলেরই পক্ষে ইহা শিক্ষায়ত্ত। সুসভ্যসহবাসে এই গুণের বৃদ্ধি হয়, অসভ্যসঙ্গে লোপ হয়। মানবত্মার উচ্চতর প্রেম, সদ্ভাব, শুদ্ধতা, ইহার উৎস। মন মলিন হইলে রুচিও মলিন হয়; অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সঙ্গে রুচির উৎকর্ষ

হয়। সুচিন্তা, সুকল্পনা, শ্রী, শোভা যে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে লাভ করা যায় সর্ব্বদা তাহারি অনুসরণ করিবে।

বস্ত্র অলঙ্কার।

সৃষ্টিকর্ত্তা স্ত্রীজাতিকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দিয়া রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, ইহা সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই বাহ্য শোভার প্রবৃত্তি অপরিমিত উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে অনেক প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটে। যে পোষাকের অতিশয় অধিক আড়ম্বর করে, তাহাকে লোক বিলাসী ও অহঙ্কারী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পরিচ্ছদ দেখিয়া মানুষের মনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার বেশ ভূষা স্বাভাবিক, অথচ পরিষ্কার, তাহার দর্শনে লোক প্রীত হয়। যাঁহারা ধনী তাঁহাদের পক্ষেও পরিচ্ছদের ব্যাহ্যাড়ম্বর নিষিদ্ধ, যাঁহাদের ঘরে অর্থের অনাটন তাঁহাদের পক্ষে উহা আরো কত দূষণীয়! এদেশে স্ত্রীলোকদিগের স্বর্ণালঙ্কারস্পৃহা প্রসিদ্ধ। অন্নের সঙ্গতি থাকুক আর না থাকুক, নিমন্ত্রণ স্থলে পাঁচখানি "গা সাজানো" গহনা না পরিয়া যাইতে পারিলে ভদ্রমহিলা আপনাকে অপমানিতা মনে করেন। সুতরাং কষ্ট ব্যবহারে হউক, তুষ্ট

ব্যবহারে হউক, রোদনে হউক, তোষামোদে হউক, কর্ত্তা-দিগের নিকট হইতে এই গুলি আদায় না করিলেই নয়। শিক্ষার উন্নতিতে এরূপ রুচি কোন কোন স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ অবস্থা সেইরূপই আছে। যেখানে গহনার সাধ কমিয়াছে, সেখানে হয়ত বস্ত্রাদির সাধ বাড়িয়াছে, আর যেখানে দুইটী সমভাবে বর্ত্তমান সেখানে বিপদের সীমা নাই। বম্বে, বারাণসী প্রভৃতি সাড়ীর ব্যবহার চলিয়াছে, তার উপর বিলাতী নানাজাতীয় অভিনব আকারের কামিজ, জ্যাকেট, মোজা, জুতা ইত্যাদি আদৃত হইতেছে, সমষ্টি করিলে কেবল বস্ত্রাদির হিসাবে একটী ছোট খাট জমিদারীর আয় আব-শ্যক হইয়া উঠে। যে দেশে আহার অপেক্ষা পরিচ্ছদে অধিক ব্যয়, সেখানকার জনসমাজের অবস্থা অতি দূষণীয়। পরিচ্ছদে অযথা আসক্তি হইলে আরও অনেক অনিষ্ট ঘটে। যাহার বেশভূষা তত উজ্জ্বল নয়, তার সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছা হয়; মনে হয় পদমর্য্যাদার হানি হইবে; মানুষের মর্য্যদা অপেক্ষা পরিচ্ছদের মর্য্যাদা অধিক হইয়া উঠে। সাটীন সাটীনের সঙ্গে, জড়াও জড়াওয়ের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে চায়। যিনি হীরকের নেক্লেস ব্যবহার করেন, তিনি কি এক জন রূপার পাঁচনলীপরিহিতা অভাগিনীর

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করিবেন? আর যদিও তিনি নিজের উদারতাগুণে সেই নীচাধিকারিণীর সমাচার লয়েন, তাহা হইলে তৎকণ্ঠলম্বিত পাঁচনলীর উপর এমন তীব্র কটাক্ষ প্রয়োগ করিবেন যে তদ্দ্বারা সেই নিষ্প্রভ রৌপ্য আরো দশগুণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। যাঁহার অঙ্গুলীতে রত্নাঙ্গুরীয়, পাছে লোকে সেই রত্নের মর্য্যাদা বুঝিতে না পারে, সেই উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া তিনি করকমলকে কখন সীমন্তে, কখন বক্ষে, কখন চক্ষে নানা স্থানে সঞ্চালন করিয়া কথঞ্চিৎ গাত্রদাহ নিবারণ করেন। যাঁহাদের পক্ষে স্বর্ণ দুষ্প্রাপ্য তাঁহারা গিল্টী ব্যবহার করেন, মুক্তা দুর্লভ হইলে তবলকী ব্যবহার করেন, সাচ্চা হউক ঝুটা হউক কোন প্রকারে অলঙ্কারবলে নারীকুলমহত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন।

এইরূপ ভ্রম যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। নারীকুলের ভূষণ বস্ত্রঅলঙ্কার নহে, জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র, ও সদ্ব্যবহার। তাই বলিয়া বাহ্যিক সৌন্দর্য্য একেবারে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে না। পরিচ্ছদ অলঙ্কারেও এক প্রকার সুশিক্ষা আছে, মার্জ্জিত রুচি আছে; তাহা লাভ করিবার বিষয়, অভ্যাস করিবার বিষয়। পরিচ্ছদ বহুমূল্য হইতে পারে, অথচ বাহ্যিক

চাক্‌চিক্য রহিত হইতে পারে। বাহ্য আড়ম্বর নীচাশ্যাদের লোভের বিষয়, তাহা পরিহার করিবে। যদি সাদা কাপড় পরিলে চলে তাহা হইলে রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করিবে না। হীরা জহরতের ব্যবহার ধনী লোকের পক্ষে কখন কখন আবশ্যক হইলে হইতে পারে বটে, কিন্তু সচরাচর আবশ্যক হয় না। যাহারা মধ্যাবস্থার লোক তাহাদের জন্য প্রায় কোন কালেই আবশ্যক নহে। অতএব এ বিষয়ে যে প্রচলিত সংস্কার ও আসক্তি আছে তাহা অমূলক ও অনিষ্টকর। বস্ত্রাদি ব্যবহারের এই বিশেষ লক্ষ্য যে তদ্দ্বারা উপযুক্তরূপে শরীর আবৃত হইবে। দেহের কোন অংশ সৌন্দর্য্যপ্রকাশ উদ্দেশে অনাবৃত রাখা কুরুচি ও কুনীতির পরিচয়। এই কএকটি বিষয় সকল সময়ে স্মরণযোগ্য। সস্তা দামে বহুমূল্য সামগ্রীর অনুকরণ পরিত্যাগ করিবে। বহুপরিমাণে স্বর্ণরৌপ্যের ব্যবহার ঘৃণা করিবে। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানে আসক্তি রাখিবে না। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অন্যের বস্ত্র বা অলঙ্কার চাহিয়া পরিবে না। বাহ্যিক চাক্‌চিক্য, বা পরিচ্ছদে বিবিধ বর্ণ আকাঙ্ক্ষা করিবে না। যত দূর সম্ভব শুভ্র ও সামান্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে। বস্ত্রালঙ্কার বিষয়ে অনেক ভাবিবে না, অনেক আলোচনা

করিবে না। সদ্‌গুণকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ভূষণ মনে করিবে। তোমার দেহাবরণ যেন তোমার স্থনীতি ও সচ্চরিত্রতার পরিচয় সর্ব্বদাই দিতে পারে।

সার কথা।

১। বস্ত্রালঙ্কারে বাহ্যিক চাক্‌চিক্য নীচ এবং কদর্য্য-রুচির পরিচায়ক।

২। এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে যাহা সহসা লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করে।

৩। হীনবেশ ধারী বলিয়া কোন ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা করিবে না।

৪। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবহার যত কমিয়া যায় তত ভাল, স্বর্ণালঙ্কারের দৌরাত্ম্যে এদেশে কোটী কোটী টাকা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে।

৫। গিল্টি বা কৃত্রিম অলঙ্কার ব্যবহার কেবল কপটতা এবং প্রবঞ্চনা মাত্র।

৬। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যদ্দ্বারা শরীর ভালরূপে আচ্ছাদিত হয় না তাহা পরিধান নিষিদ্ধ।

৭। সৌন্দর্য্যপ্রকাশমানসে শরীরের কোন অংশ অনাবৃত রাখা অতীব নিন্দনীয়।

৮। রঙ্গীন বস্ত্র অপেক্ষা শুভ্র বস্ত্র ভাল, উজ্জ্বল বর্ণ অপেক্ষা মৃদু বর্ণ ভাল, অলঙ্কার অপেক্ষা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ভাল।

৯। আতর, গোলাপ, ও আজ কালকার বিলাতী সেণ্টের ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। বণিকের মসলা মিশ্রিত নারিকেল তৈলের ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। দুর্গন্ধ দ্রব্য ও তীব্র সৌরভের ছড়াছড়ি দুইই ঘৃণিত। যদি সুগন্ধ ব্যবহার করিতে হয় কোন প্রকার ক্ষীণ শীতল সুগন্ধ কথন কথন ব্যবহার করিবে।

১০। সর্ব্বদা পুষ্পের ব্যবহার করিবে। পূজার ঘরে, বসিবার ঘরে পুষ্প সংরক্ষা করিবে, পুষ্প দিয়া লোককে অভ্যর্থনা করিবে। পুষ্পের ন্যায় সুন্দর ও পবিত্র হইবে।

আমোদ ও হাস্য।

যে গৃহে আমোদ নাই তাহা কারাগারের ন্যায়, সেথানে শরীর মন দুই নিষ্প্রভ হয়। পরমেশ্বর পৃথিবীকে নানা প্রকার সুখের আবাসভূমিরূপে সৃজন করিয়াছেন; মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন না করে সে অতি অকৃতজ্ঞ। সেইজন্য সর্ব্বদাই যথা পরি-

মাপে নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু কোন্ প্রকার আমোদ নির্দ্দোষ, কোন্ প্রকার নহে এ বিষয় সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। সঙ্গীতের তুল্য উৎকৃষ্ট ও পবিত্র আমোদ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। যাহাতে এই নির্ম্মলানন্দ নির্ম্মল চিত্তে সেবন করিতে পার,এজন্য শিক্ষা ও চেষ্টার ক্রটি করিবে না। শরীরচালনায় ও নির্দ্দোষ-বায়ু সেবনে অনেক সুখ আছে। যাহারা সর্ব্বদা গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকে তাহারা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে অপূর্ব্ব সুখানুভব করে। অতএব মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণের অভ্যাস সকলেরই পক্ষে আনন্দপ্রদ। গৃহস্থের পক্ষে মধ্যে মধ্যে কোন প্রকার আনন্দকর পারিবারিক অনুষ্ঠান নিতান্ত কর্ত্তব্য। এইজন্য এতদ্দেশে যাগ, যজ্ঞ, পূজা, ও নানা প্রকার পর্ব্বাদির বিধি আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে শারীরিক সচ্ছন্দতার পক্ষে, পরিবারের কুশলের পক্ষে ঈদৃশ উৎসব অপরিহার্য্য। যাহার সর্ব্বদা মুখ ভার ও মন ভার, তাহার স্বভাবে মনুষ্যত্ব অতি অল্প; যে সর্ব্বদা প্রফুল্ল সে মনুষ্যসমাজে সর্ব্বদা আদৃত, তাহাকে দেখিয়া লোকে প্রীত হয়। যত দূর পার আনন্দ কর, সন্তাপ করিও না; হাস্য কর, রোদন করিও না, যাহাতে লোকের প্রীতি হয় তাই কর, যাহাতে অপ্রীতি জন্মে তাহা করিও না। সুমিষ্ট

সুশোভন ফুল লইয়া আমোদ কর, সুপক্ক সুবর্ণ ফল লইয়া আমোদ কর; সুবিশাল প্রশস্তসলীলা নদী তটে গিয়া আনন্দিত হও; নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চারিত শ্যামল প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া সুখী হও। সুনিপুণ শিল্পকার্য্য, উৎকৃষ্ট চিত্র, উন্নত অট্টালিকা, কৌশলপূর্ণ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তী দেখিয়া আনন্দিত হও। আত্মীয় ও প্রিয় বন্ধু বান্ধবদিগের সঙ্গে সহবাস করিয়া আহ্লাদিত হও, বিবাদ করিও না, অসুখী হইও না, শান্তিভঙ্গ করিও না। ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, গুরুজনকে শ্রদ্ধা সম্মান করিয়া, জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আনন্দিত হও। ইহ জীবনে দয়াময় পরমেশ্বর সুখ শান্তির সহস্র দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন; যত ক্ষণ দেহে প্রাণ আছে আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে; দেহান্ত হইলে পরলোকে আনন্দ সম্ভোগ করিবার সম্পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস আছে।

পৃথিবী মধ্যে অনেক জীব বাস করে। তাহাদের রূপের, গুণের সীমা নাই, কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত হাস্য করিবার অধিকার আর কোন জীবের নাই। যদি আমাদের জীবনে, আমাদের পরিবারে, আমাদের লোকসমাজে হাসি না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যস্বভাবের অর্দ্ধেক শোভা

অন্তর্হিত হইত। এই হাস্য এক মহাশক্তি; এতদ্দ্বারা যে কত জড়তা, মনঃপীড়া, অপ্রেম, সন্দেহ নিমিষের মধ্যে বিদূরিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষে এই হাসির মর্য্যাদার তারতম্য হইয়া থাকে। এক জন হীনবল, তরলচেতা তোষামোদকারী ব্যক্তির হাস্যে হয়তো আমরা বিরক্ত হই, এক জন মহাপবিত্র উন্নতপ্রকৃতি ব্যক্তির গম্ভীর হাস্য জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদিগকে পুলকিত করে। সুশীলা, সুশিক্ষিতা নারীর স্বভাবে এই হাস্য একটী অতুল সৌন্দর্য্য বলিয়া বোধ হয়। যিনি উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত কারণে হাসিতে জানেন, তিনি জনসমাজের অলঙ্কার। তিনি আপনার গৃহে শান্তি রক্ষা করিতে পারেন, স্বামীর শ্রান্তিভারাক্রান্ত জীবনকে লঘু করিতে পারেন, জনসমাজের বিবাদ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন, এবং আপনার প্রকৃতিকে সর্ব্বদা সাম্যাবস্থায় রাখিতে পারেন।

ক্রন্দন করার ন্যায় হাস্য করা নারীচরিত্রে অতিশয় সুলভ; কিন্তু যত বার ও যত প্রকার অভিপ্রায়ে তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন, তত বার হাস্য করেন না। ইহাকে শিক্ষার দোষ বলিতে হইবে। যদি ধনের অভাব হয় স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া ধনোপার্জ্জন কর,

কিন্তু দারিদ্র্যের মনস্তাপ হাসিয়া উড়াইয়া দাও। যদি রোগ হইয়া থাকে সমুচিত চিকিৎসা আরম্ভ কর, কিন্তু রোগযাতনায় অধীর হইয়া চিৎকার করিও না, প্রফুল্ল চিত্তে, প্রফুল্ল মুখে, সহাস্য ভাবে রোগযাতনাকে সম্বরণ করিতে শিক্ষা কর। যদি লোকে অপমান কিংবা নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করে, অত্যাচারীর সঙ্গে কলহ করিও না, তাহার কার্য্যের পোষকতাও করিও না, কিন্তু সহাস্য মুখে সে দুর্ব্যবহার বহন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অকুতোভয়ে পালন কর। সন্তানদিগের সহিত সহাস্য মুখে কথা কও, বিরক্ত হইলেও সহজে বিরক্তি প্রকাশ করিও না। দাসদাসীদের সহিত প্রসন্ন মুখে ব্যবহার কর। হাস্যকে শিক্ষার বিষয় কর, সাধনের বিষয় কর। যেমন স্বভাবের অপরাপর গুণের শিক্ষা ও অনুশীলন আছে, তেমনি এই হাস্য গুণকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে গেলে শিক্ষার আবশ্যকতা হয়। তবে ইহা যেন মনে থাকে কোনরূপ শিক্ষাই স্বভাবকে অতিক্রম করে না। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা স্বভাব পরিস্ফুট হয়, বিকার প্রাপ্ত হয় না। অপরিমিত হাস্য সর্ব্বদাই দূষণীয়। বত্রিশ দন্ত বাহির করিয়া হা, হা হি, হি রবে গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিলে

কুরুচি ও কুনীতির পরিচয় দেওয়া হয়। কখনো কেবল দশনপাতি হাস্য করে, কখনো সমুদায় মুখমণ্ডল হাসে, সমুদায় দেহমণ্ডল হাসে, না হাসিয়াও মেঘাবৃত চন্দ্রমা তুল্য চতুর্দ্দিকে আনন্দকিরণ বৃষ্টি করিতে থাকে। যাহার হাস্য অত্যুচ্চ, প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে যে তাহার ক্রন্দনও অত্যুচ্চ, তাহার কলহও অত্যুচ্চ। তাহার দুর্ব্বল স্নায়ু যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় অতিরিক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। অতএব হাস্য সংবরণ করিতে শিক্ষা করিবে। লজ্জা, গাম্ভীর্য্য, সভ্যতা, সুশীলতা এই সকল সীমার মধ্যে প্রবল হাস্যপ্রবৃত্তিকে সাবধানে সঙ্কুচিত করিবে।

মিষ্টতা ও শান্তি নারীচরিত্রের উৎকৃষ্ট ভূষণ। মানুষ সুপ্রসন্নচিত্ত হইলে তাহার প্রকৃতির উপর এক আশ্চর্য্য সুমিষ্ট শোভা প্রকাশিত হয়, উত্তেজনার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তিক্তভাব সকল রূপান্তরে পরিণত হয়। সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সুমিষ্ট ভাবে কাল যাপন করিবে। যাহার কথা, কার্য্য, রীতি, নীতি, সতত সুমিষ্ট, সে কুমারী হউক, সধবা হউক, বিধবা হউক, নারীকুলমধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবীর উপযুক্ত।

সার কথা।

১। বিষণ্ণ মুখ সকল সৌন্দর্য্যের কলঙ্ক, প্রসন্ন মুখ রূপ যৌবনের অভাবকে হরণ করে।

২। পবিত্র আমোদ ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উৎসব, যে ইহা ভোগ না করে সে পাপিষ্ঠ।

৩। সঙ্গীত কর, সঙ্গীত শ্রবণ কর, মিলিত ভাবে নানা যন্ত্রে পরমেশ্বরের মহিমা গুণ গান কর।

৪। সহাস্য মুখে পৃথিবীতে বিচরণ কর, নির্দ্দোষ আমোদে নির্দ্দোষ হাস্য কর।

৫। পৃথিবীতে নিরানন্দ অপেক্ষা আনন্দ অধিক, জীবমাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য আনন্দ।

৬। অবস্থা যাহাই হউক, ধনী হও আর নির্ধন হও, সংসারে বহু প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যে সামান্য কষ্ট ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিতে অভ্যাস করে, সে ক্রমে গুরুতর কষ্ট শান্তভাবে সহ্য করিতে পারে।

৭। ইহা যেন স্মরণ থাকে যে লোকে গুরুতর ক্লেশ সহিতে পারে, কিন্তু সামান্য ক্লেশে অধীর হয়।

৮। দাস দাসী ও সন্তানদিগের ব্যবহারে উত্যক্ত হইবে না। যে নিজের গৃহমধ্যে মনের ধৈর্য্য রাখিতে পারে, সে গৃহের বাহিরেও শান্ত থাকিতে পারে।

৯। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহার ফলের জন্য ব্যাকুল হইও না। আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর, ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না।

১০। গুরুতর কার্য্যের সিদ্ধি কালসাপেক্ষ। শুষ্ক তৃণ সামান্য অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু লৌহ বিগলিত করিতে গেলে অনেক সময় লাগে, এবং অনেক অগ্নির প্রয়োজন হয়।

অবকাশ।

যে ব্যক্তি অতিশয় ব্যস্ত তাহার জীবনেও এত অবসর আছে যে সে মনে করিলে আপনার নিয়মিত কার্য্য ব্যতীত অনেক বিশেষ কার্য্য করিতে পারে। একেবারে কার্য্যবিহীন হইয়া এক মুহূর্ত্ত কালও অতিবাহন করিও না। কাজের সময়ত কাজ আছেই, অবকাশের সময়োপযোগী কার্য্যও আছে। অবসরকাল নিদ্রা যাইবার জন্য নহে, পরনিন্দা ও অসৎ প্রসঙ্গের জন্য নহে, তাস খেলিবার জন্য নহে, কিন্তু আনন্দপ্রদ অভিনবপ্রকার কার্য্যের জন্য। অবকাশ পাইলে কেহ সেলাই করে, কেহ অধ্যয়ন করে, কেহ ভ্রমণ করে, কেহ বন্ধুগৃহে

কথোপকথনের জন্য গমন করে, কেহ পত্রলেখে, কেহ সঙ্গীতাদি করে, কেহ পশুশালায় নানা জাতীয় পশু দেখিতে ও তদ্বিবরণ শিক্ষা করিতে যায়। অবকাশ পাইলে যে কেবল নিদ্রা যায়, এবং অসৎ আমোদের অন্বেষণ করে সে ব্যক্তি শীঘ্র আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যেও অবহেলা করিবে। এই অবসর কালের সদ্ব্যবহারে অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি সুপণ্ডিত হইয়াছে, শিল্পকার্য্যে অদক্ষ ব্যক্তি শিল্পী হইয়াছে। ধর্ম্মে অজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা হইয়াছে, দরিদ্রব্যক্তি ধনী হইয়াছে, প্রতি দিন এক পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ করিবার কাহার অবকাশ নাই? প্রতি দিন এক পৃষ্ঠা পড়িলে বৎসরে ৩৬৫ পৃষ্ঠা পাঠ করা যায়, এবং তদ্দ্বারা কত সুশিক্ষা লাভ হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দান হউক, সেবা হউক, সৎপরামর্শ হউক, প্রতি দিন একটি কোন সৎকার্য্য করিবার অবসর নাই, এমন ব্যক্তি কে আছে? যে জীবনের প্রত্যেক দিন একটি কোন সৎকার্য্য করে সে অল্প কালের মধ্যে লোকের কত উপকার করিতে পারে তাহা সংখ্যাতীত। মনুষ্যচরিত্রে যত প্রকার মহাদোষ আছে, জড়তা এবং আলস্য সেই সমস্ত দোষের সর্ব্বপ্রধান হেতু। আর পরিশ্রমের পর অবসর সময়ে এই জড়তাও আলস্য সহজে আমাদিগক প্রলুব্ধ করে।

বহু কার্য্যের পর যখন শরীর মনে শ্রান্তি উপস্থিত হয়, তখনকার জন্য কোন বিশেষ প্রীতিকর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলে আপনাপনিই শ্রান্তি দূর হয়, নব উদ্যম উদয় হয়, বিশুদ্ধ আমোদ লাভ হয়। যেমন উর্ব্বরা ভূমিতে এক প্রকার শস্য বার বার বপন করিলে তাহার তেজ ও উর্ব্বরতা শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে নানা জাতীয় শষ্য উৎপাদন করিলে ভূমির শক্তি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি লাভ করে, ও তদনুসারে কৃষকেরও আয় বৃদ্ধি হয়, তেমনি এক প্রকার বিশেষ কার্য্যে কালাতিবাহন করিলে মানুষ শীঘ্র শ্রান্ত ও কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে, কিন্তু নানা সময়ে নানা প্রকার কার্য্যে পর্য্যায়ক্রমে নিযুক্ত হইলে সময়ে উদ্যম ও কার্য্যক্ষমতার হ্রাস না হইয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং তদনুসারে মানুষ নানা প্রকার সম্পদ ও উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

দানশীলতা।

অকাতরে, অকপটে, নিয়মিতরূপে দান করিবে। দাতার সুখ্যাতি, কৃপণের অখ্যাতি সর্ব্বত্রেই। দয়ার পাত্রকে দান করিবে; অর্থ দিবে, অন্ন দিবে, বস্ত্র দিবে, যাহার

যাহা প্রয়োজন তাহাকে তাহা দিবে। আত্মীয়দিগকে, প্রিয়দিগকে শ্রদ্ধা সদ্ভাবের প্রমাণস্বরূপ মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত সামগ্রী দান করিবে। আপনি যাহা ভাল বাস তাহা অন্যের সঙ্গে অংশ করিয়া সম্ভোগ করিবে। স্বার্থপরতা মানুষের সুখের অর্দ্ধাংশ হরণ করে, নিস্বার্থ দয়া সুখকে দ্বিগুণ করে, দাতা গৃহীতা উভয়ের মনঃপীড়া হরণ করে। সকল গৃহস্থের গৃহে ভিখারী আসিয়া থাকে। কখন কম্বলধারী চীমটা হস্তে পশ্চিম দেশীয় সাধু; কখন তিলকশোভিতা, মাজা টুক্‌নী হস্তে বৈষ্ণবী "ভিক্ষা পাই মা!" বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হয়। কিন্তু আজ্‌কাল ভিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি কমিয়া আসিতেছে। কোন বাটীতে দরবানে তাড়াইয়া দেয়, কোথাও বা চাকর চাকরাণী বলে "বাড়ীতে কেউ নাই গো", কোথাও বা গৃহস্থ ভিখারীকে পরিষ্কার জবাব দিয়া বলে "আমরা ভিক্ষা দিই না।" পথে কাণা খোঁড়াদিগেরও এই দশা; শিক্ষিত লোকদের নিকট ভিক্ষা আদায় করা এখন বড় কঠিন। অথচ বলা বাহুল্য যে দরিদ্রকে দান করে না, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় না, সে অতি অপ্রশংসনীয় ব্যক্তি। কিন্তু দানের পাত্রাপাত্র আছে। যাহারা ভিক্ষা করে তাহারাই যে কাঙ্গাল এরূপ মনে

করা উচিত নহে, এবং যে কেহ ভিক্ষা করে না, সেই যে সম্পন্ন ইহাও ঠিক নহে। কাহার কি অভাব তাহা বুঝিয়া সাহায্য করিতে পারা ইহাই দানশীলতার লক্ষণ। তবে ইহাও স্মরণ করিও যে মানুষের অন্তঃকরণে বিধাতা দয়াপ্রবৃত্তি নিহিত করিয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে জীবশ্রেষ্ঠরূপে সৃজন করিয়াছেন, যে স্বার্থপরতা বা অন্য কোন নীচ অভিসন্ধিতে সেই মহা বৃত্তির চালনা করিতে ক্ষান্ত হয়, সে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। অতএব নিজের অভাব মোচন করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের অভাব ও দুঃখমোচনবিষয়ে চিন্তা করিবে, এবং তন্নিবারণ জন্য নিয়মিতরূপে দান করিবে। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিবে না, কেবল পদ্ধতিপরবশ হইয়াও দান করিবে না, খ্যাতির জন্যও দান করিবে না, কিন্তু যাহাদিগকে দেখিয়া মনে দয়ার উদয় হয়, তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিবে। যে আপনার দারিদ্র্য গোপন করে, যাহাতে সে জানিতে না পারে এমন প্রণালীতে তাহাকে সাহায্য করিবে। প্রকাশ না করিয়া দান করাই যথার্থ দাতার কার্য্য। কেবল যে দরিদ্রকেই দান করিতে হয় এমত নহে, অন্যান্য অনেক বিষয়ে দানশীলতার পরিচয় দেওয়া যায়। বিদ্যার

উন্নতির জন্য, দৈববিপাক নিবারণের জন্য, রোগীর চিকিৎসার জন্য, পথিকদিগের শ্রান্তি নিবারণ জন্য, সাধারণের উপকারার্থ নানা হিতকর বিষয়ে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবে। মিত্রকে ও আত্মীয়কে দান করিতে হয় এবিষয়ে আর শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যিনি যথার্থ দয়াশীল ব্যক্তি, তিনি শত্রুর অভাব দেখিয়াও ব্যথিত হয়েন, এবং সংগোপনে দুঃস্থ শত্রুকে সহায়তা করিয়া তাহাকে দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। কেবল যে মানুষের দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্র হইতে হইবে এরূপ মনে করিও না, নিকৃষ্ট জীবেরাও অনুকম্পার পাত্র। পশু পক্ষীর ক্লেশ দেখিয়া দয়াশীলের চিত্ত ব্যথিত হয়, এবং তাহাদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করা দূরে থাকুক, যাহাতে তাহাদের শঙ্কট মোচন ও ক্লেশ দূর হয়, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহার জন্য চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেন।

সার কথা।

১। নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু দান করিবে।

২। যদি অর্থ দিবার সঙ্গতি না থাকে পুরাতন বস্ত্র ও খাদ্য দান করিবে।

৩। দয়ার পাত্র কে গোপনে সন্ধান করিয়া তাহা জানিবে।

৪। অপাত্রে দান করিবে না, কিন্তু অপাত্রে দান করিবার ভয়ে নিজের মনের দয়া প্রবৃত্তিকেও বার বার প্রতিরোধ করিবে না। অপাত্রে দান করাতে যে ক্ষতি, নিজের মনকে কঠোর ও নির্দ্দয় করাতে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি।

৫। যেমন দীন ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র দয়া করিবে, তেমনি দাতব্যের সাধারণ বিষয়ে (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ দৈব বিপাকাদিতে) দান করিবে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

কাশিমবাজার রাজবংশতিলক মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম কেনা শুনিয়াছে? সতীত্বে সীতা সাবিত্রী যেরূপ, বিদ্যায় খনা লীলাবতী যেরূপ, দানশীলতায় ইনি সেইরূপ। বিধাতা ইহাঁকে কেবল নামে নয় কিন্তু ঐশ্বর্য্যে ও দয়ায় স্বর্ণময়ী করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁর স্বর্ণ পরহিতের জন্য। মহারাণী স্বর্ণময়ী অত্যল্প বয়সে বিধবা হয়েন, এবং ঘোর দুঃখজনক ঘটনানিবন্ধন তাঁহার বৈধব্যদশা

ঘটে। তাঁহার স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত রাজার উইল অনুসারে মহারাণীর সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সমুদায় বিষয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বহু উদ্যমে ও নিরতিশয় চেষ্টায় স্বর্ণময়ী তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দুবিধবার পক্ষে নিতান্ত সাধারণ নানা কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইল, কিন্তু এক দিনের জন্য তিনি পরদুঃখে উদাসীন থাকিলেন না। যদি কোন স্থানে বালক কি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রয়োজন হয়, চিকিৎসালয় খুলিতে হয়, যদি কখন কোথাও দুর্ভিক্ষ হয়, কি মারিভয় উপস্থিত হয়, যদি কোন দেশে বন্যা হয়, কোন লোকের বিপদ হয়, সকলেই মহারাণী স্বর্ণময়ীর দ্বারে উপনীত হইয়া থাকে। যে কেহ সেখানে উপস্থিত হয় তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না। আজ পর্য্যন্ত যত লোকে তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছে সকলে যদি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, বোধ হয় সহস্র সহস্র বিধবা অনাথ নিরাশ্রয়ের কৃতজ্ঞতার মহাকোলাহলে দেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। এই সকল গুণে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে মহারাণী উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এবং ক্রউন্

অফ ইণ্ডিয়া নামক সম্মানিত পদবী ভুক্ত করিয়াছেন। এই সম্মান প্রাপ্তিকালে কমিসনর সাহেব মহারাণীর নানা বিষয়ক দানের উল্লেখ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দাতব্যে ব্যয় করেন। ইহা দ্বাদশ বর্ষের অতীত কথা, সে সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিনি আরও কত লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন তাহার সংখ্যা কে করিবে? নদীস্রোতের ন্যায় তাঁহার দানশীলতা অপ্রতিহত অজস্র ধারে চলিয়াছে, বোধ হয় তাঁহার জীবদ্দশায় শেষ হইবে না। মহারাণী স্বীয় দৃষ্টান্তে প্রমাণিত করিয়াছেন হিন্দুবিধবা ধর্ম্মার্থে কত দূর পর্য্যন্ত দয়াশীল ও দানশীল হইতে পারে। তিনি নিরক্ষর নহেন, বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে, এবং বিষয় কর্ম্মে অসাধারণ দক্ষতা দৃষ্ট হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দাতব্য বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়, এবং যাঁহাদিগের ধন ও পদমর্য্যাদা আছে তাঁহাদের পক্ষে অনুকরণের বিষয়।

দাসদাসী।

দাস দাসীর উপর সংসারের শান্তি বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এখনকার কালে উপযুক্ত দাস দাসী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যেরূপ লোক পাওয়া যায় তাই লইয়া কোনরূপে দিন নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দাস দাসীর উপযুক্ততা নিজের ব্যবহারসাপেক্ষ। লোক রাখিয়া তৎসম্বন্ধে এরূপ চলা আবশ্যক যদ্দ্বারা সে স্থায়ী হয়, যথা পরিমিত পরিশ্রম করে, প্রশ্রয় না পায়, এবং নিষ্পীড়িত না হয়। প্রথম কথা এই যে অত্যল্প বেতনে উত্তম লোক প্রায় পাওয়া যায় না। অনুপযুক্ত পাত্রে উচ্চ বেতন দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু যাহার যা প্রাপ্য তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দিলে সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি যত্নের সহিত ও সভয়ে কার্য্য করে। যে ব্যবসায়ে লাভ হইতেছে তাহা পরিত্যাগ করিতে লোকের ইচ্ছা করে না। আর যে ব্যক্তি নিঃস্ব ও সেবক তাহাকে কিঞ্চিৎ অধিক দেওয়া উদার-চিত্ত লোকের পক্ষে সন্তোষের বিষয়। তবে আজ কাল মুঙ্গের ও গয়া জেলা হইতে যে সমস্ত গলিতবসন লম্বোদর চাবাগানের পথ ভুলিয়া, কিংবা পাটের কল হইতে তাড়িত

হইয়া কলিকাতায় চাকরীর জন্য উমেদারী আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা কার্য্যে হস্তিমূর্খ, আহারে যম, এবং নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ, সেরূপ লোক রাখা আর উষ্ট্রকে স্মৃতি-শাস্ত্র পাঠ করান প্রায় সমান। অপর এক প্রকার লোক আছে তাহারা চাকরী লইবার পূর্ব্বে অনেক উদ্যম, বিশেষতঃ বহু বক্তৃতা করে, কিন্তু কার্য্যকালে হয় প্রতারণা করে, নয় বিষম অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পলায়ন করে। বাক্যে পটু, ব্যবহারে ফাজিল এরূপ লোক দেখিলে সাবধানে তাহাকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, কেননা মুখে পটু হইলে অনেক সময় কার্য্যে অপটু হয়। সরল নির্ব্বোধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ ধূর্ত্ত হইতে অনেক ভাল, কারণ সে শিক্ষা দিলে শিখিতে পারে, ক্রমে তাহার বুদ্ধি পরিষ্কার হইলে হইতে পারে, কিন্তু অপর ব্যক্তি আপনাকে সকল শিক্ষার অতীত মনে করে। ধূর্ত্ত অসচ্চরিত্র ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্ত্তন হওয়া বড় কঠিন। সরল অথচ সুবোধ দাস দাসী পাওয়া দুরূহ। দুশ্চরিত্র মুখরা দাসী সকল গৃহের অলক্ষ্মী, অনেক অনিষ্টের মূল। বরং নিজের হস্তে সমুদায় কার্য্য করা ভাল তত্রাপি এরূপ লোক সংসারে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। মনের মত দাসদাসী পাওয়া যায় না, সদ্ব্যবহার গুণে

মনের মত করিয়া লইতে হয়। লোকের বেতন দিতে বিলম্ব করা কখন উচিত নয়, ইহাতে তাহারা হতাশ্বাস হয়, ভাল করিয়া কার্য্য করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করে, ও প্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে। যদি সে ইচ্ছা করিয়া বেতন গচ্ছিত রাখে সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার মনে যেন ইহা নিশ্চয় প্রতীতি থাকে যে মাস গেলেই স্বীয় প্রাপ্য বুঝিয়া পাইবে। যদি পক্ষান্তে কি সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তো আরো ভাল। বেতন সম্বন্ধে যেমন, আহার আচ্ছাদনসম্বন্ধেও তেমনি। দাস-দাসী হীন জাতীয় লোক, যা হয় তাই উদরস্থ করুক, আর আমি প্রাতঃসন্ধ্যা ষোড়শোপচারে ভোজন করি, ইহাতে লোক জনের মন কখন ভাল থাকে না, তাহারা হিংসা করে, চুরী করিতে শিক্ষা করে। যদিও তাহারা যদৃচ্ছা ভোজন করিতে পারে বটে, তত্রাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে রুচিকর ও প্রচুর আহার দিলে তুষ্ট হয় ও উৎসাহের সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে সেবকদিগের সহিত মিষ্ট ব্যবহার হইবে। মুখের দোষে অনেক লোকে গৃহসংসারে অসুখী হয়। পূর্ব্বকালে, এখনো কোন কোন স্থানে এই সংস্কার লক্ষিত হয় যে ভৃত্যকে প্রহার না করিলে

প্রভুত্ব কিংবা মনুষ্যত্বগুণের যথোচিত অনুশীলন হয় না। অনতিপূর্ব্বকালে গৃহস্বামী নিজে জুতা লাথী, গৃহিণী চেলাকাষ্ঠ ও মুড়া খ্যাংরা ইচ্ছা-মুরূপ ব্যবহার করিয়া দাসদাসীদিগের উপর কর্ত্তব্য পালন করিতেন। এখন পিনাল কোডের ভয়ে হউক, ভদ্রতার অনুরোধে হউক এ সকল উচ্চ কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া কেবল তাহাদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বানরত্ব, শূকরত্ব ও অন্যান্য স্বাভাবিক গুণের বাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। তাহাদের উপর গম্ভীর অথচ সদয় ব্যবহার করিলে বুঝা যায় যে প্রহার ও কটু কথায় যাহা না হয় সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারে তাহা সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। দাসদাসীকে প্রশ্রয় দিতে বলিতেছি না; এক মুহূর্ত্তে সরোষে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হওয়া, আবার পর মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রতি অযথা বিশ্বাস ও সদয়তা প্রদর্শন করা, দুর্ব্বলস্বভাব লোকেই এইরূপ বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং এতদ্দ্বারা ভৃত্যদিগের সহিত অতিশয় অনিষ্টকর সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে। আমরা যেমন সময়ে সময়ে পুরস্কারের ঔচিত্য স্বীকার করি, তেমনি শাস্তি তিরস্কারের আবশ্যকতাও স্বীকার করি। তিরস্কার অর্থে বীভৎস ভাষা নয়, কিন্তু এমন

কথা বলা যাহাতে আপনার মনের শান্তিরক্ষা করিয়া দোষী ব্যক্তির দোষ তাহার নিকট সম্যকরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। অর্থদণ্ডে ভৃত্য যেরূপ কষ্ট পায় প্রহার ও কটু কাটব্যে তত নয়, তবে যেমন মধ্যে মধ্যে অর্থদণ্ড করিতে হইবে তেমনি উপযুক্ত কারণে অর্থ পুরস্কার দিতে হইবে। স্ত্রীজাতির পক্ষে দাসদাসীর প্রতি কটূক্তি করা বড় মন্দ কার্য্য, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাদের সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করিবে, তাহারা যেন তোমার গৃহের শান্তি বৃদ্ধি করে, শান্তি হরণ না করে।

সার কথা।

১। দাসদাসীকে পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তি মনে করিবে। দাসবৎসল প্রভু না হইলে প্রভুবৎসল দাস পাওয়া যায় না।

২। তাহাদিগকে কটুকাটব্য বলিবে না, তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিবে না।

৩। তাহাদিগের বেতন বাকি রাখিবে না, যদি সম্ভব হয় সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদিগের প্রাপ্য চুকাইয়া দিবে।

৪। দাসদাসীদিগের সন্তোষার্থ বিশেষ বিশেষ দিনে তাহাদের উপর বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিবে।

৫। তাহাদিগের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিবে, যদি তাহারা স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে কোন অনুষ্ঠান করিতে চায় বাধা না দিয়া সাহায্য করিবে।

৬। তাহাদিগের দোষে কোনরূপ প্রশ্রয় দিবে না, অন্যান্য দণ্ড অপেক্ষা অর্থদণ্ড ভাল।

৭। যেমন বিশেষ দোষে দণ্ড দিবে তেমনি বিশেষ গুণ দেখিলে পারিতোষিক দিতে হইবে।

৮। কুচরিত্র দাস, বিশেষতঃ কুচরিত্রা দাসী কথন নিযুক্ত করিবে না।

৯। অনেক দাস দাসী রাখিবে না, তদ্দ্বারা কার্য্যের সহায়তা না হইয়া বিঘ্ন জন্মে।

১০। সর্ব্বতোভাবে এরূপ চেষ্টা করিবে যাহাতে দাসদাসীর সঙ্গে ব্যবহারে তোমার নিজের মনের শান্তি ভঙ্গ না হয়।

সাধুভক্তি।

সাধু, জ্ঞানী, ধর্ম্মাত্মাদিগের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এদেশে বহুকালীন প্রথা আছে, যদি সেই

প্রথা চিরস্থায়ী হয় তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে লোকে মনে করে সকল মানুষই সমান, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের প্রভেদ নাই। আর সকলে যেমন আমিও তেমনি, অন্যের অপেক্ষা বড় বই ছোট নই, কাহাকেও অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হইবে না, ইহাতে নিজের অগৌরব হয়, ও নরপূজার দোষ জন্মিতে পারে। বলা বাহুল্য এ রূপ বিচার অতিশয় ভ্রান্ত। যে আত্মপূজা. করে সেই নরপূজার ভয় করে, নতুবা এই উনবিংশতি শতাব্দীতে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে মানুষ মানুষের পূজা করা দূরে থাকুক যথোচিত সম্ভ্রম করিতেও প্রস্তুত নয়। যাহাহউক এ কথা মনে রাখা উচিত যে, সকল লোক সমান নহে, উচ্চ নীচ আছে, এবং তদনুসারে লোকবিশেষের সহিত বিশেষ ব্যবহার করিতে হইবে। জনসমাজে যে সকল লোক শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা জ্ঞানী, ধনী, পদস্থ, সম্ভ্রান্ত, পরোপকারী, তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান দেখাইবে; ধর্ম্মসমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ,যাঁহারা ঈশ্বরনিষ্ঠ, ভক্তিমান্, বৈরাগী, ও শুদ্ধচরিত্র তাঁহাদের নিকট প্রণত হইতে, ও উপযুক্ত ভক্তি প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। যেমন অন্যান্য পদার্থে, তেমনি মনুষ্যমণ্ডলীতে গুরু ও লঘু দুই আছে। গুরুভক্তি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সে

গুণ হইতে বঞ্চিত হইবে না। কেহ জ্ঞানে গুরু, কেহ ধর্ম্মে গুরু, কেহ সম্পর্কে গুরু, সকলেরই গুরুত্ব আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিবে, এবং আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু জানিয়া সকলের নিকট বিনীত হইবে। যে প্রকৃত গুরুভক্তি অভ্যাস করিয়াছে তাহার চিত্ত সহজেই নীচতা ও চঞ্চলতা দোষ পরিহার করিতে পারে, যে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে গুরু মনে করে, অহঙ্কারজনিত নীচতা তাহার চরিত্রে পদে পদে লক্ষিত হয়। অনুপযুক্ত পাত্রে অযথা ভক্তি স্থাপন করিলে দোষের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু অনুপযুক্ত নির্ব্বাচন করিয়া লইতে এখনকার দিনে লোকের অধিক বিলম্ব হয় না। যে ভক্তি করিতে জানে না সে পরের নিকট ভক্তিভাজন হইতে পারে না ; যে অন্যের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিতে চায় না কেহ তাহার বাধ্য হয় না ; যে কাহারো সেবা করে না, সে অন্যের সেবা প্রাপ্ত হয় না। তুমি যেরূপ ব্যবহার লোকের সঙ্গে করিবে, তোমার সঙ্গে লোকে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। একমাত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমসূত্রে লোকসমাজ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সূত্র ছিন্ন হইলে সমুদায় সংসার চূর্ণ হইয়া যায়।

ব্রতনিয়ম।

বিলাসে, বিহারে, সংসারকার্য্যে জীবনের সমস্ত দিন কাটিয়া যায়, সংযম, আত্মশুদ্ধি, বৈরাগ্য শিখিবে কবে? জানিও আত্মশুদ্ধি মানবজীবনের একটা অতি শ্রেষ্ঠ অবস্থা। ব্রত, নিয়ম, সংযমাদি এক সময়ে এদেশে সকল স্ত্রীলোকের অবলম্বনীয় ছিল, আজকাল সে সকল বিধি রহিত হয় কি জন্য? হিন্দুমহিলার হিন্দুত্ব থাকে না যদি তাঁহার প্রকৃতিতে ব্রহ্মচর্য্য না থাকে। যথা সময়ে পুষ্টিকর আহার, মূল্যবান্ সুচিক্কণ পরিচ্ছদ, মুক্তাপ্রবালাদি জড়িতঅলঙ্কার, এ সমুদায় ভোগের প্রতি অনুরাগ আপনা আপনি জন্মে। কিন্তু ব্রত, নিয়ম, সংযম, উপবাস, দান, পরসেবা, অন্যের জন্য নিজের সুখ পরিত্যাগ করা এরূপ কার্য্যে সহজে মানুষের প্রবৃত্তি জন্মে না। অথচ উচ্চ নৈতিক জীবন লাভ করিবার পক্ষে এ দুই প্রকার অভ্যাস সমান আবশ্যক। বিলাস ত্যাগ ও প্রবৃত্তি দমন করিতে অল্প বয়স অবধি অভ্যাস করিয়া রাখ, কেন না জীবনের ঘটনায়, বিপদে, দুর্দ্দিনে, শোকে পুনঃ পুনঃ এই অভ্যাস আবশ্যক হইবে। সুখভোগের অভ্যাস করা আবশ্যক নয়, সুখ উপস্থিত হইলে লোকে আপনা আপনি তাহা সেবন করে; কিন্তু দুঃখ ভোগ

করিবার সভ্যাস যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করা আবশ্যক, কারণ দুঃখ উপস্থিত হইলে লোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। সহ্য করিবার ক্ষমতা অভ্যাস করিয়া রাখিলে সুখ হউক অসুখ হউক, অনায়াসে বহন করিতে পারা যায়, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া আত্মপ্রসাদরূপ বিমল সন্তোষ সম্ভোগে অধিকার জন্মে। পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া দেখ দুঃখ সুখ দুই আছে, হাস্য ক্রন্দন উভয়ই মানুষের মুখমণ্ডলে রাজত্ব করিতেছে, আলোক অন্ধকার দুয়ের একটীকেও বিদায় করিবার উপায় নাই; তবে তুমি কেন ক্রমাগত হাস্য করিতে চাও, আলোকে বাস করিতে ইচ্ছা কর? দুঃখ সুখ এ উভয় পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ উপাধি লাভ কর। এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইবার পথ তরুণ বয়স হইতে ব্রত নিয়মাদি গ্রহণ করা, সাবধানে পালন করা, এবং তাহা উদ্‌যাপন করিয়া স্বভাবের সরলতা ও নম্রতা রক্ষা করা, কিন্তু যেমন বিদ্যার, ধনের ও রূপের অহঙ্কার আছে, তেমনি ধর্ম্মেও অহঙ্কার আছে। ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রের গর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তির মাটীতে পা পড়ে না, সকল লোককে কীট তুল্য দেখেন, কাহারো স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না; কাহারো দ্বারা স্পৃষ্ট সামগ্রী আহার করিলে

আপনাকে অশুচি বোধ করেন। উপবাস ও আত্মনিগ্রহ করিয়া তাঁহারা এত অহঙ্কৃত যে তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতে ভয় করে। অপর পক্ষে আবার কতকগুলি লোক যাহা ইচ্ছা আহার পানে প্রবৃত্ত হইয়া, যদৃচ্ছা জীবনের অভ্যাসকে অবনত করিয়া, সাতে পাঁচে সকল প্রকার অবস্থায় সায় দিয়া এমন শিথিল প্রকৃতি হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষে অনীতি ও অন্যায় ব্যবহারে রত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। এই উভয় প্রকার অনিষ্ট হইতে দূরে থাকিবে, শারীরিক ও মানসিক সংযমের বিধি শিক্ষা ও অবলম্বন করিয়া সকল অবস্থার মধ্যে শুদ্ধ থাকিবে, দুঃখ সুখ উভয়েরই জন্য আপনাকে সমান ভাবে প্রস্তুত রাখিবে।

অকারণ ক্রন্দন।

মনুষ্যমাত্রেই সময়ে সময়ে হাস্য ক্রন্দন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতির নিকট ক্রন্দন বড়ই সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা আমাদের আত্মীয়, যাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথিত হইতে হয়, তাঁহারা যদি সামান্য উত্তেজনায় আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদাই অশ্রুপাত

করিতে থাকেন, তাহা হইলে সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয়, এবং এরূপ ইচ্ছা যে স্বাভাবিক ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা জানিয়া বুঝিয়া এ দেশীয় মহিলাগণ এত ক্রন্দনপ্রিয় কেন হইলেন? যদি একজন "পর" আসিয়া তাঁহাদের গৃহে "চক্ষের জল ফেলে" তাঁহারা বিরক্ত হন, ইহাকে অমঙ্গলসূচক কার্য্য বলিয়া বোধ করেন, এবং স্পষ্ট বলেন "ওগো অমুকের মা, সুধু সুধু চক্ষের জল ফেল কেন বাছা? বাড়ি যাও, ওতে যে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে," অথচ নিজে সময়ে অসময়ে, সামান্য কারণে, অকারণে কাঁদিয়া হাট করিয়া তুলেন। সচরাচর লোকে শোক উপস্থিত হইলে ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু এদেশে শোকেও ক্রন্দন, ক্রোধেও ক্রন্দন; অভিমানের জন্য, হিংসার জন্য, অলঙ্কারের জন্য, দাসীর সঙ্গে কলহ জন্য, যে কোন ঘটনা হউক ক্রন্দন তাহার পরিণাম ও মীমাংসা। অনেকে ক্রন্দনের ইচ্ছা হইলেই কোন পুরাতন মৃত আত্মীয়কে স্মরণ করেন, কোন পিতামহী, কি মাতুল, কি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নামে ক্রন্দনের উত্তেজনাকে চরিতার্থ করেন। শিক্ষিতাদের ভিতর এরূপ প্রাচীন শোকের সমালোচনা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্রন্দনের প্রথা উঠিয়া যায় নাই।

যদি কোন আত্মীয়ের কঠিন পীড়া হইল, জীবনরক্ষা বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইল; কোথায় রোগীর রোগ উপশম ও চিত্তশান্তির জন্য নিজ ভাব দমন করিয়া তাহার নিকট প্রফুল্লতা প্রকাশ করা হইবে, না গৃহিণী পা মেলিয়া, নানা ছন্দে সপ্তস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করেন, শুনিয়া ডাক্তারের ক্রোধ জ্বলিয়া উঠে, প্রতিবাসিনীরা বুঝে অমুকের বৈকুণ্ঠপ্রবেশের আর বড় বিলম্ব নাই, এবং পীড়িত ব্যক্তির দেহে যা একটু প্রাণ ছিল শীঘ্রই তাহা নিষ্ক্রান্ত হয়। আর মৃত্যুর পরে কি ব্যাপার হয় তাহার তো বর্ণনা আবশ্যক নাই। যে গৃহস্থের বাটীতে যত চীৎকার করা হইবে, সেখানে আত্মীয়তা ও স্নেহ তত প্রগাঢ় ইহা সাধারণ লোকের সংস্কার। এইজন্য পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন স্থানে শোক উপস্থিত হইলে আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে আহ্বান করিয়া সমবেত চেষ্টায় ক্রন্দন করিতে অনুরোধ করা হয়। ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত আত্মীয় মহিলাগণ আহারান্তে, বাটীর পুরুষেরা নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলে, শোকার্ত্ত-দের ভবনে উপস্থিত হয়েন, এবং দলবদ্ধ হইয়া বিহিত প্রণালী অনুসারে মৃতব্যক্তির গুণব্যাখ্যা করিয়া "সিয়াপা" বা উচ্চ রোদন করিতে থাকেন, পল্লীর অন্যান্য সীমন্তিনী-

গণ এই তুমূল কলেরবে কোন প্রকার গৃহ কার্য্য করা অসম্ভব বোধে স্বীয় স্বীয় প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অগত্যা এই শোকোৎসবের সহায়তা করেন। বেলা অপরাহ্ণ হইলে, এবং অধিক চীৎকার হেতু ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, শোকার্ত্তেরা আপনাদের গৃহে ফিরিয়া যান।

ক্রন্দনকে সম্বরণ করিতে শিক্ষা কর। অভিমানে ও মনোকষ্টে সময় সময় চক্ষে জল আসে, শোকের সময়ে একেবারে ক্রন্দন না করা অস্বাভাবিক, ইহা সত্য বটে, কিন্তু চীৎকারকে দমন করা উচিত। চেষ্টা করিলে অশ্রুজল ও কতদূর নিবারণ করা যাইতে পারে। যে অকারণে কি অল্প কারণে ক্রন্দন করে সে কেবল আপনার চিত্ত দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দেয়, তাহার অশ্রু বাহুল্য দেখিয়া লোকের সহানুভূতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ব্যাঙ্গ করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। ক্রন্দন করা স্বাভাবিক বলিয়া যে নানা প্রকার গদ্য পদ্য রচনা করিয়া কাঁদিতে হইবে ইহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। যেমন ক্রন্দন না করা অস্বাভাবিক তেমনি অতি ক্রন্দন ও অসঙ্গত; এই দুয়ের মধ্য পথ অবলম্বন করিবে। আমি হাসিলে যদি আর একজন না হাস্য করে তাহা সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু আমি

ক্রন্দন করিলে যদি আর এক জনের হাস্যোদয় হয়, তবে ক্রন্দন না করাই ভাল। বাস্তবিক সুলভ ক্রন্দনের জন্য এদেশের স্ত্রীলোকেরা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। জ্ঞানোন্নতির ও আত্ম সাশনের সঙ্গে এই কুঅভ্যাস সাম্য লাভ করিলে, বঙ্গীয় পরিবার ও বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে নিশ্চয় কুশল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি ক্রন্দন এত দোষের হইল তবে বিধাতা নারীজাতিকে এরূপ ক্রন্দন-কুশল করিয়া সৃজন করিলেন কেন? স্ত্রীপ্রকৃতিতে যাহা দুর্ব্বলতার কারণ তাহাই আবার পক্ষান্তরে মহদ্গুণের হেতু হয়। যদি স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া পর দুঃখে অকৃত্রিম সহানুভূতির জন্য অশ্রু বিসর্জ্জিত হয় তবে সে ক্রন্দন মহদ্‌গুণ, সেই স্থলে অশ্রুজলে মনুষ্য স্বভাব অভিষেক লাভ করে, এবং সকল প্রকার ধর্ম্ম ও সুকীর্ত্তি পৃথিবীকে পুণ্যবতী করে।

সার কথা।

১। এক কথায় কাঁদিও না, এক কথায় হাসিও না। যে ক্রন্দন হাস্য উভয়কে সম্বরণ করিতে পারে সেই চরিত্রবান।

২। যদি নিতান্ত কাঁদিতে হয়, দাসদাসীর সম্মুখে ক্রন্দন করিও না, সন্তানদের সাক্ষাতেও নহে, প্রতিবাসীদের সাক্ষাতেও নহে। ভগবানের সম্মুখে মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিও তাহাতে ক্ষতি নাই।

৩। বিপদের সময় ক্রন্দন করা বৃথা, যাহাতে বিপদ মুক্ত হইতে পার তাহার চেষ্টা করিবে।

৪। প্রকাশ্যে হাস্য ভাল, গোপনে ক্রন্দন ভাল; প্রকাশ্যে ক্রন্দন কেবল দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র।

স্থিরপ্রতিজ্ঞা।

সংসারে সৎকার্য্য সাধন করিতে গেলে প্রতিজনেরই পক্ষে বিশেষ বিশেষ বিঘ্ন আছে, এ কাল অবধি কেহ কখনও নির্ব্বিঘ্নে জীবন সম্ভোগ করে নাই। বিদ্যাশিক্ষায় বিঘ্ন, ধনোপার্জ্জনে বিঘ্ন, ধর্ম্মসাধনায় বিঘ্ন, রাজ্যশাসনে বিঘ্ন; মনুষ্যজীবন বিঘ্নময়। যাহারা এই বিঘ্ন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিরাশ হয়, নিশ্চেষ্ট হয়, তাহারা মানবকুলের মধ্যে অধম এবং নিকৃষ্ট; আর যাহারা নিজ নিজ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যায়, তাহারা মানবকুলে শ্রদ্ধাভাজন ও শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবী মধ্যে সকলের কার্য্য সমান নয়, অবস্থা সমান নয়, শক্তি সমান নয়, স্থানও সমান নয়। জনসমাজে উচ্চ নীচ দুই শ্রেণী আছে মানিতে হইবে; কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্য অতিশয় কঠিন, ও বিঘ্নময়, চিরজীবন তাহা পালন করিবার চেষ্টা কর। চেষ্টা যদ্যপি বিফল হয় পুনর্ব্বার চেষ্টা কর। অটল স্থিরভাবে এরূপ চেষ্টায় জীবন যাপন করাকে স্থির প্রতিজ্ঞা বলে। স্বীয় জীবনের পালনীয় কর্ত্তব্যে যাহারা স্থির-প্রতিজ্ঞ তাহাদের সাধু চেষ্টার ফল হইবেই হইবে, তাহারা আপনাদের পথের বিঘ্ন অতিক্রম করিবে, স্বকার্য্য সাধন করিবে, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্যকে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশরূপে বিশ্বাস করিবে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, সম্পূর্ণ সহায়তা আছে। যে কার্য্যে পরমেশ্বর সহায় তাহার সার্থকতা কে নিবারণ করিতে পারে? কিন্তু যাহার প্রতিজ্ঞা অদৃঢ়, যাহার হৃদয় চঞ্চল, যে আপনার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সর্ব্বদা সন্দিহান, সে স্বীয় কার্য্যে বল পায় না, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, এবং তাঁহার সহায়তার উপকার লাভ করিতে পারে না, সামান্য বিঘ্নে অভিভূত হইয়া পড়ে। সে ব্যক্তির দ্বারা

কোন রূপ মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। দুঃখের বিষয় স্ত্রীপ্রকৃতি এইরূপ অবস্থায় শীঘ্র অধীর হয়; স্ত্রীজাতির সহগুণ অনেক, কিন্তু প্রতিজ্ঞার বল অধিক নহে। যাঁহার বুদ্ধি সুমার্জ্জিত নহে তিনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন এবং প্রতিজ্ঞানুরূপ চেষ্টা করেন, তাঁহার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইবে, বোধশক্তি প্রখরতা লাভ করিবে। যিনি কোপন স্বভাব, কি অভিমানী, কি অলস, কি ইন্দ্রিয়াসক্ত, যদি তিনি বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বীয় স্বভাবকে জয় করিবার প্রয়াস করেন, তিনি সিদ্ধমনোরথ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ধনের অভাবে, কি লোকের অভাবে, লোকের যথার্থ প্রতিজ্ঞাবান ও চেষ্টাবান ব্যক্তির কোন সদভিপ্রায় কখনও অসিদ্ধ থাকে নাই, কেবল প্রতিজ্ঞার অভাবে সকল শুভ কার্য্যই ব্যর্থ হয়। মহোদয় ডিস্রেলী ইহুদীবংশীয় এবং খর্ব্বকায় হইয়াও ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী হইবেন অল্প বয়সে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় মহামন্ত্রী ইংলণ্ডে কয় জন হইয়াছে? শাক্য-মুনি সমুদায় লোককে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাই করিলেন। সাবিত্রী মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন, সত্যবান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। মহামতি হারিএট ষ্টো কাফ্রীকে দাসত্ব

মুক্ত করিবার জন্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কাফ্রী দাসত্ব মুক্ত হইল। প্রতিজ্ঞার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই।

দেশ ভ্রমণ।

পুনঃ পুনঃ দেশ ভ্রমণ করিতে পার ভালই, নতুবা জীবদ্দশায় এক বার বহুদেশ পর্য্যটন করিবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরোক্ষ ও পুথিগত, পুস্তকে যাহা পাঠ করিয়াছ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রমাণিত না করিলে শিক্ষার ফল সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর হয় না। হস্তিনাপুরের কিছু কিছু বৃত্তান্ত নানা স্থানে বারংবার শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এবং তৎ-পাঠে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। সেই হস্তিনা যদি স্বচক্ষে দর্শন করা যায়, যদি মহাভারতের বর্ণিত উপা-খ্যান ঘটনা স্থানে উপনীত হইয়া স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে চিত্তে কত স্ফূর্ত্তি হয়, মানসিক আলোক পরিস্ফুট হয়, কত বিষয়ের তত্ত্ব পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারা যাইত না তাহা বোধগম্য হয়। মুসলমানসম্রাজ্য ত সে দিনকার কথা। তদ্বিষয়ে অনেক ইতিহাস অনেক জনশ্রুতি ব্যক্তিমাত্রেই কর্ণগোচর করিয়াছেন। আকবর,

আরংজেব প্রভৃতি মহাশক্তিশালী নৃপতিদের কার্য্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছে। যদি লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর ইত্যাদি স্থানে গিয়া শ্রুত বিষয়ের জাজ্বল্যমান চিহ্ন দেখিয়া ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে স্বয়ং দণ্ডায়মান হওয়া যায়, এবং বর্ত্তমানের আলোকে ভূতকালীন বিষয়ের আলোচনা করা যায়, দর্শকের হৃদয়, মন উভয়েরই বিশেষ উন্নতি লাভ হয়। কলিকাতা কিংবা অন্য কোন মহানগরীনিবাসী ব্যক্তির সহসা মনে হয় যে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ শোভা ও সম্পদের তুল্য বুঝি অন্য কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। পর্ব্বতনিবাসী, প্রান্তরনিবাসী, নদীকূলনিবাসী প্রতিজনেই স্বভাবতঃ মনে করেন যে তাঁহাদের জন্মভূমিতুল্য স্বাভাবিক দৃশ্য, কি সামাজিক ভদ্রতা, কি জীবনের সচ্ছন্দতা অপর কুত্রাপি লাভ করা যায় না। এই প্রকার স্বদেশশ্লাঘা একেবারে অপ্রকৃত কি অনিষ্টকর ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি দেশ ভ্রমণ করিয়াছে তাহার পক্ষে এরূপ গর্ব্ব অসম্ভব হইয়া উঠে। বিধাতার সৃষ্ট সংসারের মধ্যে সকল দেশে, সকল দৃশ্যে, সকল জনসমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উন্নতি, শোভা, সমৃদ্ধি; মানবকুলের প্রতি অংশে এতাধিক জ্ঞান, সদ্ভাব, সভ্যতা, ধর্ম্মোন্নতি যে তদ্দর্শনে নিজ জাতি, ও নিজ দেশের

উপর অশ্রদ্ধা হয় না বটে, বরং স্বদেশানুরাগের আধিক্য জন্মে, কিন্তু সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মশ্লাঘা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বস্রষ্টার মহিমার সম্মুখে, প্রকাণ্ড মানবজাতির কীর্ত্তির নিকটে, তুমি, আমি, আমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমরা সকলে কি পদার্থ? আমাদের দেশ প্রশস্ত হইলেও কতটুকু স্থান? নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ কর, উদারতা শিক্ষা কর; সমগ্র মানবজাতীয় মহাকীর্ত্তির সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রতা অনুভব কর, সর্ব্বশক্তিমান্‌কে ধন্যবাদ কর। কেবল পৃথিবীর বিশালতার ও মনুষ্যস্বভাবের বৈচিত্র্য ও মহত্ব দর্শন করাই দেশভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। নানা জাতীয় এবং নানা সম্প্রদায়স্থ লোকের মধ্যে যে অকাট্য ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে ইহাও বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। ভারতবর্ষে যেখানে গমন কর, সর্ব্বস্থানের লোক তোমার প্রতি এতাধিক আদর, যত্ন, ও প্রীতি প্রকাশ করিবে, যে তল্লাভে তাহাদিগের উপর তোমার অন্তরে অনুরূপ ভাবোদয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। যত দিন বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারষ্ট্রীয়, মান্দ্রাজীদিগের মধ্যে পরস্পর একত্রবাস না হয়, তত দিন অপ্রীতি ও অসদ্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশীয় যে কোন

সচ্চরিত্র পথিক অন্যত্রে গমন করেন, আতিথ্য যাচ্ঞা করেন, ও সৎস্বভাব প্রকাশ করেন, অমনি সকল বিদ্বেষ ও অপ্রেম ঘুচিয়া যায়, এবং উভয় পক্ষের সদ্গুণে, প্রীতি প্রসন্নতা বন্ধুতা ও ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয়। অতএব সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য দেশভ্রমণ একটি প্রধান কর্ত্তব্য ইহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশনিবাসীদিগের প্রকৃতিসুলভ দুর্ব্বলতা, আত্মরক্ষণে অসমর্থতা, ও জড়তা প্রভৃতি প্রধান দোষ এই দেশভ্রমণে সারিয়া যাইতে পারে। এই জড়তা ও অপ্রতিভতা নিবন্ধন তাঁহাদের উন্নতিপথে সর্ব্বদা অনেক প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে। এদেশের মহিলাগণ মধ্যে যাঁহারা দুই এক বার তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা কিছু পরিমাণে কার্য্যক্ষম ও দৃঢ় হইতে শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কুলবধূ কি কুমারীদের পক্ষে তীর্থপর্য্যটন সহজ নহে। অথচ ইহাও নিতান্ত প্রয়োজন যে তাঁহারা শক্ত এবং সপ্রতিভ হইয়া সময়ে সময়ে আপনাদের ভার আপনারা লইতে পারিবেন, এবং জড়তা ত্যাগ করিয়া সুশিক্ষা ও আত্মনির্ভরের কথঞ্চিৎ পরিচয়দানে সক্ষম হইবেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়দের সঙ্গে দেশভ্রমণ করিলে এ বিষয়ে স্বাভাবিক উন্নতি হয়। জল ও বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া যেমন শরীর সুস্থ হয়,

নূতন স্থান নূতন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, নূতন লোক নূতন আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া, নূতন অবস্থার নূতন কর্ত্তব্য নব শক্তিতে প্রতিপালন করিয়া তেমনি সমুদায় প্রকৃতি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং জড়তা, আলস্য প্রভৃতি দূর হয়; যাঁহার স্বভাবে যে সদ্‌গুণ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

সন্তানপালন।

সন্তানকে স্নেহ করা সহজ, কিন্তু সন্তান পালন করা সহজ নহে। স্বাভাবিক স্নেহ শিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চ, নীচ সকলের হৃদয়মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তদবলম্বনে প্রতিজনে কোন না কোন প্রকারে স্বীয় সন্তানকে পালন করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে হউক আর না হউক কতক দূর শিশুর দেহরক্ষা হয় বটে; কিন্তু দেহরক্ষা হইলে সকল রক্ষা হয় না। দেহ, মন, নীতি, ধর্ম্ম সমুদায় এক সূত্রে গ্রথিত; একটিকে রক্ষা করিতে গেলে সকল গুলিকে রক্ষা করিতে হয়। একটীর হানি হইলে অল্পাধিক সকল গুলির হানি হয়। সন্তানের প্রতি সমগ্র কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়,

জ্ঞান, বুদ্ধি, নীতি ধর্ম্মের বিশেষরূপ অনুশালন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই, শিশুর দেহপুষ্টি ও প্রাণরক্ষা-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তদ্বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবে, এবং বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের সৎপরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিবে। কেবল পরিবার মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে যে চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় এরূপ মনে করিও না, যখন আপাততঃ কোন রোগ লক্ষিত হয় না, তখনও সাস্থ্যরক্ষ বিধি অবগত হইবার জন্য দেহতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। শিশু যত দিন দুগ্ধ-পায়ী থাকে, তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার্থ প্রসূতির নিজ আহার পান ও অন্যান্য অভ্যাস বিশেষরূপে সংযত রাখিতে হয়, এ কথা সকলেই জানে। শিশুর কল্যাণহেতু মাতার প্রকৃতিমধ্যে কেবল সংযমের উপর সংযম অভ্যাস করিতে হয়।

আমাদিগের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলেও সকল সময় অনাবৃত শরীর থাকা উচিত নহে। বস্ত্রে যে কেবল লজ্জা নিবারণ হয় তাহা নহে, অনেক সময় রোগ মৃত্যুও নিবারণ হয়। শিশুজীবনের পক্ষে এই কথা বিশেষ জ্ঞাতব্য। খোকা ধূলি খাইয়া, কাদা মাখিয়া, প্রাঙ্গণে

পাকশালায়, পুষ্করিণীতীরে, প্রতিবাসিনীর কোলে বিচরণ করিতেছে, তাহার অঙ্গাচ্ছদনের মধ্যে কটীদেশে কেবল মাদুলী সংলগ্ন লাল ঘুংশী; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে অবিরল গাঢ় ধারা বহিতেছে; তাহার বদনে চক্ষে ও বক্ষে দুগ্ধ, কজ্জল, শর্করা, তৈল, ঘর্ম্ম, কর্দ্দম ও অশ্রুজল মিলিত হইয়া বিচিত্র প্রলেপ রচনা করিয়াছে; সে রৌদ্র, বর্ষা, ঝড়, হিম ষড়্ঋতু কেবল আপনার ত্বক্‌রূপ বর্ম্ম দ্বারা বহন করিতেছে; যমপুরী হইতে সে অধিক দূরে নহে। যদি সন্তান বাঁচিবে ইচ্ছা কর, বিধি এবং অবস্থানুসারে তাহাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিতে শিক্ষা কর।

অনেক অল্পবয়স্কা প্রসূতির সংস্কার আছে যে, শিশু যত অধিক দুগ্ধ পান করিবে সেই পরিমাণে বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইবে। কোন খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করিলে যে তাহা পরিপাক হওয়া আবশ্যক, এ কথা লোকের মনে থাকে না। এদেশে, বিশেষতঃ ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে, প্রায় প্রতিজন লোকেই অবকাশ পাইলে পরিমাণের অতীত অধিক আহার করেন, সেই জন্য দেশের প্রধান রোগ অজীর্ণজনিত কোন প্রকার রোগ, শরীরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। এই দুরারোগ্য অজীর্ণ

রোগের সূত্রপাত শৈশব কালেই হইয়া থাকে। দিনে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় এমন কি নিশীথে প্রদীপ জ্বালিয়া শিশুকে দুগ্ধ পান করান হয়; তাহার কোমল পাকস্থলী এই অবিশ্রান্ত দুগ্ধ বৃষ্টি বহন করিতে না পারিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার যকৃৎ দূষিত হয়, বমন ও উদরাময় ও নানা রোগে শিশু আক্রান্ত হইয়া পড়ে, অকালে মানবলীলা সংবরণ করে। যদি সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্য নিবারণ করিতে চাও, সন্তানকে অপরিমিত আহার হইতে নিবৃত্ত কর।

যে আহার পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হয় কেবল তদ্দ্বারাই যে প্রাণরক্ষা হয় এরূপ মনে করিও না। শিশু যেমন দুগ্ধ পান না করিলে বাঁচে না, তেমনি বায়ু পান না করিলেও প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। কয় জন মাতা প্রতিদিন সন্তানকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ মুক্তস্থানে পাঠাইয়া থাকেন? যদি অন্য কোন স্থানে বায়ুসেবন সম্ভব না হয়, নিজের গৃহের ছাদে কি কিয়ৎকাল পদ-সঞ্চালন সম্ভব নহে? মাতা নিজে নির্ম্মল বায়ুর মর্য্যাদা জানেন না, পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, সন্তানকে শিখাইবেন কি? সুতরাং ভাবেন বায়ুসেবন, দেহ পরিষ্কার, অঙ্গাবরণ, ও সকল ইংরাজী মেজাজের কল্পনা।

"তেলে জলে বাঙ্গালীর শরীর।" সুতরাং হরিদ্রা সর্ষপ-তৈলাদি পদার্থে সন্তানের অঙ্গরাগ করিয়া দিয়া তাহাকে কোন প্রকার চাটনীর ন্যায় প্রকোষ্ঠ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখেন। নির্দোষ বায়ু জীবের প্রাণ, দূষিত বায়ু, বহুজন-সমাকীর্ণ সিক্ত দুর্গন্ধ গৃহ, অপরিষ্কার শয্যা, অন্ধকারাবৃত বায়ুনির্গমনবিহীন শয়নাগার, সকর্দ্দম জল, মলিন বস্ত্র, বদ্ধ-বাতায়ন, রোগ ও মৃত্যুর নিত্য আধার ইহা স্মরণে রাখিও। যদি সন্তান রক্ষা করিতে চাও এ সমস্ত পরিহার করিবে, ঈশ্বরসৃষ্ট আলোক, উত্তাপ, বায়ু, সুনির্ম্মল জল, সুপরিষ্কার শয্যা তাহাকে অকাতরে দান করিবে।

দেহপালনবিধি হইতে শিশুর চরিত্রগঠনের কোন কোন বিধি গ্রহণ করা যাইতে পারে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা শিশুর নিকট আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। আমরা জানি, কোন কোন দেশে কোন কোন পরিবারে মাতা পিতার চেষ্টাতে যৌবনাবধি সন্তান স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ কি জানিতে পারে না; কোন প্রকার হত্যা কি রক্তপাত দেখিতে পায় না; কুকথা শুনিবার অবকাশ পায় না, এবং সরল স্বাভাবিক নির্দোষ জীবন যাপন করে। তাহাদিগকে সচ্চরিত্রতা, নীতি, ও সহজ ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু কিছু শিক্ষা

দেওয়া ভাল, কিন্তু শৈশব কালে অধিক উপদেশ দিলে, নানা উচ্চ কথা শিখাইলে, বহু বক্তৃতা করিলে উপকারের সম্ভাবনা নাই। যেমন শারীরিক অজীর্ণ আছে তেমনি মানসিক অজীর্ণ আছে। অতিশিক্ষায় সুশিক্ষার সমুদায় ফল নষ্ট হইয়া যায়, শিশু যাহা শিখিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায়, অকাল পক্কতা দোষে বিকৃত হয়, এবং যদি ও তাহার স্মৃতিপটে কোন কোন সদ্ভাবের রেখা থাকে বটে কিন্তু কার্য্যের সময় তদনুসারে চলিতে পারে না, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুসারে চলে। জনশ্রুতি আছে, ধর্ম্মযাজক ও প্রচারকদিগের সন্তানেরা অনেক দেশে নীতি ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এই দোষ কেবল অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক শিক্ষার ফল। শৈশবে সন্তানকে কেবল দুই চারিটি অতিশয় সহজ সংক্ষেপ এবং সাধারণ নীতি ও ধর্ম্ম কথা ব্যতীত আর কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। দুই একটি শ্লোক, কিংবা দেশীয় কবিতা, কিংবা ঈশ্বরের নিকট দুই একটী সরল প্রার্থনা কণ্ঠস্থ করাইবে, কিন্তু গল্পচ্ছলে নানা প্রকার সদ্দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিবে। গল্প শুনিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা সর্ব্বত্রই শৈশব প্রকৃতিতে লক্ষিত হয়; এই গল্পপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার

মনে নানা প্রকার সদ্গুণের বীজ বপন করিবে। পুথি-গত নীতি ধর্ম্ম না শিক্ষা দিয়া যদি মাতা নিজের জীবনে পবিত্রতা প্রসন্নতা ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হয়েন, শত পুস্তক পাঠে যত উপকার না হয় কেবল মাতৃসহবাসে তদপেক্ষা অধিক উপকার হয়। পিতা মাতার পক্ষে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ কর্ত্তব্য যে স্বভাবতঃ শিশুগণ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং অনুকরণপ্রিয়। পিতা মাতার দোষগুণ তাহারা সহজেই দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে, ও অনুকরণ আরম্ভ করে। যদি তোমার সন্তান ক্রোধপরবশ, অভিমানী, অলস, কি দাম্ভিক হইবে ইচ্ছা না কর, তবে তাহার সম্মুখে কখন ক্রোধ, অভি-মান, দম্ভ কিংবা অন্য কোন বিধ কুভাব প্রকাশ করিও না। তাহার সম্মুখে নহে তাহার পশ্চাতেও নহে, কারণ যেমন মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে মাতার শারীরিক স্বভাব সন্তানরক্তে সঞ্চারিত হয়, তেমনই মাতার রিপু প্রবৃত্তিও সঞ্চারিত হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, কেহ কখন খণ্ডন করিতে পারে না। অতএব সন্তানপালনের বিষয় প্রথম উপদেশ এই যে মাতৃধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বভাবের সংযম ও পরিশুদ্ধি লাভ করিতে অভ্যাস কর। যিনি সন্তানকে প্রহার করেন সম্ভবতঃ এক দিন

তাঁহার সন্তান তাঁহাকে প্রহার করিবে, যিনি ক্রোধভরে সন্তানের মৃত্যু কামনা প্রকাশ করেন, সন্তানও তাঁহাকে অচিরে নিমতলা ইত্যাদি চরমতীর্থে অকালে প্রেরণ করিবে,এবং শুদশুদ্ধ তাঁহার সকল প্রকার কুভাব পরিশোধ করিবে। যত দূর পার দাসদাসীর হস্ত হইতে সন্তানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবে। দাসদাসী ব্যতীত বহু পরিবারের বহু কর্ত্তব্য নিজে পালন করিয়া উঠা যায় না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দাসদাসী নির্ব্বাচনে অতিশয় সাবধান হওয়া উচিত। শৈশবকালে যদি সন্তান কুসঙ্গ করে বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বভাবের দোষ কাটে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নারীজীবনে যেমন আর পাঁচটা সাধ আছে, সেইরূপ বেহারা চাকরাণী রাখিবার একটা প্রবল স্বাভাবিক তৃষ্ণা জন্মে। কার্ত্তিকের পক্ষে ময়ূর যেরূপ, ইন্দ্রের পক্ষে ঐরাবত যেরূপ, আগ্রার পক্ষে তাজমহল যেরূপ, শিশুর পক্ষে বেহারা সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বেহারা অভাবে দাসী রক্ষণীয়া। সে কুচরিত্রা হউক, রুগ্ন হউক, চোর হউক, দাসী অঙ্কে শিশু ন্যস্ত করিয়া বধূমাতা জননীজন্ম সার্থক করেন। শিশু মাতৃভাষা ভুলিয়া বেহারা ও দাসীর ভাষা শিক্ষা করিলে, হিন্দি কিংবা উড়িয়া ভাষায় কথা কহিলে, পিতা-

মাতার আহ্লাদ উৎসাহের সীমা থাকে না। তাঁহারা এক বার ইহা বিবেচনা করেন না যে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে শিশু দাসদাসীর অভ্যাস ও মনোবৃত্তির অনুকরণ শিক্ষা করিতেছে। যদি বেহারা দাসদাসী কিছুই না জুটে, তত্রাপি সন্তান মাতৃসহবাস প্রাপ্ত হয় না, সে দিগম্বর বেশে পল্লীতে পল্লীতে, গলিতে গলিতে, মারামারী, গালাগালি ইত্যাদি মানবলীলার প্রথমাঙ্ক অভ্যাস করিতে থাকে। জননীর সর্ব্বদা মনে করা উচিত যে, শিশুর পক্ষে মাতৃসহবাস যেমন আবশ্যক, মাতার পক্ষেও শিশু সহবাস তেমনি আবশ্যক, শিশু চরিত্রে যে সকল স্বাভাবিক সদ্গুণ আছে তাহা প্রত্যক্ষ করিলে পিতামাতা উভয়েরই বহু প্রকার উন্নতি সম্ভব।

আপনার চরিত্রের উচ্চতম মিষ্টতম ভাব যাহাতে শিশু প্রকৃতি মধ্যে সঞ্চারিত হয় এই চেষ্টায় সর্ব্বদাই তাহাকে নিজ সঙ্গে রাখিতে হয়। কিণ্ডরগার্টেন নামক যে অভিনব শিশুশিক্ষাপ্রণালী এখন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, প্রত্যেক মাতার পক্ষে তাহা শিক্ষণীয়। তাহার মূলতত্ত্ব এই যে তদ্দ্বারা যে শিশুর প্রকৃতিমধ্যে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি নিহিত আছে ঐ প্রণালী দ্বারা সেই সমুদয়ের অনুশীলন হইয়া থাকে। জননী যেরূপ নিজ

সন্তানের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন এমন কে পারে? অতএব তাহার প্রথম শিক্ষা পরিবার মধ্যে মাতারই দ্বারা আরম্ভ হওয়া উচিত। যে দিক দিয়া এবিষয় আলোচনা করা যাউক, মনে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেশের বহুপরিমাণে ভবিষ্যদ্বংশীয় উন্নতি জননীদিগের হস্তে। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হইতে পারুন আর না পারুন সন্তানদিগের চরিত্র ও জীবনকে সমুন্নত করিয়া যশস্বিনী হউন। গ্রীক ও রোমদেশীয় মহিলাগণ যুদ্ধ করিতে যাইতেন না, এবং প্রবন্ধ রচনা করিয়াও খ্যাতি লাভ করেন নাই; বীর সন্তানকূলের জননী হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালের মহাপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, অনেকের পক্ষে তাঁহাদের সৎস্বভাব লাভের পক্ষে তাঁহাদের জননীর দৃষ্টান্তই প্রধান কারণ। মাতৃস্বভাবে সর্ব্বপ্রধান প্রবৃত্তি এই সন্তানবাৎসল্য; ইহাকে সন্তানের নীতি, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিয়োগ করিলে মাতা ও ধন্যা হয়েন, তাঁহার পুত্র কন্যারাও ধন্য হয়।

সহধর্ম্মিণী।

পতিব্রতা নারীর সুখ্যাতি সকল দেশে এবং সকল ধর্ম্মে। কিন্তু পতিব্রতা কাহাকে বলে? পরিণীতা হইয়া কেবল দৈহিক বিলাসে, কেবল সাংসারিক কার্য্যকলাপে দিনযাপন করিলেই পতিব্রতা হয় না। পতির ধর্ম্ম যার ধর্ম্ম, পতির ব্রত যার ব্রত, পতির সেবা যার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, পতির ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণ যার সমুদায় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই পতিব্রতা। স্বাধীন স্বভাব, সত্যনিষ্ঠ, শুদ্ধাত্মা, সংযমী, পরিশ্রমী ও তেজস্বিনী না হইলে পতিব্রতা হওয়া যায় না। এ কথা বলিতে গেলে ইহাত বলিতে হইবে যে স্বামীদিগের চরিত্র ব্যবহার ও ব্রত অতিশয় শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এদেশে কেবল স্ত্রীজাতির অবস্থা হীন নহে,পতিদিগের অবস্থাও হীন। যেখানে পতির অবস্থা উন্নত নহে, তিনি নানা দোষ দুর্ব্বলতায় কলুষিত, সেখানে সহধর্ম্মিণীর গুরুতর কর্ত্তব্য সতত এই চেষ্টা করা যাহাতে স্বামীর মতি গতি ভাল হয়। অনেক স্থলে এই প্রকারে স্বামী কেবল স্ত্রীর গুণে বাঁচিয়া যান। যত দূর সম্ভব স্বামীর দোষ সঙ্গোপন রাখিবে, তাঁহার গুণ প্রকাশ করিবে, কিন্তু তাঁহার

দোষকে গুণ মনে করিবে না, এবং গুণ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইবে না, বরং দোষের সংশোধনার্থ প্রয়োজন মত সময়ে সময়ে তীব্র চেষ্টা করিবে, ভীত হইবে না। কিন্তু যেখানে স্বামী যথার্থ গুণবান্, উচ্চব্রতধারী, উচ্চধর্ম্মাবলম্বী, সেখানে কায়মনোবাক্যে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবে, তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিবে, ও উৎসাহের সহিত তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইবে। এরূপ যেন কখনও না ঘটে যে স্বামী নানাবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন আর স্ত্রী নিরক্ষর, কেবল ধান ভানিতে ও মাছ কুটিতে মজবুত; স্বামী ধর্ম্মাত্মা, ত্যাগী, গম্ভীর স্বভাব, আর স্ত্রী বিলাসবতী ও ধর্ম্মে উদাসীন, কলহে অদ্বিতীয়া ও পরনিন্দায় অগ্রগণ্যা; স্বামী দেশহিতৈষী পরিশ্রমী, আর স্ত্রী স্বার্থপর ও নিদ্রালু। এরূপ বিপরীত স্বভাবের লোকেরা কদাচ সংসারে সুখী হইতে পারে না। হয় নির্গুণ স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইবেন, নয় ধর্ম্মভীতা নারী মহচ্চরিত্র পতির সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিবেন, নয় উভয়ে স্বাধীন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অভিন্ন হৃদয় হইবেন; যে দিক দিয়াই হউক তাঁহাদের দুই জনকে একাত্মা হইতে হইবে। ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী ডিস্রেলী তাঁহার অনুগামী লোকদিগকে স্বীয় পত্নীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি এই দয়াবতী মহা-

মতি নারী আমার সহায়তা না করিতেন আমি কখনই রাজকীয় কার্য্যে তোমাদের দত্ত গুরুভার বহন করিতে পারিতাম না।" যখনই পার্লিয়েমেণ্ট মহাসভায় তাঁহার কোন বিশেষ বক্তৃতা করিতে হইত, সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেন। একদা তদীয়া পত্নী এইরূপে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া গমন করিয়াছেন, ডিস্রেলী অন্যমনস্ক হইয়া বেগে গাড়ীর দ্বার বদ্ধ করিতে গিয়া মেম সাহেবের অঙ্গুলী পেষিত করিয়া ফেলিলেন। পাছে সে কথা বলিলে ও স্বীয় কষ্ট ব্যক্ত করিলে সাহেবের মন উৎকণ্ঠিত হয় ও বক্তৃতার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে তিনি ক্লেশ প্রকাশক একটী স্বরও উচ্চারণ না করিয়া পার্লেমেণ্ট সভামধ্যে মহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন, এবং বক্তৃতা শেষ হইলে অঙ্গুলির অবস্থা প্রকাশ করিলেন। প্রসিদ্ধবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সার উইলিয়ম হামিল্টন কিঞ্চিৎ অলশস্বভাব ছিলেন। পাছে তাঁহার আলশ্যে কার্য্যের ত্রুটি হয়, এবং ইউনিভারসিটীতে তাঁহার আচার্য্যত্বের অখ্যাতি হয়,এইজন্য হামিল্টনের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তদীয় পত্নী তাঁহার অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত উপদেশ গুলি নকল করিয়া দিতেন, তিনি পর দিন পূর্ব্বাহ্নে তাহা পাঠ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। আমরা নিম্নে

যাহা দেখিয়াছি তাহার উদাহরণ বলি। লণ্ডন নগরে এক জন পাদ্রীসাহেবের বাটীতে আমরা কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, সাহেব একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তাঁহার পত্নী ছয় সাত সন্তানের মাতা, তাঁহার গৃহকার্য্য এত অধিক যে দিনের মধ্যে একঘণ্টা কাল অবকাশ পাইতেন কি না সন্দেহ; অথচ নানা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সাহেব যখন সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন সেই সতীলক্ষ্মী নিশীথ অবধি জাগ্রৎ থাকিয়া স্বামী যেরূপ বলিতেন প্রবন্ধাদি লিখিয়া দিতেন, এবং প্রুফ সংশোধন করিতেন। মনে করিলে স্বামীর অবলম্বিত কার্য্যে স্ত্রী যে কতদূর সহায়তা করিতে পারেন বলিয়া শেষ করা যায় না।

রক্ষয়িত্রী।

বিবাহসম্বন্ধ অতীব সুখের বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে এরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য জড়িত আছে যে তাহা পালন করিবার শক্তি অতি বিরল। শৈশব কালে মানুষ মাতৃহস্তে পালিত হয়, সন্তানাদি থাকিলে কতকদূর বার্দ্ধক্যে তাহারা সেবা করে, কিন্তু যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে রক্ষণ পালনের ভার সাধ্বী সহধ-

র্ম্মিণীর হস্তে। স্বামী যত দূর পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, পত্নী তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বামীর রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। যে পত্নী তৎকার্য্যে অসমর্থ কি অমনযোগিনী, তিনি সেই পরিমাণে লোকের নিকট অশ্রদ্ধেয়। যত দিন দেহে স্বাস্থ্য, যৌবন ও বলের গর্ব্ব থাকে মানুষ নিজের ভার বহুপরিমাণে নিজ হস্তে গ্রহণ করে; যখন রোগ, বার্দ্ধক্য, দারিদ্র্যে আক্রান্ত হইয়া জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে পারে সাধ্বী পত্নী-তুল্যা রক্ষিয়িত্রী জগতে আর কেহ নাই। লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী ঘরে না থাকিলে ক্ষুধার সময় সুখাদ্য, পরিধানের উৎকৃষ্ট ভদ্রবেশ, কালব্যাপী অস্বাস্থ্যে অবিশ্রান্ত সেবা, মনঃপীড়ায় সহানুভূতি, অভাব দারিদ্র্যে সৎপরামর্শ কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে? স্বামীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু হও, তাঁহার গম্যপথে আমরণ সঙ্গী হও, তাঁহার গৃহে মঙ্গলময় ঈশ্বরের মহিমাকে রক্ষা কর, তাঁহার গৃহকে সকল শোভা ও সম্পদের আধার কর। জানিও বিবাহের দিন অবধি স্বামীর জীবন রক্ষার ভার স্ত্রীর হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা জানি, এখনও অনেক পরিবার মধ্যে গৃহস্বামী নিজের সকল কার্য্যের ভার নিজ হস্তে রাখিয়া পত্নীকে কেবল কঠিন এবং নীচ পরিশ্রমের ভার মাত্র সমর্পণ করেন। স্বামীই সর্ব্বেসর্ব্বা, কর্ত্তা ও রাজা; পত্নী

কেবল তাঁহার প্রজা ও দাসী মাত্র। মনে হয় এরূপ পরিবারে দাম্পত্যসুখ বিরল, এবং ধর্ম্মরক্ষাও সহজ নহে। পত্নী কেবল নীচ পরিশ্রমের অধিকারিণী হইয়া নীচ প্রকৃতি হইয়া পড়েন, অলঙ্কারের জন্য বিবাদ করেন, সকল প্রকার মহৎ অনুষ্ঠানের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠেন, এবং গৃহসংসারকে অশান্তি অতৃপ্তির নরকরূপে পরিণত করেন। গৃহকে আরামের ও সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপে রচনা কর। যদি তাহা না করিতে পার তোমার স্বামী পুত্র গৃহ ত্যাগ করিয়া সুখানুসন্ধানে অন্যত্র গমন করিবেন ও তোমার ঘর শ্মশান তুল্য হইবে। যদি নিজদেহ মনের তৃপ্তির ব্যবস্থা নিজ হস্তে বিধান করিতে হয় জীবন ভারবহ হইয়া উঠে। বিধাতার নিয়ম নরনারী পরস্পরের সুখসচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিবে, পতির ভার পত্নীর হস্তে, পত্নীর ভার পতির হস্তে। স্ত্রী পরিবারের ভার প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বামীর সকল ভার ভার্য্যা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা যায় না। শরীরের ভার লইলে বহু পরিমাণে আন্তরিক সুখের ভারও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে শরীরের ভার লইয়াও মনে কষ্ট দেওয়া যাইতে পারে। অনেক স্বামী স্ত্রীকে

মনঃকষ্ট দেন, অনেক স্ত্রী স্বামীকে মনঃকষ্ট দেন। যে দম্পতী পরস্পরের দেহ ও মন উভয়কে সুখী করিতে পারেন তাঁহারা ধন্য। এইরূপ পরস্পরের ভার গ্রহণ করার নাম প্রকৃত দাম্পত্য।

গৃহিণী নামে বাচ্য হইলেই সকল গৃহকার্য্য করা হয় না। উপযুক্তরূপে গৃহকার্য্য করিতে পারা স্ত্রীলোকের পক্ষে এক মহদ্‌গুণের কথা। যিনি বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার গৃহকার্য্য শিখিয়াছেন, এবং গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া থাকেন, এইরূপ শিক্ষিত মহিলা আমরা সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করি। পুরুষেরা বাটীর গৃহকার্য্য দেখিবেন না, সমুদায় সহধর্ম্মিণীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, অথচ সমুদায় পারিবারিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে চলিবে, ইহাতেই গৃহিণীর পরিচয়। গৃহকার্য্য বিষয়ে স্বামীর উপার্জ্জন ও সহায়তা, স্ত্রীর পরিশ্রম ও বিচক্ষণতা, নর-নারী উভয়ের মধ্যে এই প্রকৃত সম্বন্ধ। বাটীর বাহিরে সভ্যতার ধূমধাম আর ভিতরে সর্ব্বপ্রকার অব্যবস্থা, বিশৃ-ঙ্খলা, ইহাতে বিদ্যার, কি বুদ্ধির, কি ধর্ম্মের, কি সভ্যতার কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি গৃহিণীর কার্য্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সভ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ। বিবাহিতা নারীর পক্ষে

নিজ গৃহমধ্যেই প্রধান কর্ত্তব্য, গৃহের বাহিরে যে কর্ত্তব্য তাহা অশ্রেষ্ঠ। পরিবার মধ্যে সকল কর্ত্তব্য পর্য্যবসিত হইবে তাহা বলিতেছি না, কিন্তু পারিবারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরে অন্য কার্য্য করিতে হইবে। সন্তানদিগকে দাস দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বামীকে পাচক ব্রাহ্মণের অনু-গ্রহপ্রত্যাশী করিয়া, প্রকোষ্ঠ প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার রাখিয়া, যিনি নিত্য নিত্য সভ্যসমাজের রসরঙ্গে ভাসমান হন, আমরা তাঁহার প্রশংসা করি না। স্বামী সন্তানাদি, ও পৌরজন, সকলের সেবা করিয়া, গৃহশৃঙ্খলা ও সকল বিষয়ে সুব্যবস্থাসংরক্ষা করিয়া যিনি সভ্যসমাজের নানা জাতীয় বাহ্যিক কর্ত্তব্য পালন করেন আমরা তাঁহার প্রসংশা করি। পূর্ব্বকালে, এমন কি কিছু দিন পূর্ব্বে এদেশীয় গৃহিণী-দের গৃহকার্য্যে যেরূপ সুখ্যাতি ছিল এখন আর সেরূপ শুনা যায় না। পূর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীত্ব কার্য্যে বহু-দর্শিতা ও উন্নতি লাভ করা হয় নাই। বিদ্যানুশীলনের ও সভ্যরীতির সঙ্গে যে পারিবারিক সুব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপ সুসঙ্গত অন্যান্য দেশে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয়, বরং যে পরিমাণে জ্ঞানানুশীলন সেই পরিমাণে গৃহের

পারিপাট্য। যাহাতে এই উভয়ের পরস্পর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হয় প্রত্যেক গৃহে তাহার চেষ্টা হওয়া উচিত।

গৃহিণী।

লোকে মনে করে শয়নাগার বৈটকখানা ও ড্রইংরুম সজ্জিত করিতে হয়, রান্নাঘর ও ভাণ্ডারকে যে সুসজ্জিত করিতে হয় ইহা সহসা মনে হয় না। কিন্তু ইহাতেই গৃহের প্রকৃত শ্রী ও গৃহিণীচরিত্রের পরিচয়। পাঠিকার হস্তে যদি গৃহস্থালীর ভার পড়ে, যদি বালক বালিকাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সমর্পিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ড্রইংরুমে বিহার করিবার যে অধিক সময় মিলিবে এমন বোধ হয় না; অনেক ক্ষণ রন্ধনশালায় ও ভাণ্ডারঘরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব যদি সেই স্থানে সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য না থাকে তাহা হইলে তৎকালে তাঁহাদের আন্তরিক অবস্থা অত্যুন্নত ভাব ধারণ না করিয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিবে। নারীপ্রকৃতির যথার্থ উৎকর্ষের সীমা কতদূর যদি ইহার বিচার করিতে চাও তাহা হইলে আইস আমরা রন্ধনশালায় গমন করি। যেথানে ঝাড় লালঠানের

ঝিক্ মিক্ করিতেছে, কারপেট গালিচার কোমল সংস্পর্শ, গোলাপ ওডিকলনের সৌরভ, চিত্রকার্য্যের শোভা, যেখানে পিয়নো বাজিতেছে, হাসি উঠিতেছে, চা চলিতেছে, ও পরস্পরের প্রশংসা নিনাদিত হইতেছে, সেখানে যে বিদুষী নারী আপনার বিদ্যার পরিচয় দিবেন, সুন্দরী আপনার সৌন্দর্য্যও অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সভ্যতারও পরিচয় দিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যেখানে বৈশাখ মাসে চুল্লী জ্বলিতেছে, কাঁচা কাষ্ঠ পুড়িতেছে, ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, ধূয়ার প্রভাবে চক্ষে নাকে দর দর ধারা ঝরিতেছে, ঝি বকিতেছে, কাক ডাকিতেছে, বিড়াল মৎস্য লইয়া পলায়ন করিতেছে, সেখানে যে বিদুষী আপনার বিদ্যারও সদ্‌গুণের প্রভাবে বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলা, ক্রোধাগ্নিতে শান্তি ও অসুবিধার মধ্যে সুবিধা সংস্থাপন করিতে পারেন, আমরা তাঁহার প্রকৃত উন্নতি স্বীকার করি। বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধা শান্তভাবে সহ্য করা একটি মহদ্‌গুণ ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশৃঙ্খল সংসারে সুব্যবস্থা ও শান্তিস্থাপন করাকে মহত্ত্বের গুণ বলিয়া মনে করি। এক্ষণে সেই গুণের আলোচনা করা যাইতেছে। রন্ধনের ঘর যে পুনঃ পুনঃ অপরিষ্কার হইবে ইহা স্বাভাবিক কথা। ভাণ্ডার ঘরে কুটনোর খোষা ও বাটনার দাগ পড়িবে

ইহাও অনিবার্য্য, তার উপর আবার ইন্দুর, পিপীলিকা ইহারা স্বায়ত্ত জীব, মনুষ্যের পরাধীনতা স্বীকার করে না। সুতরাং ভাণ্ডারে লক্ষ্মীশ্রী ও পাকশালায় পারি-পাট্য রক্ষা করা সহজ কথা নহে। কি সহজ কি কঠিন তাহা বিচার করিয়া যদি মানব চরিত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে অনীতি ও ইন্দ্রিয়-সেবাকে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, কারণ ইহা যেরূপ সহজ এমন আর কিছু নয়। সুনীতি সদ্‌ব্যবহার সকল সময়ে কঠিন হইলেও অবলম্বনীয়। বৈঠক খানায় সুশৃঙ্খলা, পাকের ঘরে বিশৃঙ্খলা ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাবুদ্ধিবিগর্হিত, অতএব নীতি পরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষে পরিত্যাজ্য। রন্ধনশালায় ধূম নির্গমনের পথ, জল নিঃস-রণের পথ প্রশস্ত থাকিলে যে কেবল অন্নব্যঞ্জনাদি রুচিকর হয় এমত নহে, গৃহিণীর মেজাজ ভাল থাকে, গৃহস্বামীর পরিপাকের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুবৃদ্ধি হয় ও তার সঙ্গে দেশে সভ্যতার উন্নতি কিছু পরিমাণে সম্ভব হয়। যে বাটীতে দুগ্ধে ঝুল, ডালে মাছি, চিনিতে লবণ, পানের মসলায় বাট-নার মসলা, ঘৃতে তৈল, দুই বেলা বাছিয়া খাইতে হয় সেখানে লক্ষ্মী অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারেন না। যাহাদের বাটী হইতে পাকের ঘরে যাইতে হইলে রৌদ্রে পুড়িতে হয়,

জলে ভিজিতে হয়, পিছলে পড়িয়া মরিতে হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অধিক দিন থাকিতে পারে না, পাচক না থাকিলে আহারাদি ভাল চলে না, ও আহার বিনা মনে শান্তি থাকে না। পদারচনার সঙ্গে উনান রচনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ চুল্লীরচনার উপর মুখের বর্ণ, মনের শান্তি, ও সন্তানদিগের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যদি ধাতবপাত্রে রন্ধন হয় তাহা সুমার্জ্জিত না হইলে নানা প্রকার পীড়ার সম্ভাবনা কে না জানে? প্রত্যেক সামগ্রী যথা স্থানে রক্ষিত হইবে, নিমেষের মধ্যে যাহা প্রয়োজন তাহা হস্তগত হইবে, সাতটা সিন্দুক খুলিতে হইবে না, সামান্য কোন অভাবের জন্য বাজারে দৌড়িতে হইবে না, ইহাতে গৃহিণীর হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হয়, এবং পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর যদি মসলার আধারে মোরব্বা, কেরোসিনের টিনে ঘি, কাসন্দীর হাঁড়িতে সুজী রক্ষিত হয়, যদি তণ্ডুল প্রয়োজন হইলে লবণে হাত পড়ে, লবণভ্রমে চিনি ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাহার চিত্ত চটিয়া না যায়? ভাণ্ডারে বসিয়া অধ্যয়ন করা যায়, পাকশালায় বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করা যায় তাহা এইরূপ পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য গৃহের অন্যান্য অংশকেও সমান যত্নে রক্ষা করা আবশ্যক।

সমুদায় গৃহ যেন তোমার রুচির, তোমার সভ্যতার, ও তোমার চরিত্রের পরিচায়ক হয়। সর্ব্বদা স্মরণ করিও যে ধনবান্ না হইলেও ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ন্যায় সংসারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব।

সারকথা।

১। গৃহিণীর চেষ্টায় গৃহ, প্রাঙ্গণ, ঘর, বাহির, পাক-শালা, সর্ব্বস্থান পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, আঁস্তাকুড় হইতে দেবালয় পর্য্যন্ত যদি কোন স্থান বিশৃঙ্খল দেখায় ইহাতে তাঁহার কলঙ্ক।

২। গৃহের মধ্যে সর্ব্বস্থানের উপযোগী সামগ্রী আছে, এবং সকল সামগ্রীর উপযোগী স্থান আছে। যেখানে যাহা রক্ষিত হওয়া উচিত সেইখানে তাহা রাখিবে। ইহা-রই নাম শৃঙ্খলা; এই শৃঙ্খলা অনুসারে সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্ব-সংসার রচনা করিয়াছেন।

৩। ধনবান্ না হইলে যে পরিবার মধ্যে শৃঙ্খলা পরিপাট্য স্থাপনকরা যায় না, ইহা অসত্য কথা। ধন বানের ঘরে অনেক সামগ্রী, সুতরাং তাহার যথোচিত সন্নিবেশ সহজ নহে। গরিবের ঘরে অল্প সামগ্রী তাহা সহজে সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে।

৪। যে গৃহে সুব্যবস্থা সেখানে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ সতত বিদ্যমান।

সৎসাহস।

পুরুষ মানুষের ন্যায় স্ত্রীজাতির শারীরিক সাহস প্রায় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যে নারীস্বভাবের উপযোগী কোন প্রকার সৎসাহস অসম্ভব ইহা স্বীকার করি না। সাহস দুই প্রকার, শারীরিক এবং মানসিক। বিধাতা যে প্রণালী এবং প্রকৃতি অনুসারে স্ত্রীশরীর গঠন করিয়াছেন তাহাতে পুরুষোপযোগী কায়িক বলবীর্য্য নির্ভীকতা রমণীর পক্ষে সম্ভবে না, এবং শোভা পায় না, কিন্তু মানসিক গুণে যে তিনি পুরুষ অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ইহাতে সন্দেহ নাই। স্নেহানুরাগরূপ প্রবল ও উচ্চ প্রবৃত্তি সদৃশ মানব স্বভাবে আর কি আছে? সেই অনুরাগে নারী অদ্বিতীয়া। এমন কোন্ কার্য্য আছে যাহা ভাল বাসার উত্তেজনায় মানুষ করিতে পারে না? মনোগত প্রেম প্রবৃত্তির প্রভাবে শারীরিক গুণ পর্য্যন্ত রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, মনের বলে দেহের বল বৃদ্ধি হয়, সাহসের সঞ্চার হয়। যাহার আত্মায় তেজ আছে, সে

সেই তেজে শরীরকে ইচ্ছামত চালিত করিতে পারে। এইজন্য কোন কোন দেশে, কোন কোন জাতি মধ্যে অবস্থানুসারে স্ত্রীলোকের বীরত্বের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেই মহারাষ্ট্রীয় ও জাট মহিলাদের সাহসিকতা সম্বন্ধে কত দৃষ্টান্ত লিখিত আছে। সে দিন ঝান্সীর রাণী ইংরাজদিগের সঙ্গে সম্মুখসমরে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, ফরাসীরদেশীয়া জোয়ানার বৃত্তান্ত কে না পাঠ করিয়াছে? অদ্যাবধি অসভ্য জুলু এবং ডেহোমী জাতীয় অঙ্গনাদিগের বীরত্ব দেখিয়া সকল লোক আশ্চর্য্য হয়। স্ত্রীজাতিসম্পর্কে শারীরিক সাহস সর্ব্বদা অবলম্বনীয় নয় বটে, কিন্তু সৎকার্য্যে, লোকহিতার্থে, ধর্ম্মরক্ষার্থে, স্বদেশহিতৈষণার অনুরোধে এমন অনেক প্রকার সাহসিকতা আছে যাহা সকল নারীর পক্ষে অনুকরণীয়। স্ত্রীলোক হইয়াছ বলিয়া যে ভীরু, হীনতেজ, কঠোর কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইবে একথা অতি ঘৃণার্হ, কখনই ইহা স্বীকার করিবে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্যাতন সহ্য করিতে গেলে যে ধৈর্য্য আবশ্যক হয় তন্মধ্যে কি কোন প্রকার বীরত্ব নাই? পরহিতের জন্য আপনার সুখ, সম্পদ, সুখ্যাতি ত্যাগ করিয়া সহস্র প্রকার অসুবিধা নীরবে মস্তকে বহন করা, ইহাতে কি কোন প্রকার সাহস

নাই? পতিব্রতাধর্ম্ম পালনের জন্য সীতা দ্রৌপদী রাজ-রাণী হইয়া দেশে দেশে বনে বনে বিচরণ করিলেন, হরিশ্চ-ন্দ্রের মহিষী মৃত সন্তান ক্রোড়ে শ্মশানে একাকিনী প্রবেশ করিলেন ইহা কি সাহসের কার্য্য নয়? ঠিক এরূপ অবস্থা এখনকার দিনে সকলের ঘটে না, কিন্তু এখনকার দিনেও রমণীকুলের জন্য গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করিবার জন্য যে সাহস প্রয়োজন হয় তাহা অবশ্য অবলম্বনীয়। এতদ্বিষয়ক দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

গ্রেস্ ডার্লিং।

কুমারী গ্রেস বিদ্যাবতী নহেন, রূপবতী নহেন, সামান্য নাবিকের কন্যা, তবে ইংরাজজাতির তেজস্বী হৃদয়ে তাঁহার খ্যাতি অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় হইল কেন? তাঁহার অনুপম বীরত্ব ইহার কারণ, তিনি মহল্লাররাও হোল্কারের মহিষীর ন্যায় অশ্বারোহণে পটু ছিলেন না, ঝাঁন্সীর রাণীতুল্যা সমরবিজয়েও প্রবৃত্তা হয়েন নাই, কেবল পরোপকারে লোকের জীবনরক্ষার্থ অসীম সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডদ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব কূলে সাগরের প্রচণ্ড আস্ফালন। সেখানে যে কত বার কত

জাহাজ সমুদ্র কবলস্থ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই রূপ দুর্বিপাক নিবারণ করিবার জন্য এবং অদূরবর্ত্তী পোতদিগকে সাবধান করিবার জন্য কূল হইতে কিছু দূরে একটী দীপমন্দির (লাইট হাউস) প্রতিষ্ঠিত হয়। ডার্লিং নামক এক জন বৃদ্ধ নাবিকের উপর এই দীপ-মন্দিরের ভার ছিল, তাঁহার বাইশ বর্ষীয়া কন্যার নাম গ্রেস্। ১৮৩৮ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সেই ঝড়ে একখানি ষ্টীমার দীপমন্দিরের অনতি-দূরবর্ত্তী সাগরতরঙ্গে ঘোরতর বিপন্ন হয়; জাহাজের কল ভগ্ন হইয়া যায়, এবং পার্শ্বস্থ প্রস্তররাশির উপর বিষম বেগে প্রতিঘাত পাইয়া তাহার অর্দ্ধাংশ চূর্ণ ও অদৃশ্য হইয়া যায়; নাবিকেরা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিবার জন্য জালিবোট লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কেবল অবশিষ্ট অপরার্দ্ধ অংশ মাত্র, ডুবা পাহাড়ে লাগিয়া, গর্জ্জিত তরঙ্গের ভীষণ শক্তিতে, বাত্যার বিষম প্রহারে, শ্রোতের অনিবার্য্য বেগে, তোলপাড় করিতেছিল, কখন একেবারে মগ্ন হইয়া রসাতলে যাইবে তার কিছুই স্থিরতা ছিল না। নয় জন লোক এই পোতখণ্ড অব-লম্বন করিয়া প্রাণভয়ে চিৎকার করিতেছিল, ইহার মধ্যে পাঁচ জন নাবিক ও চারি জন আরোহী। নিশান্তকালে এই

ভয়ানক চিৎকার গ্রেসডার্লিং কর্ণগোচর করিলেন, এবং শুনিবামাত্র পিতাকে জাগ্রৎ করিলেন। সে অন্ধকারে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে কোন্ দিক্ হইতে চিৎকার আসিতেছে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। ভোর হইতে না হইতে তাঁহারা বিপন্নদিগের দশা দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বৃদ্ধ ডার্লিং একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইয়া পোতখণ্ডের দিকে বাহিয়া চলিলেন। নিষেধ না মানিয়া গ্রেস্ পিতার সঙ্গে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। তিনি নিতান্ত তরুণী, নাবিকতা কার্য্যে কখনও কোন অভ্যাস করেন নাই; সম্মুখে এই দুর্নিবার বিপদ, মৃত্যু প্রায় নিশ্চয়; প্রবল বাত্যার হুংকার, জলধির ভীম গর্জ্জন, সর্ব্বগ্রাসী ফেণময় উত্তাল তরঙ্গ, পিতার সভয় নিষেধ কিছুই না মানিয়া, নিজের প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া, বিপন্নদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, বৃদ্ধপিতার সাহায্যের জন্য এই দ্বাবিংশতিবর্ষীয়া বীরকন্যা সাগরে ভাসিলেন, কেবল দুস্তরে নিস্তারকর্ত্তা ভগবান মাত্র তাঁহার ভরসা। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র নৌকা পোত খণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু সেখানে মগ্নশীলার প্রতিঘাতে চতুর্দ্দিক্ এমনি তরঙ্গময় যে নৌকা মারা যাইবার উপক্রম হইল। গ্রেসের পিতা জলে লম্ফদিয়া পড়িলেন, আর ক্ষেপণীর

বলে কোন মতে কন্যা তরণীকে জলমগ্ন হইতে দিলেন না। এ দিকে দুই এক জন করিয়া নয় জন লোককে বৃদ্ধ নাবিক ডার্লিং স্বীয় তরণীতে আরোহণ করাইয়া বহু কষ্টে বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া আপনাদিগের দীপমন্দিরে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেখানে গ্রেসের অবিশ্রান্ত সেবাতে তাঁহারা সকলে আরোগ্য ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ওদিকে এই যুবতীর আশ্চর্য্য সাহসের কথা দেশ ব্যাপিয়া প্রচার হইতে আরম্ভ হইল। সাহসী ইংরাজজাতি যেমন সাহসের মর্য্যাদা বুঝে এমন আর কে? ক্ষুদ্র মহৎ সকল লোকই এই বীরত্বের সহানুভূতি করিয়া গ্রেস ডার্লিংকে নানা পারিতোষিক প্রদান করিতে লাগিল। তাঁহার অসামান্য সাহসের কথা শত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল, ইংলণ্ডের বীরনারীদিগের মধ্যে গ্রেস ডার্লিং পরিগণিত হইলেন। কিন্তু এই সম্ভ্রম সুখ্যাতি বহুকাল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। ইংলণ্ডের হিমশীতে এবং সাগরতীরস্থ জলঝড়ে শীঘ্রই তাঁহার ক্ষয়কাস রোগ শরীরে সঞ্চার হইল, এবং উল্লিখিত মহাকীর্ত্তির চারিবৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মরণকালে আত্মীয় বন্ধু সকলকে একত্র করিয়া স্মৃতিচিহ্নরূপ নানা সামগ্রী

বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতদিন স্ত্রী জাতীর মহত্বের প্রতি পৃথিবীর শ্রদ্ধা থাকিবে, এবং ইংরাজজাতি স্বদেশীয় রমণীদের সুকীর্ত্তির সমাদর করিবেন, ততদিন এই নাবিক কন্যার সাহস ও সদ্‌গুণের স্মৃতি কথনই বিলুপ্ত হইবে না।

কারাবাসিনীবন্ধু এলিজেবেথ ফ্রাই।

নিউগেট কারাগার ভয়ঙ্কর স্থান, এ শতাব্দীর প্রথমে আরও ভয়ঙ্কর ছিল, ৪০০ বন্দী রাখিবার জন্য এই কারাগার রচিত হয়, কিন্তু ৭০০ জন ইহার ভিতর রক্ষিত হইত, ইহার মধ্যে ৩০০ বন্দী স্ত্রীলোক। এই তিন শত জনের মঙ্গলের জন্য এলিজেবেথ ফ্রাই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি ধনাঢ্যকন্যা, সুশিক্ষিতা, উচ্চপদবীস্থ, এবং সকল প্রকার সামাজিক সুখসচ্ছন্দতার মধ্যে পালিতা। কিন্তু কারাবাসীদের হিতের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইত। এক এক জন মহাত্মা দ্বারা জ্ঞানময় বিধাতা একএকটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়েন, এবং সে বিষয়ে সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত শক্তি ও উদ্যমে ভূষিত করেন। নতুবা ধনাঢ্যের কন্যা বাসনা বিলাস-

ত্যাগ করিয়া অভাগী অনাথাদিগের উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইবেন কেন? ইহার ভিতর সেই মঙ্গলসঙ্কল্প জগৎ-পিতারই উত্তেজনা। ৩০০ কারাবাসিনী দুষ্কর্ম্মান্বিতা নারী নিউগেট বন্দীগৃহমধ্যে যে কিরূপ ঘৃণিত অবস্থায় কালযাপন করিত তাহা বর্ণনার অতীত। কোন স্থানে ৪০।৫০ জন বন্দীশিশু চিৎকার করিতেছে, কাদা মাখিতেছে, মারামারি করিতেছে, কোথাও বা তাহাদের হতভাগিনী মাতাগণ ক্রন্দন করিতেছে, রন্ধন করিতেছে, আহার করিতেছে, মাতাল হইয়া মাটীতে গড়াগড়ী দিতেছে, অতি বীভৎস ভাষায় পরস্পরে গালাগালী করিতেছে। তাহাদের শয্যা নাই, বস্ত্র নাই, লজ্জা নাই; ছিন্ন শতগ্রন্থিবদ্ধ বস্ত্রাবশেষ অঙ্গে জড়াইয়া কারাবাস নরকাবাস করিতেছে। এই নরকমধ্যে মহোচ্চ প্রকৃতি এলিজেবেথ ফ্রাই নিঃশঙ্কে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশের পূর্ব্বে কারা-রক্ষক তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, "ঘড়ি ও চেন অফিসে রাখিয়া যাও, যদিও আমি নিজে রক্ষার্থ তোমার সঙ্গে যাইব বটে, কিন্তু তত্রাপি সকল প্রকার আপদ ও দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে সক্ষম হইব না।" ফ্রাই কারা-গারে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন তদপেক্ষা আরও ভয়ানক দেখিলেন, দেখিলেন একটি

মৃত শিশুর অঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক বস্ত্রাদি হরণ করিয়া দুই তিন জন স্ত্রীলোক আপনাদের সন্তানকে পরাইয়া দিতেছে। ফ্রাই লিখিতেছেন, "যাহা নিউগেটে দেখিলাম তার প্রকৃত ছবি আমি লিখিতে অক্ষম। সেখানে যে কি প্রকার পঙ্ক ও দুর্গন্ধ; কারাবাসিনীদের আকার এবং আচার যে কত দূর ভয়ঙ্কর, তাহারা যে পরস্পরের সহিত কি ভাষায় আলাপ করিতেছে, এবং কি প্রকার পাপ জীবন যাপন করিতেছে ইহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না।" কিন্তু ফ্রাই নিরাশ হইলেন না, তাঁহার সাহস না কমিয়া বৃদ্ধি লাভ করিল, শীঘ্র একটী কমিটী স্থাপন করিলেন, এবং হতভাগিনীদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য অসাধারণ উৎসাহের সহিত চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। দুই চারি বৎসরের মধ্যে সুফল ফলিতে লাগিল। প্রথমে লোকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে এ কঠিন ব্রতে তিনি কোন প্রকার সিদ্ধি লাভ করিবেন, শেষে ফল দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল। "যে মুখ ঈশ্বর নিন্দা ও লোককে কটুকাটব্য ভিন্ন অপর কিছু বলিত না তাহা ঈশ্বর বন্দনায় নিযুক্ত হইল; যে হস্ত চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মে রত ছিল তাহা সৎকার্য্যে পরিশ্রম করিতে শিক্ষা করিল। কলঙ্কিনী জননী কুদৃষ্টান্ত ও কদর্য্য অভ্যাস হইতে কুজাতসন্তানদিগকে

যেখানে জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারে এমন স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকারময় কারাভবনের আকার পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা উজ্জ্বল হইল; পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় নিউগেট পারিপাট্যে ভদ্র স্থান হইল।" এই প্রকারে এলিজেবেথ ফ্রাই সৎসাহ ও সদুৎসাহে জগদ্বিখ্যাত হইলেন।

সম্পূর্ণ।